চন্দ্রশেখর রায়।

(জীবনচরিত)

(সাধারণীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী-সম্পাদক
বঙ্গ-মহিলা ও স্বদেশের হিতকথা-প্রণেতা)

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত।

'Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear:
'Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.
—*Thomas Gray.*

কলিকাতা,

১৩৭ নং বলরামদেব ষ্ট্রীটস্থ ভবন হইতে
শ্রীঅক্ষয়কুমার দাঁ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

সাহিত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ৸০ বার
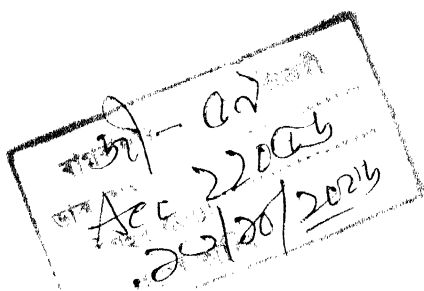
ভূমিকা।

প্রায় ১০ বৎসর হইল, সাধারণী পত্রিকায় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর রায়ের জীবনীর অধিকাংশ লিখিত হইয়াছিল—কি উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিজের কথায় না বলিয়া সাধারণীসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কথায় বলা যুক্তি যুক্ত বোধ করিলাম,—"যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার ভাবনা অবশ্যই ভাবিবে, ভালবাসার লক্ষণই ঐরূপ। যেখানে ভাবনা নাই, সেখানে প্রকৃত ভালবাসাও নাই। এখনও আমরা স্বজাতিকে ভালবাসি না, কেন না তাহা হইলে অবশ্য স্বজাতির ভাবনা ভাবিতাম। সকল বিষয় শিখিতে হয়, ভালবাসাও শিখিতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বালক কাল হইতে আমরা বিপরীত শিক্ষা পাইয়া থাকি। পাঠশালে আমাদের নীতিবোধের সূত্রপাত হইল, শিখিতে লাগিলাম কি? যে বিদেশী লোকেরই গুণ থাকে, আমাদের কাহারও কিছুই নাই। আনাপিয়স ও আম্ফিনোমাস্ বড় পিতৃ মাতৃভক্ত ছিলেন, শিকন্দর সাহের মাতা বড় কোপন-স্বভাবা হইলেও তাহাতে শিকন্দর কখন বিরক্ত হন নাই। ফ্রেডরিক আপনার ছোট চাকরটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন, আলফনসো অমায়িক ছিলেন; অষ্ট্রিয়া দেশে এক জন ভৃত্য প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বড় পরিশ্রমী ছিলেন, ইত্যাদি। বালক তাহার পর চরিতাবলী, ক্রমে জীবনচরিত পড়িতে লাগিল; একই কথা তাহার হৃদয়ে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল—কথাটা বড় ভয়ানক—দেশের কাহারও কোন সামান্য গুণও নাই, অতি সামান্য গুণের গল্প শুনিতে হইলেও বিদেশ হইতে শুনিতে হয়। এইরূপ শিক্ষা বালক কাল হইতে পাইয়া বঙ্গীয় যুবক স্বজাতির

সুখ দুঃখ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হন, তখন যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচলিত করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাদের নিন্দা করিতে থাকেন—এই সকল বড়ই দুঃখের কথা মর্ম্মে গাঁথিয়া হৃদয়ে পুষিতে ছিলাম; কিন্তু ফুটিয়া না বলিলে আর চলে না। একখানি পত্র আসিল বড় আদর করিয়া খুলিতে গেলাম, অমনই দেখি "ভগ্নি ডোরা বা সর লুইস মালেটের" জীবনচরিত। দুঃখে অবসন্ন হইতে হয়, মাথা কুটিতে ইচ্ছা করে।

পোড়া দেশ পুড়িয়া গিয়াছে তা জানি; কিন্তু মাতৃভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, পরিবারে শ্রদ্ধা, সরলতা, অমায়িকতা, বিনয়, ভালবাসা, প্রীতি,—এ সকলের কোন কিছুরই দৃষ্টান্ত কি এ দেশে একটিও নাই, যে বিদেশ হইতে খুজিয়া খুজিয়া দৃষ্টান্ত শিখিতে হয়? না; আমরা তত হতভাগা জাতি নহি; তবে আমাদের প্রধান দোষ আমরা আপনাদের কথা এখনও আপনারা ভাবিতে শিখি নাই। আর আমাদের শিক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়া আমাদের বিপরীত শিক্ষা দিয়াছেন, এখন আমরা স্বজাতি-প্রিয় স্বদেশভক্তগণকে একান্ত অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন সকলে মিলিয়া অসৎ শিক্ষার স্রোত রোধ করিতে চেষ্টা করেন। বালক কাল হইতে বঙ্গ-বালককে আপন জাতির কথা ভাবিতে শিক্ষা দেন। স্বদেশীয় লোকের জীবনচরিত লিখিতে সকলেই আরম্ভ করুন; দেখিবেন দশ বৎসরে আর একরূপ ভাবগতি দাঁড়াইবে, তখন বাঙ্গালিকে বাঙ্গালির কথা ভাবিবার বা পড়িবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হইবে না।"

এক্ষণে পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট চন্দ্রশেখরের সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত করিলাম।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং অনেক আত্মীয় চন্দ্রশেখরের সময়ে

হুগলীর ডাকাতি কমিশনরের আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাল্যকাল ও ডাকাতি কমিশনরের আফিসের কার্য্যাদি সংক্রান্ত অনেক কথাই পিতৃদেবের নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। অন্যান্য আত্মীয়েরাও বিচক্ষণ ও পদস্থ ব্যক্তি; তাঁহাদের নিকট জ্ঞাতব্য কথা অনেক জানিয়াছি, এবং সেই সকল কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অনেক কথা সরকারী কাগজ পত্র দেখিয়া জানিয়াছি, তাহা পুস্তক পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

যৎকালে এই জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রশেখরের সমকালীক কোন কোন মহাত্মার মুখ হইতে ঈর্ষাপ্রসূত দুই একটি নিন্দার কথা শুনিয়াছিলাম; শুনিয়া মহাকবির মহাবাক্য স্মরণপথে উদিত হইয়াছিল মাত্র।* বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, যে মনুষ্য প্রথম বয়সের অভ্যাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতে পারে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

এই পুস্তকে ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিবার সম্ভাবনা, কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

এই নগরবাসী, সাহিত্যোন্নতিপ্রয়াসী, বাবু অক্ষয়কুমার দাঁ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বড় খুসী হইয়াছিলেন। তিনি ইহা সত্বরে প্রকাশিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া নিজ অর্থ ব্যয়ে তাহা করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

কলিকাতা,
জোড়াবাগান্ ১৩০১ সাল।
তাং ৩০শে চৈত্র।

গ্রন্থকার।

* "No might nor greatness in mortality
"Can Censure, 'scape; back wounding Calumny
"The whitest virtue strikes :" * * *
* * * * * * * *
Shakspeare—measure for measure.

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়,

শ্রীযুক্ত শশিশেখর রায় খুড়া মহাশয়,

শ্রীচরণকমলেষু।

মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবন-চরিত এত দিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক ইহা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া মহাশয়ের মনে যেরূপ আনন্দ হইবে, অপরের তাহা হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, তজ্জন্যই ইহা মহাশয়ের করকমলে প্রদান করিয়া সুখী হইলাম।

কলিকাতা,
জোড়াবাগান,

সেবক,
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সেন গুপ্ত।

৺ চন্দ্রশেখর রায়।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্যাবস্থা—কটক গমন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দীর্ঘপাড়া গ্রামে, সন ১২১২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে, চন্দ্রশেখর রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামলোচন রায়, জাতি বৈদ্য। চন্দ্রশেখর যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশের আদি পুরুষ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ, এক জন অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং পবিত্র স্বভাবের লোক ছিলেন। সেই জন্য কণ্ঠাভরণের বংশ অতিশয় তেজীয়ান ও পবিত্র বলিয়া বৈদ্যদিগের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কোন দৈব দুর্ঘটনা প্রযুক্ত পিতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, চন্দ্রশেখরের মাতা তাঁহাকে লইয়া স্বীয় পিত্রালয় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী পাঁচপাড়া গ্রামে গমন করেন এবং সেই স্থানে চন্দ্রশেখর প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে চন্দ্রশেখরের কার্য্যাদিতে এমন কোন প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত যে, তিনি ভবিষ্যতে এক জন দেশবিখ্যাত লোক হইবেন; বরং সচরাচর দুরন্ত বাঙ্গালি বালক সম্বন্ধে লোকে যেরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকে, অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ আশঙ্কা করিত।

পাঁচপাড়া গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। চন্দ্রশেখরের মাতামহ ৺ জগদীশ্বর মজুম্‌দার দৌহিত্রকে সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর পাঠশালায় রীতিমত পাঠ অভ্যাস করিতে বিশেষরূপ যত্নশীল ছিলেন না। গ্রামের পাঠশালায় কিছু দিন লেখা পড়া শিক্ষার পর, জগদীশ্বর মজুম্‌দার চন্দ্রশেখরকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য এই যে, বিদেশে থাকিলে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার অধিক মনোযোগ আকর্ষিত হইবে। পূর্ব্বে, কলিকাতায় এক্ষণকার মত ছাত্রদিগের থাকিবার বাসা ছিল না। সে সময়ে যাঁহারা কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তাঁহাদিগের বাসাতেই তাঁহাদিগের স্বজাতীয় বা আত্মীয় ছাত্রগণ অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। চন্দ্রশেখর ত্রিবেণীর রামজয় মজুম্‌দারের বাসায় থাকিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি আধপেটা ভাত এবং "হাতাকাটা" ডাইল খাইয়া দিনপাত করিতেন। তৎকালে আমাদের দেশের লোকেরা আপনাদের বাসায় যে সকল ছাত্রকে স্থান দিতেন, প্রাণান্তেও তাঁহাদের নিকট হইতে বাসা খরচ লইতেন না। বিশেষতঃ স্বজাতি হইলে, তাঁহার নিকট হইতে বাসা খরচ লওয়া, অত্যন্ত অপমানের বিষয় মনে করিতেন; (এখনও অনেক ভদ্র লোক এই নিয়মে চলেন) সুতরাং বাসার কর্ত্তা যেরূপ সুখে বা কষ্টে আহারাদি করিতেন, বাসাস্থ ছাত্রদিগকেও সেইরূপে করিতে হইত।

চন্দ্রশেখর কলিকাতায় দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে যদিও তাঁহার পড়া শুনার খুব উন্নতি হয়

নাই বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া, এই দীর্ঘ কাল যে তিনি বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। তিনি সর্ব্বদা বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী লোকদিগের সহবাসে থাকিতেন এবং নিজে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। যে শিক্ষার বলে লোক চৌকশ হয়, যে শিক্ষার বলে সকল দেশ হইতেই পণ্ডিত-মূর্খের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়, যে শিক্ষা না থাকাতে ভারতের, বিশেষ বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, চন্দ্রশেখর সেই শিক্ষা লাভ করিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা যে বিফল হয় নাই, সে পরিচয় পাঠকবর্গ ক্রমশঃ পাইবেন।

১২২৯ সালে সতর বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকুরীর উদ্দেশে, চন্দ্রশেখর তাঁহার মাতুল কনকরাম মজুমদারের সহিত কটক গমন করেন। এই সময়ে ঠাকুরদাস রায় নামক এক জন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যের কটকে অত্যন্ত আধিপত্য ছিল। ঠাকুরদাস রায় নিমকের দেওয়ান ছিলেন। সাহেবদিগের নিকট তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি অনেক লোকের চাকুরি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোকও ছিলেন। সাহেবেরা আদর করিয়া, তাহাদিগকে "দেওয়ান ঠাকুরদাস কা বয়েল" বলিতেন। চন্দ্রশেখর এই ঠাকুরদাস রায়ের বাসাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাস রায় বড় সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক দান খয়রাত ছিল।

চন্দ্রশেখরের মাতামহ ঢাকায় দেওয়ানী করিয়া, প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি অতি অল্পমাত্র সম্পত্তি রাখিয়া, পর-

লোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, চন্দ্রশেখর কটকে যান।

বেকার অবস্থায় চন্দ্রশেখরকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। দেওয়ান ঠাকুরদাস রায় শীঘ্রই নিমকের দারোগার অধীনে তাঁহার এক মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। অতি পরিশ্রমের সহিত চন্দ্রশেখর এই কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই দারোগার সহিত তাঁহার মনান্তর উপস্থিত হইল। একদিন দারোগার সহিত বচসা হওয়ায়, তিনি দারোগার গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত পূর্ব্বক কটক পরিত্যাগ করিলেন। দেওয়ান ঠাকুরদাস রায় এই সংবাদ পাইয়া, শীঘ্রই তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে কটকে লইয়া গেলেন। নিমকের দারোগা এক জন স্বজাতীয় ও আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সহিত চন্দ্রশেখরের পুনরায় সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল।

দারোগার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু কটকে অধিক কাল অবস্থিতি করা চন্দ্রশেখরের অদৃষ্টে ঘটিল না। এক দিন দেওয়ান ঠাকুরদাস রায়ের বাসায় বসিয়া, কতকগুলি লোক নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন; তন্মধ্যে চন্দ্রশেখরও ছিলেন। অন্যান্য গল্পের পর, জগন্নাথের ভোগের কথা উঠিল। এই সময়ে ঠাকুরদাস রায়ের গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! জগন্নাথের প্রসাদের কি অপূর্ব্ব মহিমা, ইহা মুখে দিলেই খিঁচুড়ীর আস্বাদন, পরক্ষণে পরমান্নের স্বাদ এবং তৎপরে মিষ্টান্নের তার পাওয়া যায়।" এরূপ অসঙ্গত কথা চন্দ্রশেখর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গুরুর

প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, “এক জিনিসের কি কখন ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন হয়?” বলিয়াই এক চড়। চড় মারিয়া তৎক্ষণাৎ কটক ত্যাগ করিলেন—আর ফিরিলেন না। দেওয়ান ঠাকুরদাস রায় অনেক যত্ন করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না।

এইরূপ অস্থিরচিত্ত এবং হঠাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত চন্দ্রশেখরকে সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার এই কার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে, তিনি সত্যপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হইবে—অন্ততঃ তিনি অন্যায় ও অসঙ্গত কথা সহিতে পারিতেন না, বিবেচিত হইবে; কিন্তু ইহাও বোধ হইবে যে, তিনি আপনার মনোবৃত্তি সকলকে দমন করিতে বাল্যকালে শিক্ষা পান নাই, অথচ সকলেরই এ শিক্ষা পাওয়া খুব আবশ্যক। গুরুকে চড় না মারিয়াও চন্দ্রশেখর তাঁহার অসঙ্গত বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন; কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁহার তৎকালে ছিল না—ক্রমে তাঁহার এই স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাবনায় গমন—গামছামোড়ার দল ধৃতকরণ।

উমানাথ দাস গুপ্ত নামে চন্দ্রশেখরের এক জন শ্যালক ছিলেন। পণ্ডিতা ডাকাইত নামক এক জন বিখ্যাত দস্যুকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে তিন জন দারোগা

নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে উমানাথ দাস গুপ্ত এক জন দারোগা নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই অতিশয় সাহস ও কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত দস্যুকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন। চন্দ্রশেখর যে সময়ে কটকে ছিলেন, উমানাথ দাস গুপ্ত তখন পাবনায়। তিনি চন্দ্রশেখরের কটক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে তথা হইতে পাবনায় আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এক্ষণে কটক ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর উমানাথ দাস গুপ্তের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া পুলিশের কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল শিক্ষানবিশী অবস্থায় অতিবাহিত হইল। সাধারণতঃ আমাদের দেশের যুবকগণ কাহারও বাসায় কোন উমেদারী অবস্থায় থাকিয়া যেরূপ অন্নধ্বংস পূর্ব্বক তাস ও পাশার সাহায্যে সময় অতিবাহিত করেন, চন্দ্রশেখর সেরূপে সময় অতিবাহিত করেন নাই ;—তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ; সুতরাং শিক্ষানবিশী অবস্থায় তিনি পুলিশের কার্য্যাদি অতি উত্তমরূপ শিক্ষা করিলেন।

এই সময়ে পাবনা অঞ্চলে গামছা-মোড়া ঠগীদলের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। পাবনা জেলায় "চলনের বিল" নামে একটা বিখ্যাত বিল আছে। গামছা-মোড়ার দলের লোকেরা এই বিলের ধারে লোকদিগকে হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। সচরাচর লোকদিগের গলায় গামছা জড়াইয়া ইহারা এমন একটা করিয়া মোড়া দিত যে, এক মোড়াতেই লোকের মৃত্যু হইত। ইহারা নৌকা করিয়া উক্ত চলনের বিলের সর্ব্বত্র যাতয়াত করিত এবং যে স্থানে সন্ধ্যার সময়

দুই এক খানা আরোহীর নৌকা বাঁধা থাকিত, সেই স্থানে আপনাদের নৌকা লাগাইয়া কলে কৌশলে আরোহীদিগের প্রাণনাশ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া লইত। ইহাদের দলের এতদূর বিস্তৃতি হইয়াছিল যে, গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডে ইহারা দলে দলে গামছা মোড়া দিয়া নরহত্যা করিত। ইহাদের দলের কোন এক ব্যক্তি হুগলির ঠগী আপিসে এই মর্ম্মে একরার করিয়াছিল,—গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডের কোন কোন চটিতে সন্ধ্যার সময় নিরীহ মত একদল যাত্রী আশ্রয় গ্রহণ করিলে যতগুলি লোক আশ্রয় লইত, ঠিক সেই পরিমাণ গামছা-মোড়ার দলের লোকেরাও পথিক সাজিয়া ঐ চটিতে আশ্রয় লইত; তৎপরে কথায় কথায় উল্লিখিত যাত্রীগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া, তাহাদের খুব সেবা শুশ্রূষা করিয়া, তাহাদিগকে চমৎকৃত ও আপ্যায়িত করিত; এমন কি রাত্রে পায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেও ত্রুটী করিত না। পথিকেরা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইত। পর দিন প্রত্যুষে যাত্রীরা যে দিকে গমন করিত, দলের লোকেরাও সেই দিকে যাইত; উভয় দলে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতেই যাইত। যখন তাহারা এরূপ একটি স্থানে গিয়া পৌঁছিত যে, তাহার উভয় পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল, সেই সময়ে এক এক জন দস্যু এক এক জন যাত্রীর পশ্চাতে দাঁড়াইত এবং সকলেই "উঃ ভারি গরম" বলিয়া কোমর হইতে একখানি করিয়া গামছা খুলিয়া বাতাস খাওয়ার ছলে পাক দিত। যাত্রীরা অবশ্য ইহা লক্ষ্য করিত না,—গত রাত্রের ব্যবহারেই তাহারা মুগ্ধ। এই-রূপে কিছু দূর যাইতে যাইতে দস্যুরা যখন দেখিত যে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে কোন লোক দেখা

যাইতেছে না, তখন সকলেই একতালে পাকান গামছাখানি যাত্রীদের গলায় দিয়াই একটি মোচড় দিত এবং নিমেষ মধ্যে হতভাগ্য ব্যক্তিগণের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইত। মুহূর্ত্ত মধ্যে দস্যুরা উহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া দুই পার্শ্বের জঙ্গলে আশ্রয় লইত। জিজ্ঞাসা করায় উপরোক্ত একরারী আসামী বলিয়াছিল যে, প্রথমে গামছা পাকাইয়া সরু দড়ির ন্যায় করিয়া তদ্দারা এক মোচড়ে একটি পাঠাঁকে মারিতে শিক্ষা করা হইত, তৎপরে বেশ হাত পাকিয়া গেলে, মানুষ মারা হইত।

পাবনা জেলার গামছা-মোড়ার দলের কথা প্রথমে অতি আশ্চর্য্য রূপে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খবরে আইসে। পাবনা জেলায় সলপ বলিয়া একটি স্থান আছে। সেই স্থানের * * * * খুব বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের একজন জামাই ঢাকা জেলার দারোগা ছিলেন। এক দিন তিনি একটা মোকর্দ্দমার কিনারা করিতে চলনের বিল দিয়া যাইতে যাইতে গামছা-মোড়ার দলের হাতে পড়েন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া নিজ শ্বশুরালয় সলপে যান। কিন্তু এখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না। বাবুদের পুত্রগণের গামছা-মোড়ার দলের সহিত যোগ ছিল। তাহারা দলের হস্ত হইতে ভগিনী-পতি অব্যাহতি পাওয়াতে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইল না, পরন্তু তাঁহার প্রাণ নাশের সঙ্কল্প করিল। কারণ তাহাদের আশঙ্কা হইল যে, ভগিনীপতি বাঁচিয়া থাকিলে এক দিন না এক দিন তাহাদের সমুদায় কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। জামাই বাবু শ্যালকদিগের অভিপ্রায় স্ত্রীর নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সাহস

দিয়া স্বয়ং নিকটস্থ পুলিশ থানায় সংবাদ দিলেন। দৈবক্রমে কোন কার্য্যোপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই সময় থানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জামাই বাবুকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন এবং শ্যলকদিগকে দায়রা সোপরদ্দ করিলেন, তাহাদের সেখানে রীতিমত দণ্ড হইল।

উল্লিখিত ঘটনায় অনেকগুলি লোক দণ্ড পাইলেও, একেবারে গামছা-মোড়ার দল নিঃশেষিত হইল না। যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা খেতুপাড়া এবং শিবপুর নামক স্থানের লোকদিগের সহিত যোগ দিয়া পূর্ব্ববৎ নরহত্যা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় যে তাহারা থাকিত, এবং কি প্রকারে হত্যা করিত, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। পাবনার সেই সময়ের মাজিষ্ট্রেট জে, ডি, মনি সাহেব এই গামছা-মোড়ার দল ধৃত করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিন্তু কোন দারোগাই এই দলকে ধৃত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় চন্দ্রশেখর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, একখানি পরওয়ানা ও পুলিশের সাহায্য পাইলে তিনি গামছা-মোড়ার দল ধৃত করিতে পারেন। মনি সাহেব সহজেই চন্দ্রশেখরকে এক খানি পরওয়ানা দিলেন, তাহাতে তিন থানার দারোগার প্রতি আদেশ থাকিল যে, তাঁহারা যেন চন্দ্রশেখরের কথা মত কার্য্য করেন। প্রথমেই একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া চন্দ্রশেখর কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত সাহস ছিল, সেই সাহসে ভর করিয়া তিনি তিন থানার পুলিশ-সৈন্য সহ সলফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সকলেই তাঁহার পরামর্শ মত বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে সলফে

আসিয়া তিনি অনেক চেষ্টায় জানিতে পারিলেন যে, গামছা-মোড়ার দলের আঠার জন লোক সলফেই রাস করিতেছে, তাহাদের আঠার জোড়া গরদ এক তাঁতি বাড়ীতে প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা সেই গরদ দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁতি বাড়ী যায়। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রশেখর উক্ত তাঁতির গুরুর ভাগিনা সাজিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকেরা ছদ্মবেশে বনে জঙ্গলে লোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। তাঁতি চন্দ্রশেখরের যথেষ্ট যত্ন করিল। তিনি প্রকারান্তরে জানাইলেন যে, বাটী হইতে রাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা শুনিয়া তাঁতি তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া বাটীতে রাখিল। তিনি উহার বাটীতে থাকিতে থাকিতেই এক দিন গামছা-মোড়ার দলের লোকেরা তাঁতির বাড়িতে আসিয়া গরদ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল, এবং হয় নাই জানিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, দুই দিন মধ্যে গরদ না দিলে তাঁতির পক্ষে বড় ভাল হইবে না। তাঁতি ঐ দিনেই গরদ দিতে সম্মত হইল। চলিয়া যাইবার সময় দলের লোকেরা চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া তিনি কে জানিতে চাহিল, কিন্তু গুরুর ভাগিনেয় জানিয়া আর কিছু বলিল না। নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া পঁহুছিল; সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে চন্দ্রশেখরের ঘোর পেটের অসুখ হইল, তিনি ঘন ঘন একটি ঘটি হাতে করিয়া নিকটস্থ আম-বাগানে যাইতে লাগিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটা বাঁশী লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন,—একটু আধটু ছোট রকমের ফুঁও দিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই গামছা-মোড়ার দলের লোকেরা তাঁতির বাড়ীতে আসিল। তাঁতি একটা মাটির মোড়া তাহাদিগকে বসিতে দিল—পাবনা

জেলায় অতি সুন্দর মাটির মোড়া প্রস্তুত হয়, তাহাতে ভদ্র লোকেরা পর্য্যন্ত নাকি বসে। দলের লোকদিগের আসার একটু পরেই চন্দ্রশেখর ঘটি হাতে করিয়া একেবারে বাহিরে গেলেন। ইহা দেখিয়া দলের লোকেরা একটু সন্দেহ প্রকাশ করায়, তাঁতি বলিল—"ও কিছু নয়, আজ প্রাতঃকাল হইতে উহাঁর পেটের অসুখ হইয়াছে, অনেকবার শৌচে গিয়াছেন, এবারও বোধ হয় তাই গেলেন।" ফিরিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখর দস্যুদের সম্মুখে বসিলেন, এবং বাঁশীটি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন দেখিয়া দস্যুরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বাঁশী বাজাইতে পারেন?" চন্দ্রশেখর উত্তর দিলেন, "না, তবে যে বাঁশী বাজাইয়া ভগবান গোপীনাথ ভুবন মোহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফুঁ দিলেও আত্মা পবিত্র হয়।" দস্যুরা বলিল,—"অবশ্য অবশ্য।" তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই, চন্দ্রশেখর জোরে একটা ফুঁ দিলেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুঁটা থাকিল; ফুঁও শেষ হইল, তাঁতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল—সব লাল পাগড়ী। চন্দ্রশেখরও মুহূর্ত্ত-মধ্যে গরদের কাপড় পরিত্যাগ করিয়া পুলিসের পোষাক পরিলেন এবং আপন পরওয়ানা বাহির করিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে আঠার জন দস্যুই ধৃত হইল এবং তাহাদের সাহায্যে আরও বহুতর লোক ধৃত হইল। এ স্থলে না বলি-লেও চলে যে, চন্দ্রশেখরের পেটের পীড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আপনার লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিবার এবং তাহাদিগকে যথোচিত আদেশ দিবার নিমিত্ত, পেটের পীড়ার ভাণ করিয়াছিলেন মাত্র।

গামছা-মোড়ার দলকে ধৃত করিয়া চন্দ্রশেখরের বড় নাম

হইল। জে, ডি, মণি সাহেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে সরকার বাহাদুর চন্দ্রশেখরকে কুষ্ঠিয়া থানার প্রথম মোহরের পদে নিযুক্ত করিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া, তাঁহার উপরওয়ালা প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সন্তোষের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ঐ কুষ্ঠিয়া থানার একটিং দারোগার পদ দিলেন। চন্দ্রশেখর সাত আট মাস প্রশংসার সহিত ঐ কার্য্য করিলেন। এই সময় উমানাথ দাস গুপ্তের মুরুব্বী ইলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় বদলি হন। তিনি যাইবার সময় উমানাথের কোন আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উমানাথ দাস গুপ্তের ইচ্ছানুসারে চন্দ্রশেখর সাহেবের সঙ্গী হইলেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় উপস্থিত হইলেন। এই বৎসর তিনি দারোগার পদে পাকা হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে দারোগাগিরি।

বাঁকুড়ায় আসিয়া চন্দ্রশেখর কিছু দিন সহর থানায়, কিছু দিন ওন্দা থানায়, এবং কিছু কাল সোনামুখী থানায়, দারোগার কার্য্য করিলেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচাঁদ বাঁকুড়ায় আবির্ভূত হন এবং চন্দ্রশেখর তাঁহাকে বনমধ্যে প্রথম দেখিতে পান। পরে ইলিয়ট সাহেব ও তিনি একত্রে

প্রতাপচাঁদকে ধরেন। বাঁকুড়া জেলায় চন্দ্রশেখর অনেক ডাকাতির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইলিয়ট সাহেব বাঁকুড়া হইতে মুর্শিদাবাদ বদলি হইলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চতুরতা, সাহস প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ যাইবার সময় তিনি গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া চন্দ্রশেখর-কেও মুর্শিদাবাদে বদলি করাইলেন। মুর্শিদাবাদ যাইয়া চন্দ্র-শেখর কিছু দিন সদর মহকুমায় থাকিলেন, তার পর তাঁহার উপর ছাবঘাটি থানার ভার অর্পিত হইল। সেখানে কিছু দিন থাকিলে পর, তাঁহাকে দৌলতাবাদে বদলি করা হইল। এই সময়ে জলঙ্গীতে মাধব পাল নামে এক জন ধনী মহাজনের নৌকা ডুবি হয়। স্থানীয় দারোগা তারাপ্রসন্ন মজুমদার এই নৌকা ডুবির অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তিনি এই কার্য্যে লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠেন—অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে, নৌকার সমুদায় দ্রব্য তিনি উদরসাৎ করিয়াছেন। তখন মাধব পাল এবং আরও অনেক প্রধান প্রধান লোক জলঙ্গীতে এক জন ভাল লোককে পাঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়া মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইলেন। মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব চন্দ্রশেখরকে জল-ঙ্গীতে প্রেরণ করিলেন। জলঙ্গীতে আসিয়া চন্দ্রশেখর খুব দক্ষতা দেখাইতে লাগিলেন এবং নানা কৌশলে দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জলঙ্গীতে গমন করিবার কিছু দিন পরে রামপুর বোয়ালিয়াতে একটা অতি বৃহৎ ডাকাইতি হয়; অনেক অনুসন্ধানেও এই ডাকা-ইতির কিনারা ঐস্থানে হইল না। মাজিষ্ট্রেট দারোগা কেহই

কিনারা করিতে পারিলেন না। তখন কলিকাতার নিজামত আদালত হইতে চন্দ্রশেখরের প্রতি এই ডাকাতির কিনারা করিবার ভার হইল। চন্দ্রশেখর কিনারা করিলেন—এক নৌকা মালের সহিত ডাকাইতগণকে ধৃত করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ম্মেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ এক খানি জাল কিরীচ দিলেন—গবর্ম্মেণ্টের চাকুরীতে চন্দ্রশেখরের এই প্রথম পুরস্কার।

রাজসাহীতে তৎকালে আমাদের জনৈক আত্মীয় অবস্থিতি করিতেন, তিনি ব্যক্ত করেন যে, চন্দ্রশেখরের ক্ষমতা দেখিয়া রাজসাহীর তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট ডরহাম সাহেব তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট দিতে চান। কিন্তু চন্দ্রশেখর বলেন যে, ওরূপ সার্টিফিকেট লওয়ায় কোন ফল নাই, উহাতে কেবল জুতা বাঁধা হইতে পারে; তবে যদি অপরাধ করিলে দণ্ড হইবে না, এরূপ মর্ম্মের কোন সার্টিফিকেট সাহেব অনুগ্রহ করিয়া দেন, তবে তাহা লইতে পারেন। এই আত্মীয়ের নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার; ইনি চন্দ্রশেখরকে ওরূপ ভাবে সাহেবের সহিত কথা কাহার জন্য অনুযোগ করায়, চন্দ্রশেখর উত্তর করেন, "যথার্থ কথাই বলিয়াছি।" আজ কালি এরূপ যথার্থ কথা কয়জনে বলিতে সাহস করেন, জানি না।

জলঙ্গীতে অবস্থিতি কালে, চন্দ্রশেখরের বুদ্ধিকৌশলে দুইটি ভদ্র লোক দস্যু হস্ত হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন এক্ষণে জীবিত আছেন। বাবু হিরালাল মুখোপাধ্যায় ও শিবশঙ্কর আচার্য্য রাজসাহী হইতে বাটী আসিতেছিলেন। বেলা অপরাহ্নের সময় তাঁহা-

দের নৌকা জলঙ্গীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। চন্দ্রশেখর নিকটেই ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি নৌকাস্থ আরোহীদ্বয়কে ডাকিয়া পরিচয়াদি লইয়া সন্ধ্যার সময় নৌকা ছাড়িতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, পথে বড় দস্যুভয়, নৌকা ছাড়িয়া গেলে নিশ্চিত দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে। যুবকেরা তরুণবয়স্ক, তাঁহারা চন্দ্রশেখরের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইলেন; বলিলেন, তাহাদের নিকট যখন বন্দুক আছে, তখন ডাকাইতে তাঁহাদের কি করিবে, চন্দ্রশেখর নিজে সাহসী, কাজেই তিনি যাইতে বিশেষ নিষেধ করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, যদি একান্তই তাঁহারা যাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন ১০। ১২ টা গামলা ও কতকগুলা গুল সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ঐ সকল গামলা গুল পরিপূর্ণ করিয়া সেই সকল গুল যেন উত্তমরূপ অগ্নিতে ধরাইয়া রাখা হয়। যদি প্রাণ বাঁচে, তাহা হইলে ঐ গামলার সাহায্যে বাঁচিবে; বন্দুকের দ্বারা কোনই ফল হইবে না। যে সময়ে দস্যুরা একেবারে তাহাদের নৌকার খুব সন্নিকট হইবে, সেই সময়ে ঐ গামলাগুলা তাহাদের নৌকায় ছুড়িয়া ফেলিলে তাহারা ব্যতিবস্ত হইয়া পড়িবে; সেই সুযোগে তাহারা পলাইতে পারিবে। যুবকেরা যদিও চন্দ্রশেখরের কথায় তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, তথাপি কিছু গুল ও গামলা কিনিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং অবিলম্বে গুলে আগুন দিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, দুই খানা পানসী নৌকা নক্ষত্রবেগে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছে, তখন তাঁহারা বন্দুক ভরিলেন এবং মাঝিদিগকে প্রাণপণে দাঁড় টানিতে

আদেশ দিলেন। কিন্তু নিমেষ মধ্যে দস্যুরা নিকটবর্ত্তী হইল। বন্দুক ছুড়িতে তাঁহারা অবসরই পাইলেন না। তখন চন্দ্রশেখরের উপদেশ স্মরণ করিয়া জ্বলন্ত গুলপূর্ণ গামলা সকল দস্যুদের নৌকায় নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে দস্যুরা "বাপরে মারে" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সেই সুযোগে বাবুরা অনেক দূর অগ্রসর হইলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া চন্দ্রশেখরের পরিণামদর্শিতার ও বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে যেরূপ পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অপবাদ কথায় কথায় হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের দারোগাদিগের রেজেষ্টরী বহি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্রশেখর কোন অপরাধে ঐ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিচারালয়ে আনীত হন, কিন্তু বিচারে নির্দ্দোষ-প্রমাণ হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। উল্লিখিত রেজেষ্টরী বহিতে চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—"চন্দ্রশেখর রায়, পিতার নাম রামলোচন রায়, নিবাস পাঁচপাড়া, থানা বেণীপুর, জেলা হুগলী। এই ব্যক্তির আকৃতি খুব দীর্ঘ, বর্ণ ঈষৎ মলিন, বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর। ইহাঁকে দেখিলেই খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইনি এক্ষণে জলঙ্গী থানার দারোগা।" মুর্শিদাবাদের ন্যায় পাবনাতে চন্দ্রশেখর একবার বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার উল্লেখও রেজেষ্টারী বহিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন,—"আমি এই ব্যক্তিকে উদ্যমশীল, কর্ম্মক্ষম, কর্ম্মচারী বলিয়া জানিয়াছি। যেখানে যেখানে ইনি গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের দুঃখী লোকেরাই ইহাঁর সুখ্যাতি করে, ইহাও

আমি জানিয়াছি, আমার এমত বিশ্বাস, যে, ইনি দুঃখী লোক-দিগকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক নহেন, তথাপি ইনি পাবনাতে কেন যে একবার বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না।” চন্দ্রশেখর পাবনা ও মুর্শিদাবাদে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত রেজেষ্টরী-বহি দেখিয়া জানিতে পারা যায় না।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়ট সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে বদলি হইলেন। যাইবার সময় চন্দ্রশেখরের যাহাতে উন্নতি হয়, এইরূপ ভাবে একখানি সার্টিফিকেট দিয়া গেলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে ভাল রিপোর্ট করিয়া গেলেন, কিন্তু দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই সার্টফিকেটের বা রিপোর্টের কোন ফল হইল না পরে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডবলিউ, এম বেল সাহেব চন্দ্রশেখরকে এই মর্ম্মে একখানি সনন্দ পাঠাইলেন—“বঙ্গদেশের অনরেবল গবর্ণর সাহেব আপনার কার্য্যেও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এই জেলার তৃতীয় শ্রেণীর দারোগার পদে উন্নীত করিলেন। আপনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইবেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখের ৫৩নং গেজেটে প্রকাশিত আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে নিজের স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত এই সনন্দ অদ্য প্রদান করিতেছি।” এই সনন্দ পাঠে দুইটি কথা জানিতে পারা যায় প্রথম তখনকার দারোগারা বঙ্গদেশের গবর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন; দ্বিতীয় তাঁহাদের নিযুক্ত হওয়ার আদেশ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইত, এক্ষণে দারোগাদিগের ওরূপ সম্মান নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর আপনার কার্য্য খুবই দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিলেন এবং কয়েকবার দস্যুতা নিবারণ ও

আপনার অধিকারের সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহে শান্তি রক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যে উপর ওয়ালাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবার লোক ছিলেন না, তাহার ও পরিচয় এই সময়ে দিলেন। এই সময়ে এক দল পল্টন ইঁহার সীমান্তবর্ত্তী কোন স্থান দিয়া যায়। পল্টনদিগের ঐ স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যথারীতি ইহাঁর প্রতি রসদ যোগাইবার আদেশ হইল। ঐ স্থানটি অতি কদর্য্য ছিল, সেখানে ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে মিলিত না। চন্দ্রশেখরের আমলারা তাঁহাকে বলিল, যেমন করিয়াই হউক, রসদের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া মজুত রাখিতে হইবে, তা ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য পল্টনের নিকট হইতে পাওয়া যাউক, আর নাই হউক; নতুবা চাবুক খাইতে হইবে। পূর্ব্বে পল্টনের সাহেবেরা এক্ষণ অপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তাঁহারা দারোগা জমাদার প্রভৃতিকে সামান্য সামান্য ত্রুটী হইলেও চাবুক মারিতেন। দারোগার ঘর হইতে টাকা দিয়া দ্রব্য ক্রয় করার অর্থ, প্রজার প্রতি অত্যাচার করা। কিন্তু চন্দ্রশেখর আমলাদের কথা শুনিলেন না এবং তাহাদের কথায় কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া আমি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিব না।" এই কথা বলিয়া যে স্থানে পল্টনের তাঁবু পড়িবার কথা ছিল, তিনি সেই স্থানে কয়েকখানি দোকান বসাইয়া দিলেন এবং দোকানিদিগকে বলিয়া দিলেন, যে পল্টনের লোকেরা কোন দ্রব্য চাহিলে মূল্য লইয়া যেন তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য দেওয়া হয়। যথাসময়ে পল্টন অসিয়া পঁহুছিল। পল্টনের লোকেরা দ্রব্যাদি মজুত নাই

দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা ঘৃত, আটা, ছাগ, ভেড়া, প্রভৃতি দেখিতে না পাইয়া এবং ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কয়েকখানি দোকানে কতকগুলা মোটা চাউল ও দাইল দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কাপ্তেন সাহেব অবিলম্বে দারোগাকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন—দোকানিরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, না জানি তাহাদের এবং দারোগা বাবুর কি দশাই বা হয়।

অনেক বিষয়ে ভয় করিলেই ভয় হয়। মনে কর কোথাও যাইতে যাইতে তুমি একটা অন্ধকারময় স্থানে গিয়া পড়িলে,—এমন অন্ধকার যে কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই ঘোর অন্ধকার দেখিয়া তোমার মনে হয় ত এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইল; সেই সময়ে যদি তুমি একবার পশ্চাৎপাদ হইলে—আর তোমার কখন সেই স্থান দিয়া যাইতে সাহস হইবে না। কিন্তু যদি তুমি এক বার "ভয় কি," মনে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তুমি সেই স্থান সম্বন্ধে ভয়-ভাঙ্গা হইবে। কেবল অন্ধকার স্থান দিয়া যাওয়া বলিয়া নহে, সকল কার্য্যেই প্রায় এইরূপ। এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই মনে ভয়সঞ্চার হয়। তবে যাহারা ভয়ে বিহ্বল হয়, তাহারাই ভীত বলিয়া লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হয়; আর যাহারা মনের দৃঢ়তার বলে ভয়কে দমন করিতে পারে, তাহারাই সাহসী। ইংরেজ ভয়কে দমন করিতে পারেন, বাঙ্গালি ভয়ের অধীন হইয়া পড়েন; যেরূপ মনের দৃঢ়তা থাকিলে ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, বাঙ্গালির মনে সেরূপ দৃঢ়তা থাকে না, ইংরেজের

থাকে। ইংরেজ বাল্যকাল হইতে সাহস দেখাইতে না পারিলে মাতা পিতার নিকট আদর পায় না। আর বঙ্গালি বালকেরা একটু কোন প্রকার সাহসের কার্য্য করিতে চাহিলেই বাঙ্গালি মাতা পিতা তাহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। সেই জন্যই সাহসী বলিয়া ইংরেজের সুখ্যাতি, আর সাহসহীন বলিয়া বাঙ্গালির অখ্যাতি।

চন্দ্রশেখর বাল্যকাল হইতেই সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে "নিরীহ" করিবার নিমিত্ত সদা সর্ব্বদা তিরস্কার করে, এরূপ উপকারী আত্মীয় বাল্যকালে তাঁহার কেহ ছিল না, মাতামহ আদর করিতেন, শাসন করিতেন না। সুতরাং তিনি সহজেই ভয়ে কোন বিষয়ে দমিয়া যাইতেন না। কাপ্তেন সাহেবের আহ্বানে তিনি বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া পুলিশের পোষাক পরিয়া, কিরীচ ঝুলাইয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন অতি রুক্ষ স্বরে রসদ প্রস্তুত নাই কেন জিজ্ঞাসা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা ধমক ও দিলেন। চন্দ্রশেখর ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, যে, সে স্থানে যে কয়েকখানি দোকান আছে, তাহাই তাঁবুর নিকট বসান হইয়াছে। এই সকল দোকানে যে সকল দ্রব্য মজুত আছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য লোকের প্রতি জুলুম না করিলে পাওয়া যাইবে না। একজন কাপ্তেনের মন কোন্‌কালে এরূপ নরম কথায় ভিজিয়াছে? কাপ্তেন সাহেব চন্দ্রশেখরের উপর "তেরি মেরি" আরম্ভ করিলেন। তখন চন্দ্রশেখর ও নিজমূর্ত্তি ধরিলেন এবং সাহেবকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে, সাহেবের তাঁহাকে ভয় দেখান বৃথা। যদি তাঁহাকে মরিতে হয়, তবে সাহেবদের দুই এক জনকে না

মারিয়া তিনি মরিবেন না। চন্দ্রশেখরের মুখ হইতে এই সাহসের কথা শুনিয়া সাহেব প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন, পরে তাঁহার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। তিনি চন্দ্রশেখরের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার তাঁবুর মধ্যে লইয়া যাইয়া রীতিমত খাতির করিলেন এবং অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলেন। এই সময়ে সাহেব পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রশেখর যুদ্ধে যাইতে পারেন কি না, তাহাতে চন্দ্রশেখর অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, যে, অনুমতি পাইলেই তিনি যুদ্ধে যাইতে পারেন। এই কথায় কাপ্তেন সাহেব আরও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন।

চন্দ্রশেখরের এই সাহসের কথা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ড্যাম্পিয়ার সাহেব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বর্ত্তমান বঙ্গীয় পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই। তখনকার পুলিশ অন্য প্রকার ছিল; তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব। ইনি পুলিশের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করা ব্যতীত মাজিষ্ট্রেটের আপিসের ফৌজদারী বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের আপিল শুনিতেন, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটদিগকেও ইহাকে ভয় করিয়া চলিতে হইত। ইঁহার হস্তে অনেকগুলি জেলার ভার থাকিত। ড্যাম্পিয়ার সাহেব এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি চন্দ্রশেখরের অন্যান্য গুণের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। শীঘ্রই সেই লেখার ফল হইল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর চন্দ্রশেখরকে প্রথম শ্রেণীর দারোগা নিযুক্ত করিলেন। এই আদেশ ঐ বৎ-

সরের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইল। এই সময় হইতে চন্দ্রশেখর ১০০ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর তৃতীয় শ্রেণীর দারোগা হইতে একবারে প্রথম শ্রেণীর দারোগা হইলেন; ইহা তাঁহার ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ প্রায় ৯ বৎসরের মধ্যে তিনি একজন সামান্য মোহরির হইতে তৎকালের একজন প্রথম শ্রেণীর দারোগা হওয়া ও কম কথা নহে। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে চন্দ্রশেখরের অদ্বিতীয় স্বর্গীয় প্রতিভা ছিল বলিয়া তিনি সেই প্রতিভার বলে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাহা বলি না, আমাদের মতে পরিশ্রম অধ্যবসায় সাহস ও যত্নের দ্বারাই চন্দ্রশেখরের এইরূপ উন্নতি হইয়াছিল।

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস যে যাঁহারা বড় লোক, তাঁহারাই স্বর্গীয় প্রতিভা সম্পন্ন। হইতে পারে, যে ইহা অনেকটা সত্য; কেহ কেহ বাল্যকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান হন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহা বলিয়া যিনিই বিখ্যাত লোক হইবেন, তাঁহাকেই যে স্বর্গীয় প্রতিভাবলে বলীয়ান হইতে হইবে, ইহা কিরূপ কথা? আর তাহা বলিতে হইলে মধ্যম রাশির লোকেরা কখন উন্নতি করিতে পারিবে না, ইহা এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইতে হয়, কারণ তাঁহাদের হয়ত স্বর্গীয় প্রতিভা নাই, ইহা কি বড় বিষম কথা নহে? আমাদের সামান্য বিবেচনায় চেষ্টা করিলে যে কোন লোকে আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের মাজিষ্টেট এফ এম রিড সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে বদলি হইলেন। যাইবার সময়, তিনি চন্দ্রশেখরের বহুতর গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এক খানি প্রশংসা লিপি দিয়া গেলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখরের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াস নামক স্থানে বদলি হইল। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার পীড়া হইতে লাগিল। সেই জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে, তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলি করিয়া দেওয়া হউক। গোয়াসে এক জন ভাল লোকের প্রয়োজন হওয়াতেই, বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষ চন্দ্রশেখরকে তথায় বদলি করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলে গোয়াসের কার্য্যাদি সুচারুরূপে চলিবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষ চন্দ্রশেখরের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। ইহা যে কতদুর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল, বলা যায় না।

বদলির প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়ায় চন্দ্রশেখর কিছুদিনের ছুটীর প্রার্থনা করিলেন, তাহাও মঞ্জুর হইল না। তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কালনা থানায় বদলি করিয়া দেওয়া হউক, এই মর্ম্মের একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া শারদীয় পূজার ছুটীর সময় বাটী চলিয়া আসিলেন। পূজা অতীত হইয়া গেল, ছুটী শেষ হইল; কিন্তু

তিনি কর্ম্মস্থানে গেলেন না, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে তাঁহার কর্ম্ম থাকিবে না। আত্মীয় বন্ধুদিগকে বলিতে লাগিলেন, যে কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি যে ভাবে পত্র লিখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সময়ে প্রত্যহই তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্তির আদেশ পত্র পাইবার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহই এই পত্র পাইবার আশঙ্কা করিয়া শয্যা হইতে উঠিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহই রাত্রিতে সন্দেহযুক্ত চিত্তে শয়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পত্র আসিল না। এইরূপে অক্টোবর মাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়া গেল।

চন্দ্রশেখরের বাটীতে শ্যামা পূজা হইত। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, ঐ বৎসর শ্যামা পূজার পর দিন চন্দ্রশেখর আপনার বাটীতে বসিয়া আছেন। নানা স্থান হইতে আত্মীয় বন্ধু আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে একজন ডাক হরকরা একখানি সরকারী লেফাফা তাঁহার হস্তে দিয়া গেল। লেফাফা দেখিয়াই চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন, যে হয় সস্‌পেণ্ডের না হয় ডিস্‌মিসের আদেশ আসিয়াছে। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, তৎক্ষণাৎ একজন ইংরাজিজ্ঞ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন। ঐ পত্রের নম্বর ১৮৭৪; উহা ২৩শে অক্টোবর তারিখে লিখিত; ঐ পত্রে বঙ্গের সেই সময়ের ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুর ১৮৪৩ সালের ১৫ আইন অনুসারে তাঁহাকে পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের (বাঁকুড়ার) একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, যে "তোমায় পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত

করা গেল, কিন্তু তুমি তোমার পূর্ব্বপদ দারোগাগিরির পূর্ণ বেতন পাইবে এবং ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট বলিয়া কিছু অতিরিক্ত বেতন পাইবে। আর তোমাকে ছয় মাস পরে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।" এই পত্রে বেতনের টাকার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু আমরা অবগত আছি চন্দ্রশেখর প্রথমে দেড়শত টাকা বেতনে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

না বলিলেও চলে যে উপরি উক্ত পত্র পাঠে চন্দ্রশেখর অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি কোথায় ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার চাকুরী যাইবে, তাহা না হইয়া, একেবারে তাঁহার আশাতিরিক্ত উন্নতি হইল। যে সময়ে তিনি হতাশ চিত্তে দিনপাত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার বিধাতাপুরুষ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আফিসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিতেছিলেন—ইহাকেই অদৃষ্টের লীলা খেলা বলে।

চন্দ্রশেখর বর্দ্ধমানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার দেওয়া হইল। এ কার্য্য তাঁহার হস্তে না দিলেই ভাল হইত। কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যে কার্য্যে আসক্তি থাকে তাঁহার দ্বারা সেই কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের ইংলণ্ডের "ব্যারণ" দিগের ন্যায় চন্দ্রশেখরের বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা তলওয়ার শিক্ষার দিকে বেশী আসক্তি ছিল। তিনি কলম অপেক্ষা কিরীচ অধিক ভাল বাসিতেন; তিনি পুস্তক পাঠ অপেক্ষা দুষ্ট লোকদিগের চরিত্র পাঠ করিতে অধিক সময় দিতেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম,

তাঁহার হস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার না দিলেই চলিত। অতি অল্প কালমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের এই ভ্রম সংশোধিত হইয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরের উপযুক্ত কার্য্য চন্দ্রশেখরের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল।

একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদ পাওয়ার ছয় মাস পরে পরীক্ষা দিতে হইবে নিয়ম ছিল, কিন্তু একটি প্রশংসার কার্য্য করিয়া চন্দ্রশেখর এই পরীক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া ছিলেন তাহার বিবরণ এই—১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ্চ মাসে একদিন চন্দ্রশেখর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী সোণামুখী নামক স্থানে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন যে এক জন বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধা কোথাও যাইতেছে। দেখিয়াই তিনি, কিরূপে বলিতে পারা যায় না, বুঝিতে পারিলেন যে উহারা দুষ্ট লোক। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশক্রমে এক জন বরকন্দাজ উহাদের গতি রোধ করিল। তিনি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহারা কোথায় যাইতেছে, তাহাতে তাহারা যে উত্তর দিল তাহা তাঁহার সন্তোষ জনক হইল না। তাহাদের সঙ্গে একটা ছেঁড়া নেকড়ার গাঁটরী ছিল, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহাদের গাটরীতে কি আছে, উত্তর পুনরায় সন্তোষজনক হইল না। তখন তিনি বরকন্দাজদিগকে ঐ গাঁটরী খুলিতে আদেশ দিলেন; তাহারা উহা খুলিবামাত্র উহার ভিতর হইতে বহুমূল্যের সোণা রূপার দ্রব্যাদি বাহির হইল। তখনই সেই লোক দুইটিকে ধৃত করা হইল; পরে তাহাদের সাহায্যে চন্দ্রশেখর সোণামুখীর এক বৃহৎ ডাকাইতি র

কিনারা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট খ্যাতি লাভ করিলেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে শিক্ষানবিশী ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলেন সুতরাং তাঁহাকে আর ষাম্মাষিক পরীক্ষাটা দিতে হইল না। তবে এই নিয়ম থাকিল যে, এক বৎসর পরে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে।

আমরা দেখাইয়াছি যে, চন্দ্রশেখর দারোগা গিরি অবস্থাতে উপরওয়ালাদিগের বিশেষ খোসামুদী করিতে ভাল বাসিতেন না এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ ভয় করিয়াও চলিতেন না। চাকুরির প্রতি তাঁহার এত অধিক মায়া ছিল না যে, চাকরী রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াও তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিজের ক্ষমতাবলে তিনি উন্নত পদ পাইয়াছেন; যতদিন ক্ষমতা থাকিবে ততদিন পদও থাকিবে। তাহা ছাড়া ইহাও তিনি ভাবিতেন যে, তুচ্ছ দাসত্ব করিতে না পারিলেও যত্ন এবং চেষ্টার দ্বারা তিনি সচ্ছন্দে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি কখনও উপরওয়ালা পুরুষদিগের সম্মুখে কোন প্রকার বেয়াদবী বা তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার অসম্ভ্রম-সূচক অথবা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের দুর্গা পূজার ছুটীর পর বাটীতে একটি বিশেষ কার্য্য উপস্থিত থাকায় চন্দ্রশেখর ২রা নবেম্বর তারিখে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট জে ফিগন সাহেবকে বাঙ্গলায় এক পত্র লিখিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে তাঁহার বাটীতে

একটি বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি শারীরিক একটু অসুস্থ আছেন এজন্য ২০এ নবেম্বর তারিখে তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইবেন তাঁহাকে যেন এই কয়দিনের ছুটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেওয়া হয়।

চন্দ্রশেখরের পত্রের উত্তরে এক্ষণকার কোন মাজিষ্ট্রেট হইলে হয়ত বড়ই বিরক্ত হইতেন ও গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিতেন কিন্তু ফিগন সাহেব কেবল এই কয়েকটী কথা লিখিলেন—

"মহাশয়,

আপনার বাঙ্গলা পত্র পাইয়াছি। আপনার বাটীতে যখন একটি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনি শারীরিক অসুস্থ আছেন, তখন আমি আপনার সহিত ২০শে তারিখেই সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিব। কিন্তু আপনি ইহা জানিবেন যে, আপনাকে ছুটী দিবার ক্ষমতা আমার নাই আপনি এই কয় দিন নিজ দায়িত্বের উপর নির্ভর করিয়া বাটীতে থাকিতে পারেন।

আপনার

জে ফিগন"

চন্দ্রশেখর তাহাই থাকিলেন—তাহার জন্য তাঁহার প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন প্রকার কঠোর আদেশ হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

দস্যু ডাকাতির কথা।

চন্দ্রশেখর যে সময়ের লোক অর্থাৎ যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের অধিকৃত দেশ সমূহে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল বলিলেই হয়। চুরী ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতির এত দূর প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল যে, লোকের ধন প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। বঙ্গদেশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহৎপুর, মুকসিম পাড়া, এদরাখপুর, গোবরডাঙ্গা, খাটরো; হুগলি জেলার অধীন কামারডেঙ্গির খাল, মগরার পুল, সিজে, ডুমুরদহ, নওসরাইয়ের খাল, টিডেরমার পুকুর; বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে কালনা পর্য্যন্ত পথে দখল পুরের সাঁকো ফড়িংগাছির সাঁকো মেমারির কিছু দূরে ডিমে মগরার খাল, তক্তিখাঁর জাঙ্গাল, জাহানাবাদের পথে উচালনের দিঘী, রায়না, রায় নগর, শীলের বিল, গোটপাড়া পূর্ব্বস্থলী, বেলেডাঙ্গা, কর্জ্জনা নদীর তীর; বাঁকুড়ার ভিতর সোণামুখী ইন্দেস আদি; এবং বীরভূমের ওড়গাঁর ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান সকল দস্যুদিগের আকর ছিল। বেলা দুই প্রহরের সময়ও কেহ দশ টাকা সঙ্গে লইয়া নিরাপদে এই সকল স্থান দিয়া যাইতে পারিতেন না। কর্জ্জনা নদীর তীর এত দূর ভয়ঙ্কর ছিল যে লোকে বলিত—

"যদি পার হলি কর্জ্জনা
নেয়ে ধুয়ে ঘর জানা।"

অর্থাৎ কর্জ্জনা পার হইলেই নিরাপদ হইলে। বর্দ্ধমান জেলায় বিজুর নামক একটি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের সমুদায় লোক ডাকাইত ছিল। দৈবাৎ কোন বিদেশী লোক সন্ধ্যার সময় আশ্রয় গ্রহণ করিলে, গ্রামের সকল লোক একত্রিত হইয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। আবশ্যক হইলে আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হইত না। আর বাঁকা নদীর ধারে, অজয়ের পাড়ে, দামোদরের তীরে দস্যুরা দিবাভাগে মনুষ্যের মস্তক লইয়া ভাঁটা খেলিত। এই সময়ে চুরি রাহাজানিতে সহায়তা করিয়া অনেক ভদ্র লোক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। অনেক ভদ্রলোক সন্ধ্যার সময় অতিথিদিগকে আশ্রয় দিয়া রাত্রে তাহাদের ধন প্রাণ অপহরণ করিতেন। এই সময়ে সমস্ত দেশের সমুদায় ধনী লোকই শঙ্কিত মনে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, কি জানি কবে কাহার বাটীতে ডাকাইতি পড়ে—মোট কথা, এই সময়ে সমুদায় বঙ্গদেশে অশান্তি অতি উগ্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিল।

যেরূপ বঙ্গদেশের দশা, অন্যান্য দেশের দশাও সেই প্রকার ছিল। বেহার অঞ্চলে ডাকাইতির কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল পাঠকবর্গ তাহা ক্রমে জানিবেন। মধ্যভারতবর্ষের জঙ্গলে ঠগেরা পথিকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিত। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে ফি চটিতে রাহাজানি হইত—এই পথে লোকে প্রাণ হাতে করিয়া যাতায়াত করিত,—ফলতঃ ভারতে ইংরেজ অধিকৃত দেশ সকল মধ্যে কোথাও শান্তি ছিল না।

অধিকৃত দেশ সকল মধ্যে এইরূপ ঘোর অত্যাচার

হইলেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেই অত্যাচার নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতেই যত্নবান ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের হিতৈষী গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ঠগদিগের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত মেজর স্লিম্যানকে ঠগী কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর আর প্রায় ২০।২৫ বৎসর কোন গবর্ণর জেনেরেল আপনার অধীনস্থ দেশ সকলের শান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। করিবেনই বা কিরূপে ? এ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। ভারতে ইংরেজ রাজ্য সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড অকলাণ্ড আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে সমুদায় সৈন্য হারাইয়া খেদে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন; সুতরাং ভারতের শান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরেল লর্ড এলেনবরা ভারতে আসিয়াই আফগানদিগকে যথাবিধি শাস্তি দিলেন—তাহাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া গিজনীর দুর্গ ধ্বংস করিলেন, কাবুলের বাজার অগ্নিতে পোড়াইলেন এবং আফগানিস্থানের সকল দুর্গই আপনাদের হস্তগত করিলেন। আফগানিস্থান জয় করার পরেই সিন্ধু দেশের আমিরদিগের ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কুব্যবহার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমিরদিগের অনেকগুলি দোষ বাহির হইল—তাঁহারা দুর্গমধ্যে বাস করিতেন, অধীন প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতেন, ইংরেজদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি ভাল বাসিতেন না এবং যাহাতে সিন্ধুদেশ এবং ইংরেজ অধিকৃত

দেশমধ্যে বাণিজ্য না চলে, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, ইহা ছাড়া তাঁহাদের আরও অনেক দোষের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লর্ড এলেনবরা নেপিয়ার সাহেবের দ্বারা আমিরদিগকে পরাজিত করিলেন, তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কয়েদ করিলেন। স্থযোগ্য ইতিহাসলেখক লেথব্রিজ বলেন, ইহাতে প্রজারা বাঁচিয়া গেল। আমিরদিগের রাজ্য গ্রহণান্তর হাঁফ ছাড়িতে না ছাড়িতে এলেনবরাকে গোয়ালিয়রের মারহাট্টা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইল—না করিলে ঘরাও যুদ্ধে যে দেশটা মাটি হইত। এই সকল কার্য্য সমাপ্ত করিতে করিতেই বিলাত হইতে এলেনবরাকে আহ্বান করিয়া পাঠান হইল, স্থতরাং তিনি দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার প্রতি মনোযোগ করিতে অবসর পাইলেন না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আসিলেন। আসিয়াই ঘরের কোন সংবাদ না লইয়া পরের রাজ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পঞ্জাবের শিখেদের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হইল—শিখেরা ঘরে ঘরে বিবাদ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধে হারিল। তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ আর কাহারও সহিত বিবাদ না করিয়া একবার ঘরের সংবাদ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন ঠগীর অত্যাচার তখনও অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে, তাহা নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা বেহার যে ডাকাইতের অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতে-ছিল, ইহা জানিতে পারিয়াও অন্যান্য গবর্ণর জেনেরেলের ন্যায় নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিতে তিনি অবসর পাইলেন না। তাঁহার পর লর্ড ডেলহাউসি

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করিলেন। তিনি আসিয়াই শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। পেগু, নাগপুর ও অযোধ্যা আপনাদের রাজত্বভুক্ত করিলেন। কিন্তু পাঁচটা মন্দ কার্য্যের সঙ্গে দুইটা ভাল কার্য্যও তাঁহার সময়ে হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপন, রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতির ন্যায় ডাকাতি নিবারিণী কমিশনরের আফিস স্থাপনও তাঁহার রাজত্বকালে হইয়াছিল—তাঁহার সময়েই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দেশের আভ্যন্তরিক শান্তির প্রতি প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

কিরূপে আমাদের দেশ হইতে ডাকাইতি নিবারণের সূত্রপাত হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার উপায় নাই; তবে আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। *

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে, হুগলির মাজিস্ট্রেট ওয়াকোপ সাহেব কোনও কৌশলে সিন্ধু মাইতি ও ছিরু দত্ত নামক দুই জন বিখ্যাত ডাকাইতকে হস্তগত করেন। ইহারা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ডাকাইতি করিয়াছিল, এবং ইহাদের দলে বহুসংখ্যক লোক ছিল। ওয়াকোপ সাহেব এই দুই জনকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া ইহাদের দ্বারা অন্যান্য ডাকাইতির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই দুই ব্যক্তির সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কিছু দিন পরে, ওয়াকোপ সাহেব ডাকাইত ধরিবার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র আফিস স্থাপন করিবার প্রার্থনা গবর্ণমেণ্টে

* আমরা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট দপ্তর হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ঠগী আপিসের রিপোর্ট পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই।

জানাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। হুগলির নিকট কেওটায় একটি বাটী ভাড়া করিয়া লওয়া হইল। তাহাতেই এই নূতন আফিস স্থাপিত হইল। আফিসের নাম হইল ডাকাতি কমিশনরের আফিস। ওয়াকোপ সাহেব কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। সিন্ধু মাইতি ও ছিরু দত্ত যাহার যাহার নাম করিতে লাগিল, ওয়াকোপ সাহেব সেরেস্তাদার বাবু রাজ-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তাহাকেই ডাকাইত বলিয়া ধৃত করিতে লাগিলেন, এবং প্রায়ই সে হয় দ্বীপান্তরিত না হয় যোল বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ;—এই সকল লোকের বিচার দায়রায় হইত।

কিন্তু এইরূপে ডাকাইত ধৃত করায়, অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। সাহেবের কর্ম্ম-চারীরা এবং গোয়েন্দারা দায়মাল করিবার ভয় প্রদর্শন করায়, অনেক ভদ্র লোক তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়া অব্যাহতি পাইতে লাগিল। যাহারা অর্থ দিতে পারিত না, তাহারা বিনা দোষে দণ্ড পাইত। কেবল ইহাই নহে, সাহেবের কর্ম্মচারীরা গোয়েন্দার সাহায্যে গঙ্গায় নৌকা মারিতে লাগিল; কেওটার সম্মুখ দিয়া কেহ অর্থ লইয়া গেলে তাহা কাড়িয়া লইতে লাগিল ;—ফলতঃ এক দিকে দেশ হইতে ডাকাইত সকল নির্ব্বাসিত হওয়ায় লোকে যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল অন্য দিকে এই নূতন প্রকার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ডাকাতি বিভাগে চন্দ্রশেখর আসিয়া সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ড্যাম্পিয়ার সাহেব বর্দ্ধমানে আসিলেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন। দুই এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তিনি কিন্তু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তাহাই শুনিয়া অবশিষ্ট ডেপুটিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। কেবল চন্দ্র-শেখর, অনেকে ভয় দেখাইয়া যাইতে নিষেধ করিলেও, অসঙ্কুচিত চিত্তে সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে যাইতে অনুমতি দিলেন। চন্দ্রশেখর সাক্ষাৎ করিলে, দুই চারি কথার পর সাহেব চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন চন্দ্রশেখর! এখন তোমার মনোমত হইয়াছে কি না।" চন্দ্র-শেখর রহস্য করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ হইয়াছে, কিন্তু তবুও প্রতি সপ্তাহে বাটী যাইতে পারি না। আপনি ত জানেন, আমি খুব ডাকাইত ধরিতে পারি।" এই কথায় সাহেব কোনও উত্তর দিলেন না। যথাসময়ে আপনার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার গমনের কিছু দিন পরে, ৯ই জুলাই তারিখে ১২৫০ নম্বরের পত্রের দ্বারা, বঙ্গের ডেপুটী গবর্ণর বাহাদুর, চন্দ্রশেখরকে হুগলিতে ডাকাইতি কমিশনরের অধীনে নিযুক্ত করিলেন। সেই আদেশ পাইয়া চন্দ্রশেখর হুগলিতে গমন করিলেন। এক্ষণে তিনি নামে মাত্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রহিলেন। বাস্ত-

বিক তাঁহার হস্তে গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। তিনি সেই ক্ষমতা বারাসত, হুগলি, যশোহর এবং চব্বিশ পরগণায় পরিচালিত করিবার আদেশ পাইলেন।

হুগলিতে আসিয়া চন্দ্রশেখর আমলাদিগের অত্যাচার সর্ব্বপ্রথমে নিবারণ করিলেন। তাঁহাদের ঘুস লওয়া বন্ধ করিলেন। গোয়েন্দাদের নৌকা মারা বন্ধ হইল। লোকে তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া নির্ভাবনায় দিনপাত করিতে লাগিল। ইহার কিছু কাল পরে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট চন্দ্রশেখরকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রথম পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। * চন্দ্রশেখর পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বঙ্গের প্রথম লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেবের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত নহেন। যদি পরীক্ষা না দিলে তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি অবসর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহার সাহস দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে ১৬ই নবেম্বর তারিখে স্বপদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

উৎসাহের সহিত চন্দ্রশেখর আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, এবং ডাকাইত ধরিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইহা অনেকেই জানেন যে,

---

* তৎকালে যে কমিটি দ্বারা এই পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহার নাম "সেণ্ট্রাল একজামিনেশন কমিটি" ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জে. আর. কলবিন সাহেব এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট, এবং এ. জে. এমনেল, ই. এ. সেমুয়েল্‌স, এ. গ্রেণ্ট এবং সি. এফ. বকলাণ্ড, ইহার মেম্বর ছিলেন।

যেরূপ এক খণ্ড লৌহকে যত মার্জ্জিত করা যায়, তাহা তত উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ বুদ্ধিকে যত পরিমার্জ্জিত করা যায়, উহা ততই তীক্ষ্ণ হয়। কিন্তু ইহা জানিয়াও অনেকে প্রায় মাজিতে ঘসিতে যে পরিশ্রম টুকু স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। চন্দ্রশেখর এরূপ অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই আপনার বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেন; এই জন্য তাঁহার বুদ্ধি এত দূর তীক্ষ্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহার সমকালীন বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁহার বুদ্ধির বহুতর সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটা পরিচয় এই স্থানে দিব।

এই সময়ে চন্দ্রশেখর কোনও আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন, তিনি যে গ্রামে গিয়াছিলেন, সেই গ্রামের অনেক গুলি লোক একত্রিত হইয়া, যে দিন তিনি উক্ত গ্রামে গিয়াছিলেন, সেই দিবস রাত্রে এক ব্যক্তির একখানি আখের ক্ষেতের সমুদায় ইক্ষু চুরি করিয়া লয়। ভোর রাত্রিতে ক্ষেত্রস্বামী ভূমি ইক্ষুশূন্য দেখিয়া, চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কে যে চুরী করিয়াছে, তাহা জানিবার কোনও উপায়ই নাই—দেখিয়া, চন্দ্রশেখর কিছু ভাবিত হইলেন। কারণ গ্রামের অধিকাংশ লোক এই কুকর্ম্ম করিয়াছে, ইহা জানিয়া গ্রামের অল্পাংশ লোক কোনও কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অল্পক্ষণ পরেই চন্দ্রশেখর মনে মনে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনার চাপরাশীদের প্রতি গ্রামের সমুদায় লোকের কাস্তে কাড়িয়া লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। তখন চন্দ্রশেখর সেই সমুদায় কাস্তে সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই যে সকল কাস্তের দ্বারা ইক্ষাকু দণ্ড সকল ছেদিত হইয়াছিল, সেই সকল কাস্তের গায়ে এক প্রকার দাগ বসিল, এবং তাহার উপর পিপীলিকা সকল আসিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে আপন আপন কাস্তে গ্রহণ করিতে বলিলেন। চাষা লোকে হঠাৎ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কতক ভয়ে থতমত খাইয়া, আপন আপন কাস্তে গ্রহণ করিল। তখন যাহারা পিপীলিকাযুক্ত কাস্তে লইল, চন্দ্রশেখর তাহাদিগকেই আসামী বলিয়া ধৃত করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ নূতনতর কৌশল দ্বারা এই চুরীর কিনারা করিতে দেখিয়া গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি করিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছুই জানিতেন না, ইহা বলা বাহুল্য।

ওয়াকোপ সাহেবের সহিত চন্দ্রশেখরকে অধিক দিন হুগলিতে কার্য্য করিতে হয় নাই। এলফিনষ্টোন জ্যাকসন সাহেবের সহিত তিনি একত্র কার্য্য করিতে লাগিলেন। জ্যাক্‌সন সাহেব খুব ভদ্র লোক ছিলেন, তিনি চন্দ্রশেখরের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের উপরে থাকিয়াও তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোনও কার্য্য করিতেন না। চন্দ্রশেখর যে কোনও নিয়ম প্রচলিত করিতে চাহিতেন, জ্যাকসন সাহেব তাহাতেই সম্মতি দিতেন। ইতিপূর্ব্বে গোয়েন্দারা কোন ব্যক্তির নাম করিলেই তাহাকে ডাকাইত বলিয়া ধৃত করা হইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি ;—এক্ষণে চন্দ্রশেখরের সময়ে নিয়ম হইল যে, গোয়েন্দারা কোনও ব্যক্তিকে ডাকাইত বলিলেই তাহাকে ডাকাইত বলিয়া ধৃত করা হইবে না ; তাহাদিগকে ইহাও বলিতে

হইবে যে উক্ত ব্যক্তি কোন্ স্থানে ডাকাইতি করিয়াছে। তাহা বলিলে পর, যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির ডাকাইতি করার কথা বলিবে, সেই স্থানের দারোগার নিকট হইতে কাগজ পত্র আনাইয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তির নাম ঐ স্থানে ডাকাইত বলিয়া কেহ উল্লেখ করিয়াছে কি না। যদি সেখানে ঐরূপ উল্লেখ হইয়া থাকে, অথবা দারোগা কাগজ পত্রে তাহার প্রতি কোনও রূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ধৃত করা হইবে। এই নিয়মে অনেক সুবিচার হইতে লাগিল। কেবল দারোগাদিগের নিকট হইতে ডাকাইতির কাগজ পত্র চাওয়া হইতে লাগিল, এরূপ নহে; যে জেলায় বা মহকুমায় ডাকাইতি হওয়ার কথা প্রকাশ পাইত, সেই জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট হইতে নথীও চাহিয়া লওয়া হইত। সেই সকল নথী, দারোগাদিগের কাগজ পত্র, এবং গোয়েন্দাদিগের সাক্ষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি দোষী প্রমাণ হইত, তাহারই রীতিমত দণ্ড হইত। এইরূপ নিয়ম হইলেও, অসংখ্য ডাকাইত ধৃত হইতে লাগিল।

যদিও চন্দ্রশেখরের উপরে এক জন কমিশনর ছিলেন, কিন্তু কার্য্য কমিশনর সাহেবকেও যাহা করিতে হইত, চন্দ্রশেখরকেও তাহাই করিতে হইত। উভয়েই গোয়েন্দা দ্বারা ডাকাইত ধৃত করিয়া দায়রা সোপরদ্দ করিতেন, এবং যাহাতে প্রকৃত অপরাধী দণ্ড পায়, তাহার চেষ্টা করিতেন। তবে সাহেব বলিয়া কমিশনর অধিক বেতন পাইতেন, চন্দ্রশেখরের কার্য্যাদির উপর মন্তব্য লিখিতেন, এবং বাহাদুরীটা নিজে প্রায় সমস্তই পাইতেন।

ডাকাইতের অত্যাচারের কথা বিলাতের কোর্ট অব

ডিরেক্টরেরা পর্য্যন্ত অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অসংখ্য ডাকাইত ধৃত হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, এবং লিখিয়া পাঠাইলেন,—"মিঃ জ্যাকসনের এই মূল্যবান কার্য্যে বঙ্গদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলাম। মিঃ জ্যাকসন যেরূপ উৎসাহ এবং ক্ষমতার সহিত আপনার গুরুতর এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসা পাইবার যোগ্য। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর রায় যেরূপ ক্রমাগত কমিশনরকে বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তিনিও খুব প্রশংসা পাইবার যোগ্য।" *

পাঠক দেখিবেন, জ্যাকসন সাহেব চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক প্রত্যেক বিষয়ে পরিচালিত হইয়াও অধিক বাহাদুরী পাইলেন। তবে চন্দ্রশেখর বোর্ডের নিকট হইতে যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন, সেরূপ সম্মানলাভ এক্ষণে প্রায় অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, এ কথা অনেক সিবিলয়ানও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

---

* "We entirely concur with the opinion expressed by the Lieutenant Governer of Bengal in regard to the value of the services rendered by Mr. Jackson. That officer deserves the highest credit for the zeal and ability with which he discharged the duties of the onerous and responsible office. The Deputy Magistrate Babu Chandra Sekhar Roy is also entitled to great credit for the valuable assistance he uniformly afforded to the Commissioner,"—extract from a despatch from the Hon'ble the Court of Directors to the Government of India in Council. No 52 dated London the 17th December 1856, para 8th.

সপ্তম অধ্যায়।

ডাকাইতি কমিশনরের আফিসের বিস্তার।

ডাকাইত ধরার বিবরণ।

বিলাত হইতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের পত্র আসিবার পূর্ব্বে জ্যাকসন সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে জে. আর. ওয়ার্ড সাহেব ডাকাতি কমিশনর হইয়া আসিলেন। ইনি আসিয়াই চন্দ্রশেখরের পরামর্শমতে ডাকাইত ধৃত করা কার্য্যের বিস্তার করিতে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, বাঙ্গলাদেশ যেরূপ ডাকাইতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কেবল হুগলি হইতে সমুদায় বঙ্গের ডাকাইত ধৃত করা অসম্ভব। ইহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড সাহেবের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; তখন যশোহরে ও মুর্শিদাবাদে ডাকাতি নিবারণের জন্য দুইটি আফিস স্থাপিত হইল। বাবু গুরুচরণ দাস যশোহরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, এবং বাবু অভয়াচরণ বসু মুর্শিদাবাদের ভার পাইলেন। গুরুচরণ বাবু দারোগার কার্য্য করিতেন, এবং অভয়াচরণ বাবু মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেবের আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই খুব উপযুক্ত লোক ছিলেন, তথাপি কিছুদিনের জন্য হুগলিতে থাকিয়া কার্য্য শিখিতে তাঁহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইল। সেই আদেশ অনুসারে হুগলিতে চন্দ্রশেখরের নিকট কিরূপে কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ

লইয়া তাঁহারা আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। মেদিনী-পুরে অনেক দিন হইতে একটি ঠগী আফিস ছিল, এক্ষণে সেই আফিস হুগলির আফিসের অধীন হইল। ঠগী কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন বডম ডাকাতি কমিশনরের অধীন হইলেন। যশোহর, মুর্শিদাবাদ, এবং মেদিনীপুর, এই তিন স্থানের তিন জন হাকিমের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইল যে, তাঁহাদিগের মাসকাবারের কাগজ পত্র তাঁহাদিগকে প্রধান আফিস হুগলিতে পাঠাইতে হইবে। যদিও নামে এই তিন জন কর্ম্মচারী কমিশনর সাহেবের অধীন হইলেন, কার্য্যতঃ চন্দ্রশেখরই তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আপনাদিগের অধিকার বাড়াইয়া লইয়া কমিশনর ওয়ার্ড ও তাঁহার সহকারী চন্দ্রশেখর ডাকাইত ধরিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যাকসন সাহেবের সময় হইতে ওয়ার্ড সাহেবের সময় পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ডাকাইতগণ ধৃত হইল।

ডাকাইতগণের নাম।				নিবাস।
লয়লাব সেখ	...	...	...	নদীয়া জেলা।
মবারক সেখ	...	...	...	ঐ
মাণিক ঘোষ	...	...	...	ঐ
দেবী ঘোষ	...	...	...	পানপাড়া।
নবীন ঘোষ	...	...	...	ঐ
সোণাফকীর	...	...	...	বর্দ্ধমান জেলা।
রাইচরণ নিকারী	...	...	...	সোমড়া।
ভজহরি বৈষ্ণব	...	...	...	ঐ
ব্রজ বৈরাগী	...	...	...	অজ্ঞাত।
সুভল্ল বাগ্দী	...	...	...	সিদ্ধোরে।
মাধব দাস	...	...	...	কালনা।

ডাকাইতগণের নাম।	নিবাস।
সোণা মণ্ডল	বিজুর।
গলাকাটা হরিশ	নাকাশিপাড়া।
শ্রীনাথ বাগ্দী	ডিমে মগরা।
নারায়ণ রায়	বর্দ্ধমানজেলা, মন্ত্রেশ্বর।
শ্রীমন্ত ঘোষ	পূর্ব্বস্থলী।
মাধব ঘোষ	ঐ
হলধর ঘোষ	ঐ

এই সকল ডাকাইতের মধ্যে চারি পাঁচ জন ছাড়া সকলেই প্রায় গোয়েন্দা নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই ডাকাতের সর্দ্দার ছিল, ইহাদের দ্বারা বহুসংখ্যক ডাকাইত ধৃত হইয়াছিল এবং দণ্ড পাইয়াছিল। এই ডাকাইতেরা যদি ঘৃণিত উপায় দ্বারা জীবনধারণ না করিত, তাহা হইলে আজ আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহাদের প্রশংসা করিতাম। কারণ, ইহারা যেরূপ সাহসী, চতুর ও বলবান লোক ছিল, সেরূপ লোক আর বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তমরূপ রণকৌশল শিক্ষা পাইলে ইহারা রীতিমত যুদ্ধ করিতে পারিত—ইহারা প্রকৃতই বঙ্গমাতার বীর সন্তান ছিল। আবার ইহাদের মধ্যে অনেকে গরীব দুঃখীকে দান করিত, কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিত, এবং সামান্য লোকের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করা কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া মনে করিত। * কতক কুশিক্ষার দোষে এবং কতক

---

* কামারডিঙ্গীর বদে গোয়ালা এই প্রকৃতির লোক ছিল। লোক কতক ভয়ে কতক শ্রদ্ধায়, তাহাকে বৈদ্যনাথ বাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। এই ব্যক্তি চন্দ্রশেখরের আমলের অগ্রেই ধৃত হয়।

উদরান্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া বঙ্গমাতার এইরূপ শত শত বীরসন্তান পরদ্রব্য হরণ করিয়া চিরজীবনের জন্য স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয়।

উল্লিখিত ডাকাইতদিগের ক্ষমতার দুই একটি পরিচয় আমরা দিব। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ড্যাম্পিয়ার সাহেব কিরূপ কঠোরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। শুনা যায়, ইঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা প্রকৃতই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ইঁহার সম্মুখে যাইতেন;—এ হেন প্রবলপ্রতাপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বোটে মাণিক ঘোষ ও দেবী ঘোষ ডাকাতি করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। ইহারা বোটের হালের নিম্নভাগ অবলম্বন করিয়া গঙ্গার জলে ডুবিয়া থাকিয়া সুযোগক্রমে বোটে উঠিয়া ঐ কার্য্য করে।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চৌঘুরিয়া নামক স্থানের মোল্লারা বহু কালের বড়মানুষ। পূর্ব্বে তাঁহাদের বাটীতে রীতিমত শান্ত্রীর পাহারা থাকিত; তাঁহাদের রবরবায় চারিপার্শ্বের লোকেরা সশঙ্কিত থাকিত। এরূপ একঘর বড়লোকের বাটীতে নছরুমিয়া খোনকার নামক এক সম্ভ্রান্তব্যক্তির সাহায্যে, দেবীঘোষ, নবীনঘোষ ও মাধবদাস সদল বলে ডাকাতি করে। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হয়। দুই পক্ষেরই অনেক লোকের প্রাণ নাশ হয়, শেষে ডাকাইতরা প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া যায়।

সোনা ফকির বড়ই বিখ্যাত লোক ছিল। সে ব্যক্তি ফকীরের দল বাঁধিয়া দিবসে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এবং কিরূপে লোকের বাটীতে প্রবেশ করিতে পারা যায়, তাহার

অনুসন্ধান করিত। রাত্রিতে ডাকাতি করিত; সে প্রায় এক শত ডাকাইতি করিয়াছিল।

"সৰো বাম্নী" নামে একটি স্ত্রীলোক ডাকাইতের দলে ছিল—সে গোয়ালার ব্রাহ্মণের কন্যা ছিল। সে গাঁজা খাইয়া চুল এলো করিয়া ঢাল খাঁড়া লইয়া শ্যামা ঠাকুরাণী সাজিয়া ডাকাইতদের মাঝখানে থাকিত, তাহাকে দেখিবা-মাত্র লোকে আতঙ্কে কম্পিতকলেবর হইত। *

সোনা মণ্ডল কিরূপে বাটীতে লোককে আশ্রয় দিয়া পরে তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মন্ত্রেশ্বর নামক স্থানের নারায়ণ রায় এক জন প্রসিদ্ধ ডাকাইত ছিল। ইহার মূর্ত্তি ছিল ঠিক ঋষি তপস্বীর ন্যায়, ক্ষমতা অতুল ছিল। ইহার একটি ডাকাইতির পরিচয় পাঠকগণকে দিব। উপরোক্ত জেলার জামনা নামক এক খানি গ্রামে এক ঘর বেণে ছিল; তাহারা দুই ভাই; তাহাদের বেশ সঙ্গতি ছিল; বাড়ীতে অনেক ধান্য মজুত ছিল। কালক্রমে উভয় ভ্রাতায় বিবাদ হইল। বড় ভাই ছোট ভাইকে ধান্যের ভাগ দিতে চাহিল না; তখন ছোট ভাই যাইয়া মন্ত্রেশ্বরে নারায়ণ রায়ের নিকট নালিস করিল। এক দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়, পাল্কী চড়িয়া নারায়ণ রায় জামনায় উপস্থিত হইল—সঙ্গে কতকগুলি ব্যাপারী ও ছালার গোরু। নারায়ণ রায় গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া, সমুদায় গৃহস্থ আপনাপন সদর দরওয়াজায় খিল দিল। রায়ের পাল্কী আসিয়া বেণের বাড়ীতে

* এই স্ত্রীলোককে গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

নামিল। ছোট ভাই আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিল, বড় ভাই কিছু বুঝিতে পারিল না। রায় মহাশয় তামাকু খাইয়া শেষে ছোটকে অতি ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন বাপু, এই ধানগুলি কি তুমি আমাকে বেচিয়াছ ?” এই বলিয়া সম্মুখস্থ মরাইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ”। তখন বড় ভাই বলিল, “সে কি ! ও ধান বেচবার কে ? ধান আমায়।” রায় মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বেপারীদিগকে মরাই খুলিয়া ধান্য লইতে আদেশ দিলেন। তখন বড় ভাই বড়ই চেঁচামেচি আরম্ভ করিল, তাহাতে নারায়ণ রায় কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, “বেটা যে বড় চেঁচাতে লাগলো হে, বেটাকে কেউ বাঁধ না।” যেমন বলা, অমনি চারি জন লোকে তাহাকে পেছুমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি তখন—“দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের ! আমার সব ধান লুটে নিলে” বলিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল। এই বার কিছু অধিক বিরক্ত হইয়া রায় বলিলেন, “ওহে বেটা তো থামে না, এক জন এক খানা তলওয়ার নিয়ে উহার সম্মুখে দাঁড়াও, চেঁচাইলেই মাথাটা কাটিয়া ফেল।” বলিবা মাত্র গোরুর ছালার পার্শ্ব হইতে এক খানি তলওয়ার বাহির করিয়া এক জন খাপ খুলিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণের পর বড় ভাইয়ের চৈতন্য হইল যে, সে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে ; সুতরাং নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে নারায়ণ রায়ের দলের লোকেরা সমুদায় ধান্য গোরুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিল, রায় মহাশয়ও পাল্কীতে উঠিবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় যেন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, এমনি

ভাবে বলিলেন,—“ওহে দারোগা বেটা বড় বিরক্ত করিবে, তাহার তদারকের কিছু সুবিধা করিয়া চল। গোটা দুই মশাল পোড়াও, আর ঐ ছোট জানালাটা ভাঙ্গ।” বলিবা মাত্র আদেশ প্রতিপালিত হইল। তখন রায় মহাশয় বিদায় হইলেন। যাইবার সময় বড় ভাইয়ের বন্ধন খুলিবার আদেশ দিয়া গেলেন।

মন্ত্রেশ্বরেই পুলিশের থানা ছিল। দারোগা সংবাদ পাইলেন যে, নারায়ণ রায় দিবসে ডাকাতি করিতে গিয়াছে। তখন তিনিও শশবস্তে জামুনা গ্রামাভিমুখে চলিলেন, পথে নারায়ণ রায়ের সহিত দেখা হইল। রায় তখন কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। দারোগা বলিল, “রায় মহাশয়! আপনি এরূপ দিনমানে আরম্ভ করিলে আমি বাঁচি কৈ?” রায় বলিলেন, “তোমার তদারকের সুবিধা করিয়া আসিয়াছি; তুমি রাত্রের অকু বলিয়া রিপোর্ট করো।” দারোগা তাহাই করিলেন। *

দারোগাদিগকে সে সময়ে বড় বড় ডাকাইতদিগকে বশে রাখিতে হইত। হুগলির ঠগী আপিসে বাঁকুড়া জেলার এক জন ডোম ডাকাইত এইরূপ একরার করিয়াছিল। তাহার এলেকার মধ্যে অর্থাৎ তাহার যে খানে আড্ডা ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন দারোগা আসিলেই, সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, যাইবামাত্র তিনি উহাকে সর্দ্দার বলিয়া বিশেষ খাতির করিতেন, বসিতে মোড়া দিতেন, এবং একটা খাসী ও ১ এক বোতল মদের মূল্য

* নারায়ণ রায়ের এক জন অনুচরের একরারে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছিল।

দিতেন। সর্দ্দারও তাঁহার এলেকার মধ্যে ডাকাতি না করিয়া বা অল্প পরিমাণে ডাকাতি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিত, আর যে দারোগা মদ ও খাসী দিত না, তাহার আগমনের পর এক মাস যাইতে না যাইতে ৪০।৫০ টা ডাকাতি তাঁহার এলেকার মধ্যে করা হইত, এবং তিনিও অযোগ্য বলিয়া সেস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইতেন। এই ব্যক্তির দশ অঙ্গুলিতে ১০টা সোণার অঙ্গুরী ছিল, এবং কায়স্থ খানসামায় আঁচাইবার সময় ইহার হাতে জল ঢালিয়া দিত।

ডুমুরদহের রাধা ডাকাইত খুব বড় ডাকাইত ছিল। এ ব্যক্তির দলের লোকেরা গঙ্গার উপর নৌকা মারিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত। শুনা যায়, স্থানীয় কোন বড় লোকের সহায়তায় এই ব্যক্তি ঠগী আমলে গ্রেপ্তার হয় নাই।

উপরোক্ত ডাকাইতগণ যথাসময়ে ধৃত হয় নাই। তৎকালে তাহাদের কৃত ডাকাতিরও কিনারা হয় নাই। এক্ষণে প্রায় দশ বার কি তদধিক কাল পরে চন্দ্রশেখরের আমলে, তাঁহার যত্নে, কিনারা হওয়ায়, তাঁহার নাম দেশ মধ্যে বিখ্যাত হইয়া পড়িল। সোনা মণ্ডল ও নারায়ণ রায় অনেকবার ধৃত হইয়া দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছিল, এবং টাকার জোরে দায়রা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এইজন্য সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত, তাহাদের কখন দণ্ড হইবে না। এক্ষণে চন্দ্রশেখরের সময়ে যেমন দায়রা সোপরদ্দ হইল, অমনি দণ্ড হইল। তাহাতে নারায়ণ রায় খেদে বলিয়াছিল,—"হায় হায় শেষে মরা সাপে কামড়াইল।" নছরু মিয়া খোনকারও ধৃত হইয়া হুগলীতে আনীত হইয়াছিলেন, এবং তাহার পায়ে বেড়ী দিয়া তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছিল, তিনি খুব বড় লোক

ছিলেন; অনেক বড় বড় উকীল তাঁহার হইয়া লড়িয়াছিলেন। সাধারণ কয়েদীর ন্যায় বেড়ী বহন করিতে হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া উকীলেরা বিস্তর গোল করায়,.কমিশনর সাহেব কিছু বিব্রত হইলেন। তখন চন্দ্রশেখর এক বুদ্ধি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উকীলদিগকে নীরব করিলেন। তিনি চুঁচুড়া বারিক হইতে এক জন গোরা মিস্ত্রী আনাইয়া তাহার দ্বারা নছরু মিয়ার বেড়ী এরূপ পরিষ্কার করাইলেন যে, তাহা দেখিতে রৌপ্যের বেড়ীর ন্যায় চকচকে ও মসৃণ হইল, এবং খোনকার সাহেবকে উহা বহন করিতে হইল। এই ব্যক্তির হাজতে এবং নারায়ণ রায়ের জেলখানায় মৃত্যু হইয়াছিল। নছরু মিয়া ও নারায়ণ রায় ধৃত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ায়, চন্দ্রশেখরের ধন্য ধন্য সুখ্যাতি হইল, তাঁহার নাম বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল। ওয়ার্ড সাহেব চন্দ্রশেখরের কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে, সাহেব লিখিলেন, —"এই উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী কোন কর্ম্মেই ক্লান্ত হন না। ইনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্টের রিটর্ণ প্রস্তুত ইঁহারই যত্নে হইয়াছে, এবং একমাত্র ইঁহারই যত্নে বেণীপুর, শান্তিপুর, সুখসাগর, প্রভৃতি স্থান ডাকাইত শূন্য হইয়াছে। ইঁহাকে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা সাধারণ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য অপেক্ষা অনেক পরিমাণে গুরুতর ও কষ্টসাধ্য। ইনি এক্ষণে সাড়ে তিন শত টাকা বেতন পান, কিন্তু ইনি পাঁচ শত টাকা বেতন পাইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।" *

* This excellent officer is indefatigable. He takes a lively

ওয়ার্ড সাহেবের রিপোর্ট ছোট লাট হ্যালিডের নিকট পাঠান হইল। হ্যালিডে সাহেব পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রশেখরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া আপনার মন্তব্যলিপিতে তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। *

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতালেরা বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাহারা নানা স্থান লুটপাট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওয়ার্ড সাহেবের প্রতি সাঁওতাল দমনের ভার হইল। তিনি সাঁওতালদিগকে দমন করিতে সাঁওতাল পরগণায় গেলেন—সেখানে এক এক সপ্তাহে প্রায় ৩০০ করিয়া সাঁওতাল হত্যা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখরের হাতে আফিসের ভার রহিল। তিনি এই সময়মধ্যে মধুমুটি নামক এক জন ডাকাইতকে ধৃত করিলেন, এবং বাহাদুর সিং, লীলাবৎ ও

---

interest in his duties, and the returns for the District of Burdwan and the total disappearance of Decoity in Benipur Santipur, Shookhsagur erc. are the result of his exertions alone. His duties are far mor important and arduous than those of a Deputy Magistrate in the regular line and I shall be glad if his salary now 350 Rupees could be raised to 500.—Report of the Commessioner for the Suppression of Decoity, 1855, para 40.

* The high character of Babu Chandra Sekhar Roy, Deputy Magistrate, is noticed in most favorable terms by Mr. Ward and Mr. Elleot and the Lt. Governor will be glad to pay every attention to the recomendation for promotion as soon as vacancy occurs in the higher grade :—Resolution of the Govt. Bengal Regarding the operation of the Decoity Commr's Office, 1855.

বরু নামক তিন জন গোয়েন্দার কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশিত করিলেন; ইহাতে ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, সেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, স্বহস্তে এক খানি পত্র লেখেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখরের মুর্শিদাবাদ যাওয়ার কথা হইল। নদীয়ার কমিশনর বাহাদুর ডাকাতি কমিশনর বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন—"মুর্শিদাবাদে যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন, তিনি ডাকাইত ধরিতে নিপুণ নহেন, এই জন্য আমার ইচ্ছা যে, তাঁহার স্থানে বাবু চন্দ্রশেখর রায় আইসেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই যে, আপনার ইহাতে কোন আপত্তি আছে কি না।" এতদুত্তরে ডাকাতি কমিশনর সাহেব লিখিলেন,—"বাবু চন্দ্রশেখর রায়ের হাতে এখানে অনেক কার্য্য পড়িয়াছে। তিনি খুব দক্ষতার সহিত সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করিলে আমার কার্য্যাদির বিশেষ হানি হইবে। আপনি বোধ হয় ইহা জানেন যে, ডাকাইত ধরা সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা মাজিষ্ট্রেটদিগের অবস্থা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাজিষ্ট্রেটরা কোন স্থানে ডাকাতির অনুসন্ধান করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে সংবাদ দিবার জন্য লোকজন উপস্থিত হয়। আমাদিগকে সেরূপ সংবাদ কেহ দেয় না। আমাদিগকে প্রথমেই ডাকাত ধৃত করিতে হয়, তার পর সেই ডাকাতদের মধ্য হইতে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে হয়, এবং সেই গোয়েন্দাদের উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য ডাকাতির কিনারা করিতে হয়। এইরূপে ডাকাতি ধৃত করিতে অনেক সময় ও চতুরতার আব-

শ্যক হয়, এবং এইরূপে ডাকাইত ধৃত করিতে করিতে এ সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি জন্মে, তাহা খুব অল্প লোক-কেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বাবু চন্দ্রশেখর রায় এ অঞ্চলের ডাকাতদিগের আবাসস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাকে এ স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইত, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। মুর্শিদাবাদে ইঁহাকে নূতন করিয়া ডাকাইত ধরা বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে, তাহাতে কোন সুবিধা হইবে না। তাহা ছাড়া, আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইনি কর্ম্মত্যাগের বাসনা করিতেছেন। এ সময়ে ইহাঁকে স্থানান্তরে পাঠাইলে, ইনি অতি সত্বরই কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।”

চন্দ্রশেখর বহুকাল, প্রায় ১৩ বৎসর, মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিলেন। জলঙ্গী, ছাবঘাটি, গোয়াস প্রভৃতি থানায় থাকিয়া ডাকাইত ধৃত করাতেই তাঁহার খুব সুখ্যাতি হয়, সুতরাং তিনি যে মুর্শিদাবাদে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইতেন, ইহা কথাই নহে। আসল কথা, চন্দ্রশেখর ওয়ার্ড সাহেবের বড় প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি নিজে খুব সাহসী ও উপযুক্ত লোক ছিলেন, এবং অনেকগুলি ডাকাতির কিনারাও স্বয়ং করিয়াছিলেন। * চন্দ্রশেখর স্থানান্তরে গেলে, তিনি কিছু অসুবিধায় পড়িবেন বলিয়াই, সম্ভবতঃ তিনি চন্দ্রশেখরকে

---

* ত্রিবেণীর নিকট গাজির দর্গা নামক স্থানে ছুফি করম হোসেনের বাটীতে এক বৃহৎ ডাকাতি হয়; এই ডাকাতির অনুসন্ধান ওয়ার্ড সাহেব স্বয়ং করিয়া ডাকাইত ধৃত করেন।

যাইতে দিলেন না। তা ছাড়া, চন্দ্রশেখরের হুগলি ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। যাহা হইক, তাঁহাকে নদীয়ায় যাইতে হয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

কমিশনর রেভেনসা—তাঁহার আমলে চন্দ্রশেখরের ক্ষমতাবৃদ্ধি।

ওয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্থানে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রেভেনসা ডাকাতি কমিশনর হইলেন। ওয়ার্ড সাহেবের সময়ে যে সকল ডাকাইত গোয়েন্দা নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের এক এক খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের ছেলেদের পড়াইবার নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপিত করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের পীড়ার চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রেভেনসা গোয়েন্দাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিলেন। গোয়েন্দারা দিব্য তিলক কাটিয়া গরদের কাপড় পরিয়া অতি পবিত্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। বাস্তবিক তাহাদিগের এই স্বাধীনতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া অনেক ডাকাইত সেই লোভে পড়িয়া একরার করিত। রাষ্ট্র ছিল, চন্দ্রশেখর হাজতে আসামীকে বিছা দিয়া কামড়াইতেন, গাত্রে লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেন, বুকে প্রস্তর চাপাইয়া রাখিতেন,—তাহাতেই আসামীরা সহজে কাবু হইয়া এক-

রার করিত; কিন্তু বাস্তবিক তিনি এ সব কিছুই করিতেন না। তবে কঠোর নিয়ম এই ছিল, যে কোন ব্যক্তি ডাকাইত বলিয়া ধৃত হইলেই তাহার কোমর হইতে পদ পর্য্যন্ত আট দশ সের ওজনের লৌহ বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইত;—আর কঠোর নিয়ম ছিল যে, এক এক জন এইরূপ ধৃত ব্যক্তিকে ছয় মাস পর্য্যন্ত হাজতে রাখা হইত; এই দুই নিয়মই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে প্রচলিত ছিল।

চন্দ্রশেখরের নিকট কোন ব্যক্তি ডাকাতি অপরাধে ধৃত হইয়া আনীত হইলে, তিনি প্রথমে তাহার আপাদমস্তক দৃষ্টি করিতেন। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, এবং এরূপ কঠোরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন যে, অতি বড় বিখ্যাত ডাকাইতও তাঁহার সম্মুখে কম্পিতকলেবর হইত। এইরূপ অবস্থায় কেবল দুই একটা ধমক দিয়া তিনি অনেকের নিকট হইতে ডাকাতির বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। এ পক্ষে তিনি এমন ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন যে, যেরূপ মাল বৈদ্যেরা মন্ত্রবলে সর্পদিগকে জড় সড় করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ ডাকাইতদিগকে জড়সড় করিয়া ফেলিতেন,—কাহারও এমন ক্ষমতা হইত না যে, তাঁহার নিকট সোজা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া কোন নূতন ডাকাইত তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"তুমি ফুট কয়টি করেছ, আর ঝাঁঝ কয়টি কোরেছ?" সে ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হইলে উত্তর করিত—"আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার! আমি ঝাঁঝও করি নাই, ফুটও করি নাই।" এই উত্তর দিবা মাত্র চন্দ্রশেখর বলিতেন—"বেটাকে হাজত দাও, তুই যদি ডাকাতি করিস নাই,

তাহা হইলে ঝাঁঝ ও ফুটের মানে জানিলি কেমন কোরে?” সে ব্যক্তি ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত না, তখন তাহার নিকট হইতে সহজেই ডাকাতির বৃত্তান্ত বাহির করিয়া লওয়া হইত। এইরূপ কৌশল দ্বারা চন্দ্রশেখর অনেক ডাকাতির বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। ‘ঝাঁঝ’ অর্থে ডাকাতি এবং ‘ফুট’ অর্থে সিঁধ চুরী।

সময়ে সময়ে চন্দ্রশেখর ছদ্মবেশে বাহির হইয়া ডাকাতির অনুসন্ধান করিতেন। একবার ভেড়ীওয়ালা সাজিয়া বারাকপুরের নিকট একটা স্থানের প্রকাণ্ড ডাকাতির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এ অভ্যাস তাঁহার প্রথমাবস্থা হইতে হইয়াছিল, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন।

একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি কালনা গিয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে মুটেরা নৌকায় মোট তুলিয়া দিতেছিল, সেই খানে আসিলেন, এবং ঐ কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। একটু পরেই তিনি একটা মুটেকে দেখাইয়া সঙ্গী বরকন্দাজকে বলিলেন, “ঐ বেটাকে ডাকতো।” সে তাহাকে ডাকিয়া আনিবামাত্র চন্দ্রশেখর সঙ্গী লোকদিগকে বলিলেন, “এ বেটাকে বাঁধ।” তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, সে এক জন প্রকৃতই ডাকাত। চন্দ্রশেখরের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল।

আর এক প্রকারে চন্দ্রশেখর ডাকাইতির কিনারা করিতেন। তাহা এইরূপে,—কোন ডাকাইত তাঁহার নিকট হস্তপদাবদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়াছে, সে ব্যক্তি হয় ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; প্রবল ঠগী বিভাগের কঠোর দণ্ডের

কথা মনে হওয়ায় তাহার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গিয়াছে,—দুর্ব্বল মেষ যেরূপ সম্মুখস্থ ব্যাঘ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে ব্যক্তি চন্দ্রশেখরের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। এমন সময় চন্দ্রশেখর মৌন ভঙ্গ করিয়া বরকন্দাজদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেটাকে আনা হইয়াছে কেন?" বরকন্দাজ উত্তর করিল,—"আজ্ঞে! এ ব্যক্তি ডাকাতি করিয়াছিল।" তাহা শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আচ্ছা দে বেটার হাত পা খুলিয়া দে, বেটার মুখ শুখাইয়াছে, কিছু খাইতে দে, চারটি ভাত দে; তার পর আমার কাছে আনিস।"

আসামী তো অবাক! সে একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, চন্দ্রশেখরের উপর তাহার অত্যন্ত ভক্তি হইল,—একেবারে সে গলিয়া গেল। আহার করিলে পর তাহাকে চন্দ্রশেখরের নিকট আনা হইল। তখন চন্দ্রশেখর তাহাকে আপন পায়ে তেল দিতে বলিলেন,—তিনি আহারান্তে এক প্রকার তৈল মর্দ্দন করিতেন,—সে ব্যক্তি তৈল মাখাইতে লাগিল, আর চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন,—

"তোর বাপকে জানি, তোর খুড়োকে জানি, তারা বড় ভাল লোক ছিল। আহা! তুই তাদেরই ছেলে, তা দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেছিস, একরার কর, তোকে ভাসাব না, পুলিপোলাও পাঠাব না, কার কার সঙ্গে ডাকাতি করেছিস, তাদের নাম কর; তুই গোয়েন্দা হয়ে থাক্‌বি।" এই সময়ে পুলি পোলাও যাওয়ায় কষ্ট এবং গোয়েন্দা হইয়া থাকার সুখ বর্ণনা করিয়া চন্দ্রশেখর আসামীর মন নরম করিলেন। ইতিমধ্যে দুই এক জন গোয়েন্দা উত্তম গরদের কাপড় পড়িয়া তিলক কাটিয়া কোন কর্ম্মের অছিলায় চন্দ্রশেখরের

নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত দুই পাঁচটা কথা কহিয়া গেল। চন্দ্রশেখর সেই সময়ে ধৃত ব্যক্তিকে গোয়েন্দাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন যে, একরার করিলে সেও ঐ সকল গোয়েন্দাদের ন্যায় সুখে থাকিতে পারিবে। এই সব কথা শুনিতে শুনিতে সে ব্যক্তি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া চন্দ্রশেখরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবু আমার দশায় কি হবে?"

চন্দ্রশেখর তাহাকে অভয় দিয়া একরার করিতে বলিলেন। তখন সে অম্লান বদনে একরার করিতে লাগিল; কোথায় কত ডাকাতি করিয়াছে, কে কে তাহার সঙ্গে ছিল সমুদায় বিনা সঙ্কোচে বলিয়া গেল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, চন্দ্রশেখর তাহাকে রক্ষা করিবেন। চন্দ্রশেখর এই শ্রেণীর আসামীকে কখন দ্বীপান্তরে যাইতে দেন নাই।

এই প্রকার কৌশলে চন্দ্রশেখর অনেক ডাকাতির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি সকল আসামীর প্রতি উপরোক্ত রূপ দয়া প্রকাশ করিতেন না। যে সকল লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে ফল পাইবেন, বোধ করিতেন, তাহাদিগের নিকটই প্রতিশ্রুত হইতেন যে, তাহাদিগকে দায়মাল করিবেন না। কোন্ লোকের নিকট মনোমত ফল পাইবেন, আর কাহার নিকট পাইবেন না, ইহা তিনি লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন।

এই প্রকারে ডাকাইত ধৃত করিয়া চন্দ্রশেখর মধ্যে মধ্যে সেই সকল ডাকাইতদিগকে আপনার উপরওয়ালাদের হস্তে অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা উহাদিগকে দায়রায় পাঠাইতেন। দায়রায় উহাদের দণ্ড হইলে, উপরওয়ালা সাহেবের সুখ্যাতি হইত। তাহাতে চন্দ্রশেখর কিছুমাত্র

বিরক্ত হইতেন না। উপরওয়ালা সাহেব বিপদে পড়িলে, বা অপদস্থ হইবার উপক্রম হইলেই চন্দ্রশেখর এই প্রকার করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চন্দ্রশেখরের ন্যায় তাঁহার উপরওয়ালা প্রভুরও ডাকাইত-ধরা প্রধান কার্য্য ছিল। ডাকাইত ধরিতে না পারিলে কাহারও সুখ্যাতি হইত না। এখন, এমন এমন মাস অনেক হইয়াছে, যে মাসে চন্দ্রশেখর হয় ত আপনার বুদ্ধিবলে ও কৌশলে ২৫টা ডাকাতির কিনারা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কমিশনর সাহেব ২টা বৈ পারেন নাই। কমিশনরের বড়ই বিপদ, তিনি কোন মুখে কালা বাঙ্গালি অপেক্ষা বেশী বেতন খান? চন্দ্রশেখর সাহেবের বিপদ অনুভব করিয়া আপনার কিনারা করা ২৫টা ডাকাতির মধ্যে দশটা সাহেবের হাতে দিতেন, এবং তাঁহার দ্বারা দায়রা সোপরর্দ্দ করাইতেন। ইহাতে সাহেবেরা তাহার নিকট উপকৃত হইয়াছেন, এমন ভাব প্রকাশ করিতেন।

এক বার ওয়ার্ড সাহেব চন্দ্রশেখকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আচ্ছা চন্দ্রশেখর! তুমি নিজে এত পরিশ্রম করিয়া ডাকাইতির অনুসন্ধান করিয়া আমার হাতে দায়রা পাঠাইবার ভার দাও কেন? নিজে দায়রা সোপরর্দ্দ করিলে তো তোমারই সুখ্যাতি হয়?" উত্তরে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমার সুখ্যাতি হয়ে হবে কি? আমাকে কিছু ইহার বেশী পদ আপনারা দিবেন না। বিশেষ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, উন্নতির আশা করি না, কিন্তু আপনার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমার ছেলেরা আপনার নিকট কিছু না কিছু উপকার পাইতে পারিবে।" চন্দ্রশেখরের আমলের সাহেবেরা, বোধ

হয়, এখনকার সাহেবদের অপেক্ষা উচ্চমনা ছিলেন, তাই তিনি এ প্রকার আশা করিয়াছিলেন ; অথবা তিনি এ বিষয়ে ভ্রান্ত ছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রেভেনসা আপনার বার্ষিক রিপোর্টে চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন,—"বাবু চন্দ্রশেখর রায় এক জন উচ্চ দরের লোক বলিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনরেরা তাঁহার যে সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন, ইনি আমার সময়েও সেইরূপ সুখ্যাতি পাইবার যোগ্য। ইনি যে কত দূর উচ্চ দরের কর্ম্মক্ষম লোক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইনি আমাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বর্ত্তমান বর্ষে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের ৩রা মে তারিখের ১১০৩ নং পত্রের আদেশ অনুসারে, ইনি চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন সুতরাং এক্ষণে ইনি ৪০০ টাকা বেতন পাইবেন। মিঃ ওয়ার্ড, ইহাঁর বেতন ৫০০ টাকা হওয়া উচিত, এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং সেই রিপোর্টের উপর লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে মন্তব্য লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাঁর ঐরূপ বেতন বৃদ্ধি হইবে, এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছিল।" *

---

* Babu Chandra Sekhar Roy has fully borne out the high character given him by my predecessors and is a truly valuable officer. He has rendered me the most efficient assistance and in his present position his services can not be overrated. During the year he has been promoted to the 4th Class of Subordinate Executive services under orders of Lt. Governor No. 1103, dated 3rd May 1858. This gives him a salary of Rs. 400 a month. Mr. Ward in his report for 1855, strongly urged that his salary should be raised to 500. and Govern-

কিন্তু রেভেনসা এইরূপ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেও তাহার কোন ফল হইল না। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যথা রীতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং ভরসা দিলেন যে, চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার ন্যায় কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগের উন্নতির দিকে ছোট লাট বাহাদুরের সতত দৃষ্টি থাকিবে। * তবে একটা ফল এই হইল যে, ছোট লাট বাহাদুর ২৩৫০, ২৪০২ এবং ২১৭৩ নম্বরের পত্র দ্বারা চন্দ্রশেখরের হস্তে বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলার উপর প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালিত করিবার অধিকার অর্পণ করিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর অন্যান্য জেলায় ঐ ক্ষমতা চালাইবার আদেশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং বঙ্গদেশে প্রায় সকল জেলার উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইল।

ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইত নিঃশেষিত হইয়া আসিল। প্রায় তিন চারি বৎসর ক্রমান্বয়ে শত শত ডাকাইত নির্ব্বাসিত হওয়ায়, বহু পূর্ব্বকালে যে সকল ডাকাইতি হইয়াছিল, তাহারও কিনারা হইয়া গেল; নূতন ডাকাইতি তো এক প্রকার বন্ধ হইল। ভাগ্যক্রমে যে সকল দস্যু আইনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহারা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ দিল। বাগ্দী ডোম হাড়ি প্রভৃতি জাতির যুবা পুরুষেরা হাতে রুপার বালা পরা ও মস্তকে দীর্ঘকেশ রাখা বন্ধ করিল, এবং সেই সঙ্গে

---

ment resolution on that report gave room for hope that his sulary would de raised to 500—Extract from the Yearly Report of Dacoity Commissioner for the year 1858.para. 90th.

* বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৯ সালের ৪ঠা তারিখের মন্তব্য পত্র।

সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির যে একটু বীরত্ব ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল।

চন্দ্রশেখর যে সময় বাঁকুড়ায় দারোগা ছিলেন, সেই সময়ে অবগত হইয়াছিলেন যে, সোণামুখী ইন্দেস, প্রভৃতি থানার এলাকাস্থ স্থান সমূহ ডাকাইতপূর্ণ। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তিনি ঐ সকল স্থান একেবারে প্রায় ডাকাইতশূন্য করিলেন। আনন্দে বাঁকুড়া জেলার লোকেরা গান বাঁধিল—

দাশুরায়ের সুর।

(সই গো ডুবিলাম রূপসাগরের অনুরূপ)

কি সুখ হয়েছে ঠগীর আমলে,
দুঃখ আর কে বলে, ঠগীর আমলে,
এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাক, দুয়ারের কপাট খুলে;
হাকিম যিনি বৈদ্যচন্দ্র, নামেও চন্দ্র গুণেও চন্দ্র,
গুরুর প্রতি হুকুম জারি করেছে—
সেথা কর্ণধারের খাতির নাইকো এ কথা সবাই বলে। *

ঘাটে মাঠে রাখালেরা এই গান গাহিতে লাগিল। এই একটি মাত্র গানের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্রশেখরের নাম বঙ্গদেশে কিরূপ রাষ্ট্র হইয়াছিল। আমরা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহারা এক স্থান হইতে যাইতে যাইতে বা আসিতে আসিতে পথে দস্যুতে তাড়া করায়, কেহ হুগলির ঠগী বাবুর নিকট হইতে আসিতেছি, এবং কেহ পাঁচপাড়ার ঠগী বাবুর নিকট যাইতেছি, বলিয়া,

* এই গীত বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতার কানালি নামক স্থানের শ্রীমন্ত সামন্ত নামক একটি বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছিলাম। সাধারণতঃ লোকে ডাকাতি কমিশনরকে ঠগী কমিশনর বলিত।

সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রশেখরের কিরূপ রবরবা হইয়াছিল। তিনি নিজেও আপনার এই রব রবার কথা অবগত ছিলেন। একবার তিনি দীর্ঘপাড়ায় এক জন সর্দ্দারের সহিত আড়াই শত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনি ঐ সর্দ্দারকে হুগলি হইতে বিদায় দিলেন। সকলে বলিল, "মহাশয়! সময়টা বড় মন্দ; সন্ধ্যার সময় এত টাকা পাঠান উচিত হইতেছে না।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রশেখর সর্দ্দারকে বলিলেন,—"দেখ্, পথে কেহ আটকাইলে প্রথমে আমার নাম করিস; কি জানি তাতে যদি না মানে, আমার ঐ তলওয়ার খানা নিয়ে যা, একটা লোকের মাথা কেটে ফেলে আমার পাঁচপাড়ার বাড়ীতে সংবাদ দিয়ে বাড়ী যাস।" * কি সাহসের কথা!

এই সময়ে পথে ঘাটে নরহত্যা করা কিরূপ প্রবল ছিল, তৎসম্বন্ধে দুইটা দৃষ্টান্ত দিব। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মীর-গাহার বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের একজন মুসলমান নিকটস্থ একটা নালার ধারে মানুষ মারিত। এক দিন দিবাভাগে তাহার পুত্র শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিল, কিন্তু তথায় কোন কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া আইসে। যে নালায় তাহার পিতা মানুষ মারিত, সেই নালা পার হইয়া তাহাকে বাড়ী আসিতে হইত। সে জানিত যে তাহার পিতা নালার ধারে আছে, সুতরাং ভয়ের কারণ কিছুই নাই। রাত্রি অন্ধকার,

* এই সর্দ্দারের নাম ভগবান, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

যখন সে নালা পার হইতেছে, এমন সময় তাহার পিতা হাঁকিল—"কে যায়?" সে উত্তর করিল—"বাবা! আমি গো।" হত্যাকারী তখন লোভে অন্ধ ও বধির হইয়াছে; বলিল,—"এমন সময়ে অনেক বেটাই বাবা বলে।" বলিয়াই এক লাঠি পুত্রের মাথায় মারিল, এবং আরও দুই এক লাঠি মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তখন তাহার গাত্রের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া দেহটা নালার এক স্থানে পুঁতিয়া রাখিল এবং গৃহে যাইয়া হৃষ্টমনে বস্ত্রাদি স্ত্রীকে দিল। স্ত্রী আলোতে বস্ত্র দেখিয়া তাহার ছেলের নাম করিয়া বলিল, "এ কাপড় আমাদের অমুকের কাপড়ের মত বোধ হইতেছে।" তাহার স্বামী সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল,—"সে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে, তার কাপড় কি করে হবে।" বলিল বটে, কিন্তু "বাবা আমি গো" এ কথাটা তাহার কর্ণে এখনও বাজিতেছিল, মনটাও কিছু চঞ্চল হইল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া পুত্রের শ্বশুরবাড়ী গিয়া জানিল যে, তাহার পুত্র রাগ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী গিয়াছে। তখন চুপে চুপে নালার যে স্থানে শবটা ছিল, সেই স্থান হইতে উক্ত শব উঠাইয়া বাটী লইয়া গেল। আলোক জ্বালিয়া দেখিল, প্রকৃতই তাহার পুত্রের শব। সে ব্যক্তি তদবধি নরহত্যা করা ত্যাগ করিয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার এলাকায় সাতগড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ঘুঁটেপুখুর বলিয়া একটা পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণী মাঠের মধ্যে স্থিত; চারি দিকেই দূরে দূরে গ্রাম। নিকট দিয়া একটা রাস্তা গিয়াছে। উপরোক্ত থানার অন্তর্গত বাগীয়াড়া গ্রামের এক জন হাড়ী ঐ পুষ্করিণীর পাড়ে মানুষ মারিত। পুষ্করিণীর পাড়ে একটা

অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে চড়িয়া সে লোকটা বসিয়া থাকিত। যেই কোন শ্রান্ত পথিক জলপানার্থে সেই পুষ্করিণীতে আসিত, অমনি সে বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাহার প্রাণনাশ করিত। এক দিন সে ঐরূপ বৃক্ষে বসিয়া আছে; বেলা ঠিক দুই প্রহর; এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বিশ্রামার্থ সেই বৃক্ষতলায় বসিল। নিমেষ মধ্যে ঐ ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে নামিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ করিল। তৎপরে তাহার দেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, বস্ত্রের অগ্রভাগে চারিটি পয়সা বাঁধা আছে। তখন উক্ত হত্যাকারীর মনে উদয় হইল যে,—"চারিটা পয়সার জন্য একটা জীবহত্যা করিলাম।" এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ বোধ হইল। সেই অবধি আর সে মানুষ মারিত না। এই ব্যক্তি নিজমুখে এই কাহিনী লোকের নিকট বলিত। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এ ব্যক্তি অনেক দিন বাঁচিয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

আত্মীয় ও বন্ধুগণ।

বর্দ্ধমান, হুগলি এবং অন্যান্য স্থানে চন্দ্রশেখর অনেকগুলি বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্দ্ধমানের বন্ধু বিখ্যাত মহারাজা মহাতাপ চাঁদ। মহারাজ মহাতাপ চাঁদ তাঁহাকে বড় আদর করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রায় রহস্যালাপ হইত। উভয়ের মধ্যে একটু ভালবাসাও হইয়াছিল—মহা-

রাজার স্বহস্তলিখিত পত্র দ্বারাই এ কথা প্রকাশ পায়। আমরা ঐরূপ একখানি পত্র এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম,—

Sir,

জগদীশ্বরের অনুকম্পায় অত্র স্থানে ১০ই শ্রাবণ, সায়ংকালে উত্তীর্ণ হইয়াছি। যদিচ দু ক্রোশ অভ্যন্তরে শিলা ও বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অনুকম্পায় কোন ক্লেশ অস্মদাদির হয় নাই। বাহক ও সমভিব্যাহারীগণের ক্লেশ হইয়াছিল। এ স্বর্গতুল্য স্থানের সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে অধিক সময় আবশ্যক করে। অতএব বৰ্দ্ধমান পত্রিকা দৃষ্ট করিলেই অনেক জানিতে পারিবা। তাহাতে সমুদায় অস্মদ লিখিত পত্র প্রচার হইতেছে। আমি ও রাজমহিষী স্বচ্ছন্দে জগদীশ কৃপায় ভাল আছি এবং ব্যামহ প্রায় গিয়াছে। ভবদীয় পত্রিকা প্রাপ্তে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। যথার্থবাদী ও নিরপেক্ষ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তোমাকেই জানি এবং সময়ে সময়ে তোমার উন্নতি হয়, ইহাই বাঞ্ছা। নন্দী জীকে আমার আশীর্ব্বাদ কহিয়া দিবেন, নিজ মঙ্গলাদি সাবকাশ মত লিখিবেন। অত্রস্থ সমস্ত মঙ্গল। কিমধিকং বিজ্ঞাপন ইতি—

Yours faithfully
MAHTAP CHAND.

চন্দ্রশেখরের হুগলির প্রধান বন্ধু সাগঞ্জের নন্দী বাবুরা; ইঁহাদের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছিল। সে অত্মীয়তা এখনও ইঁহারা চন্দ্রশেখরের পুত্রদিগের সহিত রক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গালির সহিত আত্মীয়তা হইবারই ত কথা, কতিপয় ইংরেজের সহিতও চন্দ্রশেখরের আত্মীয়তা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোবর্ণ সাহেব প্রধান। ইনি প্রথমে যখন

ডাকাতি কমিশনরের আফিসে কর্ম্ম শিক্ষা করিতে আইসেন, তখন ইঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। একমাত্র চন্দ্রশেখরের যত্নে এবং সাহায্যে ইনি কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ সাহেব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইনি অবস্থার উন্নতি করিয়া চন্দ্রশেখরকে বিস্মৃত হন নাই, পরন্তু ইনি চন্দ্রশেখরকে আপনার হিতা-কাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। চন্দ্রশেখরের সহিত কিরূপ প্রণয় ছিল, তাহার পরিচয় দিবার জন্য, ইঁহার লিখিত দুই খানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মোং বহরমপুর।
১৮৬২ সাল ২৪শে মার্চ্চ

বিশেষগুণসম্পন্ন মহাশয়েষু

বহু দিনান্তরে ইত্যগ্রে আপনার এক প্রণয়সূচক পত্রিকা প্রাপ্তে আনুপূর্ব্বিক সুসম্বাদ অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এ যাবৎ কোন পত্রিকা বা প্রাপ্ত পত্রিকার প্রতি-বচন না লেখার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল অর্পিত কর্ম্ম-দেবীর আতিশয্যতায় সাবকাশ বিরহ মাত্র। * * * *

অধুনা বিশ্বনিয়ন্তার প্রসাদে ও বন্ধুবর্গের প্রার্থনায় অস্মদও ক্রমান্বয়ে সাংসারিক ও পারিবারিক গহনারণ্যে পদচালনা করিতেছে এবং সংসারের সার বস্তু ও ভূষণ প্রাণসম তনয়ের শশধরচ্ছবি অধরদ্যুতি অবলোকন করিয়া, যে অপর্য্যাপ্ত প্রীতিলাভ করিতে হয়, বিগত রজনীতে তাহা বিলক্ষণ অনু-ভব করিয়াছি। মদীয় প্রণয়িনী শ্রীমতী বিগত যামিনী ৯ ঘটি-কার সময়ে পরম সুখে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণপ্রকৃতি তনয় প্রসব করিয়াছেন; সুতের দেহপ্রভায় গৃহ জ্যোতিষ্মান ও

আনন্দে দম্পতির মনোমন্দির সুখময় হইয়াছে। অধুনা প্রার্থনা করুন সন্তান যেন আয়ুষ্মান হয়। অপিচ অস্মদ ও প্রণয়িনী পুত্রবতী নন্দন সহিত সুখে আছি ও কর্ম্ম কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল-বার্ত্তা দ্বারা সুখী করিবেন।

একান্ত প্রণয়াভিলাষী
Cockbourn."

সাহেব চন্দ্রশেখরকে স্বহস্তে নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন। ভাষা ও বানান মূল পত্রে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল।

শ্রীশ্রী ঈশ্বর।

মহাসয়েষু—

আপনার ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম। কিন্তু আমি অত্র স্থলে আসিয়াবধি ২বার মহাসয়কে পত্র নিখিয়াছি জদি না পাইয়া থাকেন তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি এখানে পৌঁছাবধি এক দিনের জন্যও সুখি নাই শরীর অসুখী।

এখানকার ঘোড় দৌড়ে আমি ১৬টা বাজি দৌড়িয়া, ১১টা বাজি জিতিয়াছি।

আপনকার সারিরিক মঙ্গল লিখিয়া বাদিত করিবেন এবং ওখানকার বিস্তারিত সমাচার নিখিতে আজ্ঞা হইবেক।

Jessore,
14th February, 6.
Cockbourn

এই পত্রপাঠে সচরাচর ইংরেজের বাঙ্গালাতে কিরূপ অধিকার হয়, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

রেভেনসা সাহেবের খুড়া চন্দ্রশেখরের এক জন বন্ধু ছিলেন। ইনি চন্দ্রশেখরের গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে বা অন্য কোনও সম্বন্ধে ইঁহার সহিত চন্দ্রশেখরের কোনও প্রকার সংস্রব ছিল না। ইনি চন্দ্রশেখরকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক খানি হইতে একটু উদ্ধৃত করিব। ইহাতে প্রণয় পরিচয় ছাড়া আরও দুই একটি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

"প্রিয় বাবু!

আমি আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় বাধিত হইলাম এবং সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার ইচ্ছা হয় যে আপনার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হউক। যদি আপনি কখনও কলিকাতায় আইসেন, তাহা হইলে আশা করি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি ভরসা করি আপনি যে শারীরিক অসুস্থতার কথা লিখিয়াছেন, তাহা স্থায়ী নহে এবং আপনি যেরূপ স্বাভাবিক কৌশলের সহিত পূর্ব্বে বদমাইসদিগকে ধৃত করিতেন এখনও সেইরূপ ধৃত করিতেছেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ রেভেনসা বিলাতে কিছু মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তিনি এদেশ হইতে বিলাতে যাই-বার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতা এক্ষণে পুনরায় এক যুবতী ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসুখী হইয়াছেন। আমি বোধ করি তাঁহার পুত্রদিগকে বিলাতে রাখা আর সুবিধাজনক হইবে না। * আমি আশা করি আপনারা ইনকম টেক্সের ভার আনন্দের

* পাঠকবর্গ দেখিবেন, বিলাতেও বিমাতার জ্বালা বিলক্ষণ আছে।

সহিত বহন করিতেছেন। আমি বোধ করি এখানকার লেকেরাও ঐরূপে বহন করিতেছে। আমরা ইহার কষ্ট বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমার ভয় হইতেছে যে এই টেক্স উপলক্ষে মফস্বলে বিলক্ষণ জুলুম হইবে। সমুদায় ইউরোপীয়ান আসেসরদিগের উচিত যে, যাহাতে এই টেক্স উপলক্ষে লোকের প্রতি জুলুম না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা।

আপনার

পুরাতন বন্ধু।”

চন্দ্রশেখরের আরও বহুসংখ্যক সাহেব বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। সচরাচর যে সকল কারণে বাঙ্গালিদের সাহেব বন্ধু জুটে, চন্দ্রশেখরেরও সেই সব কারণে সাহেব বন্ধু জুটিয়াছিল—তাঁহার নিকট উপকার পাইবেন বলিয়া বহুসংখ্যক বৃটনসন্তান তাঁহার অনুগত ছিলেন। আমরা প্রয়োজনবশতঃ স্থানান্তরে দুই এক জনের নাম উল্লেখ করিব।

চন্দ্রশেখর বড় গল্পে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার গল্পের মোহিনী শক্তিতে কি সাহেব কি বাঙ্গালি সকলেই মোহিত হইত। তিনি গল্পের প্রভাবে একটা মজলিস একলাই রক্ষা করিতে পারিতেন, বিদ্রূপে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি গল্প করিতে করিতে এরূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেন যে, তাহাতে শ্রোতারা হাসিয়া অজ্ঞান হইত। তাঁহার সাহেব বন্ধুরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার নিকট গল্প শুনিতে আসিতেন। তিনি সাহেবদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের খোসামুদি করিতেন না, বরং গল্পের ছলে বিলক্ষণ দশ কথা তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দিতেন। এক দিন

তিনি ওয়ার্ড সাহেবকে বলিলেন, "সাহেব! আপনাদের দেশ হইতে যাঁহারা সিবিল হইয়া আইসেন, তাঁহাদের সহিত আর আমাদের দেশের ধর্ম্মের ষাঁড়ের সহিত খুব মিল আছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কিরকম?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমাদের দেশের লোকে যেমন ষাঁড় দাগিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহারা লোকের ফসল অপচয় করিয়া, লোক জনকে মারিয়া বেড়ায়, আপনাদের দেশ হইতে মহারাণী সেইরূপ কতকগুলি লোককে সিবিল দাগিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহারা ভারতে আসিয়া লোক জনকে মারিয়া, তাহাদের অনিষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া বেড়ায়। ধর্ম্মের ষাঁড়ের যেরূপ দশ খুন মাপ, সিবিলদেরও সেইরূপ দশ খুন মাপ।

এই কথা শুনিয়া সাহেব একটু হাসিলেন; কথাটা শক্ত হইলেও চন্দ্রশেখর এরূপ ভাবে বলিলেন যে, সাহেব না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

চন্দ্রশেখর বাল্যকালে ভালরূপ লেখা পড়া শিখেন নাই, ইহা আমরা বলিয়াছি; তাঁহার প্রতি শিক্ষাবিভাগের ভার দিয়া প্রথমে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইয়াছিল, ইহাও আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া যে চন্দ্রশেখর বয়স হইলেও বিদ্যার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন, ইহাও আমরা বলিতে পারি না; বরং তিনি যে বিদ্যার উন্নতি করিতে যত্নবান ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। টেকচাঁদ ঠাকুরকৃত আলালের ঘরের দুলাল পড়িতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, ঐ পুস্তক তিনি সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত করিয়া

ছিলেন। শুনা যায়, সাহেবেরা সন্ধ্যার পর আলালের ঘরের দুলালের শ্রোতা হইতেন। তিনি ঐ পুস্তক সাহেবদের সম্মুখে পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেচারাম, প্রেম-নারায়ণ মজুমদার, ঠক চাচা প্রভৃতির অংশ ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি এরূপ হস্তমুখভঙ্গির সহিত ব্যাখ্যা করিতেন যে, মজলিসে হো হো শব্দে হাস্যের ধ্বনি উঠিত। ইহা ছাড়া তিনি হাস্যরসোদ্দীপক গীতাদি রচনা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার এক বন্ধু সাহেব লেখেন, "আপনার নূতন গান খেজুরের বিষয়ে আমি শুনিয়াছি, উত্তম হয়েছে।"

চন্দ্রশেখর ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু চেষ্টা করিয়া তিনি ইংরাজীতে নাম সহি করিতে শিখিয়াছিলেন। ফার্শি-তেও নাম সহি করিতে জানিতেন বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহার উপরোক্ত বন্ধু সাহেব তাঁহাকে রহস্য করিয়া লিখিয়া-ছিলেন—

"You write in three languages and growing very clever. I think you must be a "College-fellow."

বন্ধুবর্গ ও সহকর্ম্মচারীগণ ছাড়া চন্দ্রশেখরের নিকট তাঁহার স্বজাতি কুটম্বেরা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, এবং তাঁহার স্ববংশসম্ভূত অনেকগুলি জ্ঞাতিসন্তান সর্ব্বদা তাঁহার বাসায় থাকিয়া কেহ বিদ্যা, কেহ কর্ম্ম কার্য্য, শিক্ষা করি-তেন। তিনি তাঁহাদের সকলেরই উপকার করিয়াছিলেন, এবং প্রায় সকলেরই চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্র-শেখর তাদৃশ "সাখরচে" লোক ছিলেন না। কিন্তু এ কথা যে কত দূর সত্য, বলা যায় না। এই বঙ্গদেশে "সাখরচে"

বলিয়া খ্যাতি লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না—তুমি যদি খুব হিসাবী হইলে, সকল প্রকার খরচপত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে লাগিলে, আয়ের হিসাবে ব্যয় করিতে লাগিলে, তবে সাধারণ্যে তোমার ঘোর কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি হইল। আর যদি তুমি অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিতে থাক, চাকর চাকরাণীর চুরী নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন না কর, ধার করিয়া বন্ধু বর্গকে পাঁঠা খাও-য়াও, পঁচিশ টাকা বেতন পাইলেও চাঁদা দিবার সময় পাঁচ টাকার কম চাঁদা না দাও,—তাহা হইলে তোমার দাতা বলিয়া সুখ্যাতির সীমা থাকিবে না। আমরা জানি, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বড় হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি আপনার পুত্রকেও কখন পোষাকী কাপড় সচরাচর পরিবার জন্য কিনিয়া দিতেন না। এ প্রকার বন্দোবস্তের কসাকসি দেখিয়া কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ছেলে বেলা হইতে কষ্টসহিষ্ণু হওয়া ভাল। চন্দ্রশেখরের নিজেরও কোনও বাবু-গিরি ছিল না। পরণে এক খানি মোটা থানের ধুতি, গায়ে একটা জামা, কাঁধে একখানা চাদর, মাথায় একটা টুপি—এই বেশে তিনি বর্দ্ধমানের রাজা, জজ, মাজিষ্ট্রেট, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট যাইতেন।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের হিতকর কার্য্য।

কেবল যে ডাকাইত ধৃত করিয়াই চন্দ্রশেখর জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এমন নহে; দেশের আরও পাঁচ প্রকার হিতকর কার্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে গৌরণ হইতে পাঁচ পাড়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের সেক্রেটরী বাহাদুর ডাকাতি কমিশনর বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মহাশয়,

আপনার পত্রের উত্তরে বলিতেছি, যে, বাবু চন্দ্রশেখর রায় নিজ ব্যয়ে কতকগুলি সাধারণের হিতকর কার্য্য করায়, বঙ্গের শ্রীযুত ছোট লাট বাহাদুর আদেশ দেন, যে, তাঁহাকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট এক খণ্ড কলিকাতা গেজেট পাঠান হউক। ঐ গেজেটে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যে সকল ভদ্রলোক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত নিজ ব্যয়ে সাধারণের হিতকর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু, ভুল ক্রমে অন্য এক সংখ্যার গেজেট তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল, সে ভুল সংশোধিত হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য যে, এই গেজেট পাইয়া চন্দ্রশেখর উৎসাহে উন্মত্ত হন নাই। আজ কালি যেমন অনেক বঙ্গবাসী সাহেব-

দের নিটক হইতে একটি মন ভুলান, ছেলে ভুলান, কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ান এবং শুনিতে পাইলে আনন্দে উন্মত্ত হন, চন্দ্রশেখর এরূপ উন্মত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ইংরেজকে বিলক্ষণ চিনিতেন; তিনি জানিতেন, অধিকাংশ ইংরেজ যে বাঙ্গালিকে মিষ্ট কথা বলে, সে কেবল বাঙ্গালির নিকট হইতে কাজ লইবার নিমিত্ত, অতএব ইংরেজের মিষ্ট বচনে মোহিত হওয়া অনুচিত। চন্দ্রশেখর আপনার এই মত যে, শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাঠকবর্গ পাইবেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি, হুগলির মাজিষ্ট্রেট বেলী সাহেব বলা-গড়িয়ায় আইসেন। আসিয়া দেখেন যে, বলা-গড়িয়া হইতে হুগলি পর্য্যন্ত একটি রাস্তা চন্দ্রশেখরের তত্ত্বাব-ধারণে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি চন্দ্রশেখরের উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, চন্দ্রশেখর যদি ঐ রাস্তাটি নিজ তত্ত্বাবধারণে মেরামত করান, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর আরও সন্তুষ্ট হইবেন। সাহেব কেবল পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ওভারসিয়ার দ্বারা ৫০ মণ চূণ পুল আদি নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রশেখর আনন্দের সহিত এই কার্য্য করাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই ৫০ মণেও কার্য্য শেষ হইল না, তখন ৬০ সালের ৪টা অক্টোবর তারিখে চন্দ্রশেখর রেবেন সা সাহেবের নিকট কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন, এই সময়ে রেবেন সা সাধারণ বিভাগে বদলী হইয়াছিলেন, তিনি চন্দ্রশেখরের পত্র

পাইয়া রাস্তাতে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, উহার দীর্ঘ কত ইত্যাদি জানিতে চাহিলেন এবং জানিয়া এক শত টাকা রাস্তা মেরামতের জন্য চন্দ্রশেখরের হস্তে দিলেন।

এই সময়ে ইন্‌কম টেক্সের প্রাদুর্ভাব হইল। গবর্মেণ্ট চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে কয়েক জন আসেসার চাহিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রশেখর সোমড়ার বাবু কালীপ্রসন্ন সেন স্থকরের বাবু কাশীগতি মুস্তফি এবং বলা-গড়ের বাবু জগদ্-দুর্লভ মজুম্‌দারের নাম গবর্মেণ্টে পাঠান। কালীপ্রসন্ন বাবু ৩৫ বৎসর বয়স্ক, লোকপ্রিয়, মুস্তফী মহাশয় ৫০ বৎসর বয়স্ক, স্বাধীনবৃত্তির এবং মজুম্‌দার বাবু ৪০ বৎসর বয়স্ক, উন্নত চরিত্র ও সরলান্তঃকরণ বিশিষ্ট লোক বলিয়া চন্দ্রশেখর আপনার পত্রে লিখিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখরকে অনেক সময় নিষ্ঠুরের মত কার্য্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ইহার কিছুকাল পরে পাঁচপাড়া অঞ্চলে অত্যন্ত মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে লোকের অকাল মৃত্যুতে চন্দ্রশেখরের অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথীত হইয়াছিল, তিনি সেই মানসিক কষ্টের কথা জানাইয়া, তাঁহার এক সহকর্ম্মচারীকে পত্র লেখায় উক্ত সহকর্ম্মচারী বন্ধু এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন,—"এ বৎসর সে প্রদেশে মহামারী হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি। পীড়িত-দিগের চিকিৎসা স্থনিয়মপূর্ব্বক করাইবেন এবং ভবিষ্যতে সকলের আরোগ্য সংবাদ লিখিয়া পরম সন্তুষ্ট করিবেন। আমি ৺ সমীপে পার্থনা করি যে, আমার এই পত্র পৌঁছি-বার পূর্ব্বেই সকলে আরোগ্য লাভ করুক এবং মহাশয়ের

নির্ম্মল অন্তঃকরণে আনন্দসমীরণ সঞ্চালিত হউক।” চন্দ্রশেখর পীড়িত লোকদিগের চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন, ইহা না বলিলেও চলে।

আমরা রেভেনসা সাহেবের পদোন্নতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, চন্দ্রশেখরের সম্মুখে চন্দ্রশেখরের নিকট বলিলেও বলা যায়, কার্য্য শিক্ষা করিয়া অনেক শ্বেতাঙ্গ দেবতা, কেহ কমিশনর, কেহ জজ, কেহ পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইলেন, আর তিনি যে ডেপুটি সেই ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটই রহিলেন। যদিও তাঁহার হস্তে কয়েক জেলার মাজিষ্ট্রেটের পূর্ণক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক দিনের তরেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেবল কতকগুলি ইংরেজ কর্ম্মচারী, তাঁহাকে আসিষ্টেণ্ট ঠগী কমিশনর বলিয়া পত্রাদি লিখিতেন, সরকারী পত্রাদিতে তাঁহাকে পূর্ব্বাপর ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট লেখা হইত। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা না দিলে, ডাকাইত ধৃত করার পক্ষে অসুবিধা হইত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়াছিলেন মাত্র।

রেভেনসার রিপোর্টের পর গবর্ণমেণ্ট আশা দিয়াছিলেন যে, চন্দ্রশেখরের উন্নতি হইবে, কিন্তু কিছুকাল পরে এমন সকল ঘটনা উপস্থিত হইল, যে চন্দ্রশেখর সকল প্রকার আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিলেন।

রাজার নিকট সম্মানিত, সাধারণ লোকের নিকট পূজ্য, পুত্র কন্যা দৌহিত্র পরিবেষ্টিত, সকল প্রকার সুখে সম্পূর্ণ সুখী—চন্দ্রশেখরের এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ১৮৬০, খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁহার শরীরে রোগ দেখা

দিল। যৌবনের আরম্ভ হইতে নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া এবং নানা প্রকার জলবায়ু ব্যবহার করিয়া, চন্দ্রশেখরের শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তিনি দারোগা ছিলেন, সে সময়ে অনেক দিন তাঁহার সময়ে আহার হয় নাই, অনেক দিন তিনি রাত্রে নিদ্রা যান নাই—স্বভাবের নিয়ম তিনি পদে পদে ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে রক্তের তেজ হ্রাস হওয়াতে সুযোগ পাইয়া রোগ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। নানা প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগকে প্রবল হইতে দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আর এক দিনের জন্যও তাঁহার শরীর নিরোগ হয় নাই।

শরীরের অবস্থা তো এইরূপ। এ সময়ে বিশ্রাম লাভ করাই চন্দ্রশেখরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই সে ইচ্ছা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইতে হইল। সে সব কথা বিস্তারে বলিব।

একাদশ অধ্যায়।

চন্দ্রশেখরের সময়ে বাঙ্গালীর বাহুবল।

আমরা চন্দ্রশেখরের সাহসের পরিচয় অনেক স্থলে দিয়াছি। তাঁহার শরীরিক বল ও সাহস অনুরূপ ছিল। একবার তিনি একটা লাথী মারিয়া একজন বিখ্যাত বলবান ডাকাইতকে

পাঁচ ছয় হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মোটা বাঁশের বা কাষ্ঠের যষ্টি ব্যবহার করিতেন এবং উহা হাতে করিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইলে, তাঁহার সম্মুখে যাইতে অনেকেরই হৃদয় কম্পিত হইত। যাঁহারা আজি কালিকার বাঙ্গালী বাবুদের দৈহিক বল ও সাহস পরাক্রম দেখিয়া বাঙ্গালিকে ক্ষীণদেহ, হীনসাহস, অম্লপীড়াগ্রস্ত, জাতি সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদের কথা সহজে বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে চন্দ্রশেখরের ন্যায় অনেক বলিষ্ট ও সাহসী পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। বাঙ্গালার উগ্র-ক্ষত্রিয়েরা প্রকৃতই বীরজাতি ছিল। চন্দ্র-শেখরের জন্মভূমী দীর্ঘপাড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক বলিষ্ট ও সাহসী লোক জন্মিয়াছিলেন। দুই এক জনের পরিচয় আমরা এই পুস্তকে দিব।

চন্দ্রশেখরের এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার শরীরে এতদূর সামর্থ ছিল যে, বাহুতে বড় বড় ভেড়া ঢুঁ মারিলে তিনি অবলীলাক্রমে তাহা সহ্য করিতেন এবং সখ করিয়া ঐ প্রকার ঢুঁ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি ভেড়া পুষিয়া ছিলেন। একবার জমীদারের পক্ষ হইতে “হপ্তম” আইনের সাহায্য লইয়া ইঁহার কোন আত্মীয়কে অপমান করিবার চেষ্টা করা হয়। তখনকার ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ এক্ষণ-কার মত নির্জীব ছিলেন না। প্রায় সকলেরই দেহে উষ্ণ শোনিত সঞ্চারিত ছিল। উক্ত আত্মীয় ব্যক্তি জমীদারের নিকট কোন একটি বিষয়ে ন্যূনতা স্বীকার না করাতেই এইরূপ চেষ্টা করা। যথা সময়ে হপ্তমের পেয়াদা আসিয়া

উক্ত আত্মীয়কে ধরিল, তখন, তিনি চিৎকার করিয়া চন্দ্রশেখরের উক্ত আত্মীয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—“ওরে অন্নদা আমাকে পেয়াদা ধরিতে আসিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া অন্নদা এক লম্ফে ৫।৬ হাত উচ্চ এক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পেয়াদার নিকট আসিয়া সজোরে তাহার বক্ষে একটা কীল মারিয়াছিলেন। সেই কীল খাইয়া লোকটা অচেতন হইয়াছিল এবং তাহার মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইয়াছিল।

বাগিয়াড়া গ্রামে ঈশ্বর রায় নামে একজন বৈদ্য ছিলেন। এ ব্যক্তি কিরূপ বলিষ্ট ও সাহসী ছিলেন, তাহার একটা পরিচয় দিব। একবার বাগিয়াড়া গ্রামে এক জুগীর বাড়ীতে ডাকাইত পড়ে—মহা কোলাহল ব্যাপার। ঈশ্বর রায়ের ইচ্ছা হইল, যে, তিনি একলাই ডাকাইতগুলাকে তাড়াইয়া দিবেন। ইহা মনে করিয়া, তিনি একখানি তলওয়ার লইয়া ডাকাইত তাড়াইতে আসিলেন। দেখিলেন, ডাকাইতের সর্দ্দার তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি, নিকটস্থ কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর দ্বারবান। তিনি তাহাকে বলিলেন “তুই সরে যা, আমি সব বেটাকে কাটি।” সে বলিল, “রায় মহাশয় আপনি করেন কি? প্রাণ নিয়ে পালান, নচেৎ ভাল হবে না।” কিন্তু ঈশ্বর রায় হটিবার পাত্র নহেন। তিনি যেমন তলয়ার হস্তে বেগে ডাকাইতদের মধ্যে আসিবেন, অমনি ডাকাইতের সর্দ্দার এক তীর তাঁহার বক্ষে মারিল, তীর বুক ফুঁড়ে পৃষ্ঠে বাহির হইল। তীর খাইয়া ঈশ্বর রায় ছুটিয়া আসিয়া একটা স্থানে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, অনেক কষ্টে তীরটা বাহির করা হইল, কিন্তু ঈশ্বর রায় মরিলেন

না। তাঁহার কিছুদিন আমরক্ত ভেদ হইল এবং শ্রবণশক্তি লোপ পাইল মাত্র। আপনার এই বীরত্ব কাহিনী বলিবার নিমিত্ত, তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন। সকলে তাঁহাকে "কালারায়" বলিয়া ডাকিত। বক্ষে তীর বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইল, অথচ আহত ব্যক্তি মরিল না, এরূপ দৃষ্টান্ত রাজপুত ও শিখ জাতির ইতিহাসে পাঠক অনেক পাইবেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে এরূপ লোক ছিল, তাহা বোধ হয়, আপনার বিশ্বাসই হইবে না।

দীর্ঘপাড়া গ্রামে রঘুনাথ সামন্ত নামক একজন উগ্র-ক্ষত্রিয় ছিল, তাহাকে লোকে "বীর রঘুনাথ" বলিত। এই কলাইয়ের দাউল ও মুড়ি ভক্ষণকারী বাঙ্গালীর এরূপ বল ছিল যে, অনেক দূরদেশ হইতে কুস্তিগিরেরা ইহার সহিত কুস্তি লড়িতে আসিত। একবার গঙ্গাপার হইতে এক জন কুস্তিগির ঐরূপ কুস্তি লড়িতে আসিয়াছিল, সে গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, একজন লোক একটা বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের ডাল নোয়াইয়া তাহার পাতা গরুকে খাওয়াইতেছে। আগন্তুক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল মহাশয় "রঘুনাথ সামন্তের বাড়ীটা কোনখানে আমাকে দেখাইয়া দিতে পারেন? রঘুনাথ তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার সহিত কুস্তি লড়িতে সে ব্যক্তি আসিয়াছে। তখন রঘুনাথ বলিল "তুমি এই ডালটা ধরিয়া গরুটাকে পাতা খাওয়াও আমি রঘুনাথকে ডাকিতেছি।" উক্ত ব্যক্তি যেই ডালটাকে ধরিয়াছে, অমনি ডালের সঙ্গে সঙ্গে ১০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল, তখন বুঝিল যে, এই ব্যক্তিই রঘুনাথ এবং তাহার সহিত সখ্যতা করিয়া বিদায় হইল।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ শাঁখরা গ্রামে বাস করিত, এ ব্যক্তি অত্যন্ত বলবান ও সাহসী ছিল, ৪।৫ জন বাগদী জাতীয় জোয়ানে ইহাকে কুস্তিতে পারিত না, ইহার বলের পরিচয় সংক্ষেপে দিই। এই ব্যক্তি কুক্রিয়াশীল ছিল, একদিন রাত্রে কোন কুক্রিয়া করিতে যাইয়া, কোন গৃহস্থের দ্বারবান কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সেই দ্বারবান জাতিতে বাগ্দী। ঈশান তাহার সহিত এক প্রহর কাল সমানে লড়িয়া শেষে পরাভূত হয়। তখন উক্ত দ্বারবান ও তাহার খুড়া লাঠি দ্বারা তাহার দেহের সন্ধিস্থান সকল অবসন্ন করিয়া ফেলে এবং অবশেষে সড়কি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে মৃতপ্রায় করে। আশ্চর্য্য এই যে, এত মার খাইয়া ও এতদূর যখম হইয়াও সে ব্যক্তি যখন পুলিশ কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানে চালান হয়, তখন চৌদ্দ ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইয়া বর্দ্ধমানে পৌঁছে। তাহার দেহের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া তাৎকালিক লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তীপাড়া গ্রামে গোবিন্দপ্রসাদ মজুমদার নামে একজন বৈদ্য ছিলেন। ইনি কটকে থাকিতেন। একবার ইনি বাটী হইতে কটক যাইতেছিলেন, সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ। কটকের নিকটবর্ত্তী পথে, চারিজন দস্যু তাঁহাদিগকে মারিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া ইনি নিকটস্থ একটা মটির সাঁকোর পার্শ্বস্থ একটা বাঁশ উপড়াইয়া হাতে লইলেন। বাঁশটা দীর্ঘ ১০।১২ হাত, তন্মধ্যে ৫।৬ হাত পোতা ছিল। অবলীলাক্রমে ১০।১২ হাত বাঁশখানা উপড়াইয়া হাতে লইতে দেখিয়া, দস্যুরা তাহাদের

হাতের লাঠি ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহারা কে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, যে, "আমরা আপনাদিগকে মারিয়া ধরিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বাঁশ উপড়ান দেখিয়া বুঝিলাম যে, আপনাকে মারা আমাদের সাধ্যাতীত।" ইহা বলিয়া চলিয়া গেল। এই ব্যক্তিকে একবার নদীতে কুম্ভীরে ধরিয়াছিল, ইনি কুম্ভীর সহ লাফাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়াছিলেন। ইনি ১৪। ১৫ গণ্ডা রুটি ভক্ষণ করিতেন—এখনকার খোস-খোরাকী বাবুদের উহা ১০। ১২ জনের খোরাক।

৩০। ৩২ বৎসর পূর্ব্বে, উপরোক্ত লোকদিগের ন্যায় বলবান ও সাহসী লোক বাঙ্গালায় অনেক ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের কথা কেবল প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তখনকার ভদ্রলোক মাত্রেরই ঘরে তীর, সড়কি ঢাল, তলওয়ার ছিল, এবং তাহার ব্যবহার তাঁহারা করিতে জানিতেন। এখন ক্রিকেট খেলিয়া দেহের বলবৃদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, তখন তীর ছুড়িয়া বাহুবল বৃদ্ধি করা হইত। এখন দুষ্ট ইংরেজ চাবুক মারিলে তাহা কাড়িয়া লইয়া ফিরাইয়া মারিতে পারে, এরূপ লোক দুহাজারের মধ্যে এক জন আছে কি না সন্দেহ; তখন কিন্তু সত্য সত্যই ইঁটটি মারিলে পাটখেলটি খাইতে হইত।

চন্দ্রশেখর রায় ও গুরুচরণ দাস প্রভৃতির আমলের পর হইতে বাঙ্গালী পূর্ণ মাত্রায় নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেহারে ডাকাইতি নিবারণের আফিস স্থাপন,—চন্দ্রশেখরকে তথায় পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশে যেরূপ অসংখ্য ডাকাইত ছিল, বেহারও সেইরূপ ডাকাইতে পূর্ণ ছিল। বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইতের উপদ্রব নিবারিত হইলে, বেহারের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। বেহারের ডাকাইতদিগের উচ্ছেদ সাধনার্থ গবর্ণমেণ্ট এফ, এ, ভিনসেণ্ট, নামক একজন সাহেবকে কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। পাটনায় তাঁহার আফিস স্থাপিত হইল। ভিনসেণ্ট সাহেব নূতন লোক ছিলেন, ডাকাইত ধৃত করিবার নিমিত্ত যে সকল কৌশল জানা আবশ্যক, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার এক জন পারদর্শী ও উদ্ভাবনশীল সহকারীর প্রয়োজন হইল।

এলফিনিষ্টোন জ্যাকসন সাহেবের নিকট ভিনসেণ্ট সাহেব পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যাকসন সাহেব বলিলেন, যে, "বাবু চন্দ্রশেখর রায় আমার সমুদায় উন্নতির মূল; (জ্যাকসন এই সময়ে জজ হইয়াছিলেন) তুমি চন্দ্রশেখর রায়কে আপনার নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা কর, তাহাতে তোমার ভাল হইবে।"

এই কথায় মুগ্ধ হইয়া ভিনসেণ্ট সাহেব ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের ছোট লাট সার জন পিটার

ণ্ট সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে চন্দ্রশেখরকে কিছুকালের নিমিত্ত পাটনায় বদলি করিতে প্রার্থনা করা হইল। ছোট লাট বাহাদুরের মন্ত্রী এইচ বেল সাহেব ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে উত্তর দিলেন,—“আমি ছোট লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া লিখিতেছি যে, আপনি বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেই, তাঁহাকে আপনার আফিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠান যাইবে।” যথারীতি এই পত্রের একখণ্ড নকল বাঙ্গালার ডাকাতি কমিশনরের নিকট পাঠান হইল এবং তিনি পত্রের মর্ম্ম চন্দ্রশেখরকে জানাইলেন।

ভিনসেণ্ট সাহেব কেবল গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। পাছে পাটনা যাইতে চন্দ্রশেখরের মতি না হয়, এ জন্য হুগলিতে আসিয়া চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সম্মত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর বাসায় না থাকায় ভিনসেণ্ট সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহাতে চন্দ্রশেখর অতি দুঃখ প্রকাশ করিয়া সাহেব বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে তাঁহার পাটনা যাইতে অক্ষমতাও জানান হইল, তিনি ইংরাজিতে যে পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,— “মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পাটনা যাওয়ার আবশ্যক নাই, বলিলেই আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই। আমার পাটনা যাইতে অনিচ্ছা নাই; কিন্তু আমি যাইতে অক্ষম। আমার এক কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই জন্য আমাকে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাতেই আমার যাইতে

আপত্তি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে তত আপত্তি নাই।"

এই পত্রের উত্তরে ভিনসেণ্ট ইংরাজিতে লিখিলেন;—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার শারীরিক অসুস্থতাই আপনার পাটনায় আগমনের প্রতিবন্ধক, ইহা অবগত হইয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। ডাকাইতি নিবারণ সম্বন্ধে আপনার যে পারদর্শিতা জন্মিয়াছে, তাহা দ্বারা কোন উপকার পাইব না ভাবিয়া, আমার দুঃখ হইতেছে। কিন্তু আমি বোধ করি, যে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য এই স্বাস্থ্যকর প্রদেশে কিছু দিন অবস্থিতি করিলে আপনার স্বাস্থ্যের উপকার হইত। যাহা হউক, যখন আপনি অন্যরূপ ভাবিতেছেন, তখন যদি পারি, তাহা হইলে যাহাতে আপনার এখানে উপস্থিত হইতে না হয়, সেইমত বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু, তাহা করিতে হইলেও একটি বিষয়ে আমার আপনার সহায়তার প্রয়োজন হইবে, আমার প্রার্থনা, আপনি তাহাতে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমার কতকগুলি গোয়েন্দার প্রয়োজন। এই অঞ্চলের বিশ জন ডাকাইত এক্ষণে আলিপুর জেলে আছে। আপনি গবর্ণমেণ্ট হইতে আলিপুর জেলে প্রবেশের অনুমতি আনাইয়া উক্ত জেলে যাইবেন, এবং স্বয়ং ঐ সকল ডাকাইতদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নির্ণয় করিবেন, যে, যে সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ ডাকাইতরা গোয়েন্দা হয়, সেই সকল নিয়মে তাহাদের কেহ গোয়েন্দা হইবে কি না। আমার তিন চারি জন ভাল গোয়েন্দা হইলেই চলিবে, উল্লিখিত বিশ জন ডাকাইতের মধ্যে বিল্লার, বিন্দ,

কেজো বিন্দ, পন্নু চোবে, ভিখারী আহির এবং রামসূদন দোসত ইহারা প্রসিদ্ধ ডাকাত, কিন্তু যে ব্যক্তি ভালরূপ একরার করিবে, আমার তাহাকেই চাই।

বোধ করি, আপনি এই সকল ডাকাইতদিগের মধ্য হইতে দুই চারি জনকে হুগলি লইয়া যাইতে অনুমতি পাইবেন, সেখানে আপনি ইহাদিগের মধ্য হইতে ধীরে সুস্তে গোয়েন্দা নির্ব্বাচিত করিবেন এবং তাহাদিগকে রীতি মত শিক্ষা দিবেন।"

চন্দ্রশেখরের ক্ষমতার প্রতি সাহেবের যে অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা এই পত্র পাঠে জানিতে পারা যায়।

যাহা হউক, আলিপুর জেলে প্রবেশ করিবার অধিকার চন্দ্রশেখর পাইলেন। ১লা এপ্রেল তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী আলিপুর জেলের একটিং সুপারিণ্টেনডেণ্টকে এই পত্র লিখিলেন,—

"মহাশয়,

ছোটলাট বাহাদুরের আদেশক্রমে আপনাকে লিখিতেছি যে, আপনি ডাকাতি নিবারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে নিম্নলিখিত কয়জন ডাকাইতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন। উহাদের মধ্য হইতে তাঁহার যাহাকে পছন্দ হইবে, তিনি তাহাকে গোয়েন্দা করিয়া বেহারে ডাকাইত ধরা কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ডাকাইতদের নাম।	ডাকাইতদের নাম।
শূলিদি বিন্দ	লছমন ওরফে রামকিষণ বিন্দ
কেজো বিন্দ	বিদেশী বিন্দ
ভজন বিন্দ	ভিখারী চোবে
জয়লাল ওরফে ব্রজলাল বিন্দ	গন্নু ওরফে ইশরী চোবে

শিউচরণ বিন্দ	সঞ্জন চোবে
অক্লু ওরফে তুলু বিন্দ	অংলু ওরফে কুলদীপ চোবে
বিল্লার বিন্দ	সঞ্জন চোবে ২নং
রামেশ্বর বিন্দ	ছকড়ি আহির
রাম সহায় বিন্দ	বখোরি আহির
শিউ সহায় বিন্দ	রাম শরণ দোসাদ

ভিনসেণ্ট সাহেব চন্দ্রশেখরকে পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি চন্দ্রশেখরের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসিলেন। উক্ত পত্র পাওয়ার পনর দিন পরে, চন্দ্রশেখর ভিনসেণ্টের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল,—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনি একটু স্থবিধা করিয়া আগামী পরশ্ব আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি ? গোয়েন্দা নিযুক্ত সম্বন্ধে আমি আপনার সহিত পরামর্শ করিব। আমি পুরাতন পোষ্ট আফিসে মিঃ অলেন জো মনির সহিত অবস্থিতি করিতেছি।"

চন্দ্রশেখর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব বলিলেন, "তোমাকে পাটনা যাইতে হইবে না, তুমি হুগলিতে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিলেই হইবে।" চন্দ্রশেখর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া হুগলি ফিরিয়া আসিলেন। আসল কথা, সাহেব চন্দ্রশেখরের গুণ শুনিয়া এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চেহারা দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পাটনা লইয়া যাওয়াই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। সাহেবের মনে বেশ ধারণা হইয়াছিল, যে, চন্দ্রশেখরের সহায়তা পাইলে শীঘ্রই তাঁহার যশ হইবে এবং তৎসঙ্গে পদ বৃদ্ধিও হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে ভিনসেণ্ট সাহেব চন্দ্রশেখরকে দুইখানি পত্র লেখেন। একখানি ঘরওয়া পত্র (private letter) আর একখানি সরকারী (official)। সরকারী পত্রে যাহা লিখিত ছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই, যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে চন্দ্রশেখরকে পাটনায় যাইতে হইবে। একখানি যুদ্ধের জাহাজ পাটনায় যাইবে, তাহাতেই চন্দ্রশেখরের পাটনায় যওয়া সুবিধাজনক হইবে। *

ঘরাও পত্রে চন্দ্রশেখরকে সাহেব বাহাদুর অনেক মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজ লইবার সময় ঐরূপ মিষ্টকথা সাহেবেরা অম্লান বদনে বলিয়া এবং

---

* "From

The Decoity Commissioner of Behar.

To

Babu Chandra Sekhar Roy

"Sir

Your services having been placed temporarily at my desposal to assist me by your experience in organizing measures for suppressing Decoity in Behar, I have the honor to request you will do me the favor of joining with as little delay as possible.

A gun boat has been placed at my desposal. It is now in Calcutta and will in a few days, after you receive this, start for Patna, and in it you might with comfort come, or join it at Raj Mohal by Railway.

I shall be sorry, if this step puts you to any in convinience, but your presence is absolutly necessary and I trust in a very short time you will be on your way back to Hugli and mean while I think, you will find it a pleasent river trip.

Patna } I have &
7th May, 61. } F. A. Vencents."

লিখিয়া থাকেন; অনেক অল্পবুদ্ধি বাঙ্গালি আবার তাহাতেই ভুলিয়া যান। *.

কিন্তু, সাহেবের পত্রে চন্দ্রশেখরের মন ভুলিল না, বরং এই পত্র পাইয়া তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন; কিছু ক্ষুণ্ণও হইলেন। তাঁহার মনের ভাব তাঁহার কথাতেই ব্যক্ত করা ভাল, তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি সাহেবকে লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আমি এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িয়াছি। যখন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সময়ে আপনি বলিয়াছিলেন, যে, আমাকে পাটনা যাইতে হইবে না, আমি এইখানে থাকিয়া আপনাকে সাহায্য করিলেই হইবে। এক্ষণে আপনিই আবার আমাকে যাইতে লিখিয়াছেন। একে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমত অবস্থায় আমাকে পাটনা যাইতে হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। আপনি যখন গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট হইতে আমার প্রতি যাইবার আদেশ নিশ্চয় হইবে। আমি যাইব

---

* "Patna 7th May

My dear Babu,

I am sory to be obliged to ask you to come up to these parts, but, I find it is absolutely necessary and I am sure you are too public spirited an officer to grudge your services when urgently needed. I shall not keep you long and you can come up without expence in the gun boat that is coming up to me from Calcatta.

Bring that man with you whom you recommend so strongly as English writer * * * please do not delay, I am writing to Govt. on the subject."

না,—কাজেই আমাকে আপন কর্ম্মে ইস্তফা দিতে হইবে। আমি ২৭ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেছি, এক্ষণে আপনার জন্য আমাকে সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল, বোধ হইতেছে। আমার অতিশয় দুঃখ বোধ হইতেছে, যে, আপনি আমাকে না বলিয়াই গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন ; কারণ, আ ম আপনাকে আমার অবস্থার কথা বিস্তারিত বলিয়াছিলাম। আমার বাটীতে কেবল কতকগুলি স্ত্রীলোক আর একটি দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র আছে, আমিই তাহাদিগের একমাত্র রক্ষক। আপনি ইহা জানেন, যে, এ অঞ্চলের বদমায়েসদের সহিত আমার প্রণয় নাই, কারণ আমি তাহাদের অনেক বন্ধুকেই কষ্ট দিয়াছি। *

হুগলি ১০ই মে ১৮৬১ আপনার ইত্যাদি চন্দ্রশেখর রায়।"

সাহেব বাহাদুর এবার অতিশয় আত্মীয় ভাবে চন্দ্রশেখরের পত্রের উত্তর দিলেন, লিখিলেন,—

"প্রিয় চন্দ্রশেখর,

আমার দ্বারা তোমার দুরবস্থা হইবে পাঠ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি তোমাকে এখানে দুই মাসমাত্র রাখিব, ইহাতে তোমার যে কি বিশেষ কষ্ট হইবে, আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, তুমি পত্রে আমাকে তোমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলে, তাহাতে আমি অনুমান করিয়াছিলাম, যে তুমি একজন ভগ্নদেহ বৃদ্ধ মনুষ্য হইবে।

---

* এই পত্র ইংরাজিতে লেখা হইয়াছিল, আমরা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলাম।

তুমি যে একজন সবল সুস্থকায় পুরুষ, ইহা তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে ভাবি নাই। তোমার মুর্শিদাবাদে বদলি হওয়া আর আমাকে সাহায্য করিতে এখানে আসা, এই দুইটি বিভিন্ন ঘটনা। তোমার এখানে আগমন কিছুদিনের জন্য। গবর্ণমেণ্টের এই বন্দোবস্ত তোমার গৌরবজনক; অতি সামান্য কারণে তুমি তোমার গৌরবের পদত্যাগ করিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, যে, তুমি পদত্যাগের পূর্ব্বে এই সকল কথা ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে।

তোমার অকপট,
এফ, এ, ভিনসেণ্ট।

ভিনসেণ্ট সাহেবের পত্র সকল বিস্তারিতরূপে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য এই যে, সাহেবচরিত্র যে কিরূপ পদার্থ তাহা পাঠকদিগকে কতক পরিমাণে জানাইতে চেষ্টা করা। যাহা হউক, সাহেব এত আত্মীয়তা দেখাইলেন,—কিছুতেই চন্দ্রশেখরের মন টলিল না। এত প্রশংসা করিলেন,—তথাপি তাঁহার মন ভিজিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পাটনা যাইবেন না,—স্থির সংকল্প করিলেন।

এদিকে ভিনসেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিল। সাহেব বাহাদুর ৮ই মে তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার বোধ হয়, বাবু চন্দ্রশেখর রায়ের নিকট আমার সাহায্য পাইবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই এই গন্‌বোটে এখানে আসিতে পারেন। আমি তাঁহাকে এই মত লিখিয়াছি। প্রার্থনা করি, যদি কোন রূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে

যেন উক্ত বাবুকে জানান হয়, যে, তিনি বিনা খরচায় উক্ত বোটে আসিতে পারিবেন।"

এই পত্র লেখার পর ৩১শে মে তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী, এইচ বেল সাহেব, চন্দ্রশেখরের নিকট দুই খানি পত্র পাঠান। এক খানিতে স্বয়ং লেখেন,—

"মহাশয়,

বেহারের ডাকাতি কমিশনরের নূতন আফিসের সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে আপনাকে কিছুকালের নিমিত্ত উক্ত ডাকাতি কমিশনরের অধীনে নিযুক্ত করা গেল।"

দ্বিতীয় পত্র খানি সামুদ্রিক বিভাগের সুপারিণ্টেনডেণ্টকে সেক্রেটরী যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারই নকল। উহাতে সুপারিণ্টেনডেণ্টকে এইরূপ লেখা হইয়া ছিল,—"পাটনায় যে এক খানা গন্ বোট পাঠাইতে হইবে, সেই বোটে বাবু চন্দ্রশেখর রায় পাটনায় যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহার কথা মত কার্য্য করিবেন এবং এই বোট রাজ মহলে পৌঁছিলে, তথাকার ডেপুটি কমিশনরকে ইহার পৌঁছা সংবাদ দিতে বোটের আফিসার দিগকে বলিয়া দিবেন।" *

---

* * * Babu Chandra Sekhar Roy, Deputy Magistrate at Hugli whose services have been temporarily placed at the desposal of the Decoity Commissioner of Behar has been allowed the option of proceeding by the Gun-boat to Patna. You will, there fore, attend to any requisition you may receive from him. As requested by Mr. Vincent you will be good enough to instruct the officers of the boat to report her arrival at Raj Mohal to the Deputy Commissioner at that station.

Ihave &

Sd. H. Bell

শুনা যায়, এই গন্ বোট সাত দিন হুগলির ঘাটে বাঁধা ছিল। প্রত্যহই কাপ্তেন আসিয়া চন্দ্রশেখরের অভিপ্রায় কি জানিতে চাহিতেন,—প্রত্যহই চন্দ্রশেখর তাঁহাকে আজ না, কাল, বলিয়া ফিরাইতেন। শেষে চন্দ্রশেখর বোটাধ্যক্ষকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। এক জন বাঙ্গালি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এক খানা গবর্ণমেণ্ট গন বোট পাঁচ ছয় দিন ঘাটে বাঁধিয়া রাখা, তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু, চন্দ্রশেখর নিজের দৃঢ় সংকল্পের নিকট এই সম্মান তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। তিনি ৬১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে হুগলির ডাকাতি কমিশনরের নিকট ইংরেজিতে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,—

"মহাশয়,

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৩১শে মে তারিখের ১১৬৭ নং পত্রে আমাকে পাটনায় যাইয়া তথাকার ডাকাতি কমিশনরের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি আপনার জ্ঞাত কারণ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তৎপাঠে আমার প্রতি যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে সঙ্গত হয় নাই, ইহা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমি জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছি এবং যে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতেই প্রায় উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আমি অনেক শ্রম জনক এবং কষ্টসাধ্য কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমার শরীর সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়াছে। আমি এক্ষণে বৃদ্ধও হইয়াছি। সুতরাং আমাকে যেরূপে পাটনা যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমার মৃত্যু হইবে। আমি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট

পাইতেছি, এমত অবস্থায় গমনাগমন করা অত্যন্ত বিপদজনক। ইহা ছাড়া, আমাকে এ স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে আমার পরিবারেরা আশ্রয়হীন হইয়া পড়িবে। আমার পরিবার মধ্যে ১৩ বৎসরের এক পুত্র ছাড়া অন্য পুরুষ নাই। আমি কিরূপ ডাকাইত দমন করিয়াছি, তাহা গবর্ণমেণ্ট উত্তম রূপ জানেন, ঐ কার্য্য করিয়া আমি কতকগুলি শত্রু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারের প্রতি অত্যাচার করিবে। পূর্ব্বে যখন আমার মুর্শিদাবাদে যাইবার কথা হইয়াছিল, তখন ওয়ার্ড সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তার পর পাঁচ ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমি বেশী বৃদ্ধ এবং কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি ; যদিই আমি পাটনার গিয়া জীবিত থাকি, তাহা হইলেও আর এক কারণে আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না—আমি ইংরাজি বা হিন্দী জানি না, কেবল বাঙ্গালা জানি। কিন্তু বেহার জেলায় হিন্দী না জানিলে কোন কার্য্য হইবে না। আমার বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, আমার দ্বারা বেহারের ডাকাতি কমিশনরের আফিসের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহা নিশ্চয় বিফল হইবে। সুতরাং কেন আর আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দুঃখ দেওয়া হয়? এখানে আমি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের অবস্থা জানি বলিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমের সহিত এখানকার আফিসের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কিন্তু যে জেলার আচার ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সেখানে কার্য্য করিতে হইলে নিশ্চয়ই আমাকে হাবু ডুবু খাইতে হইবে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে অপদস্ত হইতে হইবে; আমি আশা করি, এই সকল বিবেচনা করিয়া

দয়াবান ছোট লাট বাহাদুর আমার প্রতি তাঁহার আদেশ সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিবেন।"

রেভেনসা সাহেবের অন্য বিভাগে যাওয়ার পর, আর দুই জন ডাকাতি কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনমাত্র এই কার্য্য করিয়াছিলেন। যে সময়ে চন্দ্রশেখরের পাটনায় বদলি হওয়া সম্বন্ধীয় এই সকল পত্রাদি লেখা হয়, সে সময়ে হুগলিতে বঙ্গের শেষ ডাকাতি কমিশনর জে এইচ রাইলি সাহেব বিরাজমান ছিলেন। ইনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিলেও বলিতে পারিতেছি না। কারণ, ইনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন এবং এই বঙ্গদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। জীবিত ব্যক্তি—বিশেষ ইংরেজ, সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা না বলিলে যদি বিশেষ কোন হানি না হয়, তবে না বলাই ভাল। তবে, চন্দ্রশেখরের সহিত রাইলি সাহেবের অপ্রণয় ঘটিয়াছিল, এ কথা বলিলে কোন ক্ষতি নাই এবং ডাকাতি বিভাগের অপর দুই জন কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী, বাবু গুরুচরণ দাস ও কোবর্ণ সাহেবের সহিত রাইলি বাহাদুরের তত দূর আত্মীয়তা ছিল না, ইহা বলিলেই বা দোষ কি? তবেই দেখা যাইতেছে, যে, যে কয় জন আফিসার ডাকাতি নিবারণ করিতে নিযুক্ত ছিলেন, রাইলি বাহাদুরের কাহারও সহিত সদ্ভাব ছিল না। * দোষ কাহার, তাহা নির্ণয় করা সহজ,—তবে নির্ণয় করিবার তত প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রশেখরের সহিত রাইলি সাহেবের মনোবিবাদ থাকিলেও তিনি চন্দ্রশেখরের দরখাস্তের উপর কোন প্রকার

* ক্যাপ্তেন বডম এই সময়ে ডাকাতি বিভাগ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কঠোর আদেশ প্রয়োগ করিলেন না, তিনি ৮ই জুন তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী বাহাদুরকে লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আপনার ২৭শে ফেব্রুয়ারির ৪৭০ নং পত্র এবং ৩১শে মের ১২৬৭ নং পত্র আমি পাইয়াছি। আপনি এই দুই পত্রে বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে পাটনা যাইতে আদেশ দিয়াছেন, তদুপলক্ষে উক্ত বাবু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা মহাশয়ের দৃটি জন্য পাঠাই। উক্ত বাবু বলিতেছেন, যে, তিনি বৃদ্ধ এবং পীড়িত হওয়াতে পাটনা যাইতে অক্ষম। * * * এই বাবু ঐই ডাকাতি বিভাগে অনেক ভাল ভাল কার্য্য করিয়াছেন, সেই জন্য আমি তাঁহার পত্র গবর্ণমেণ্টের শুভ-দৃষ্টির জন্য পাঠাই।

বাবু চন্দ্রশেখর বলিতেছেন, যে, প্রতাপ নারায়ণ রায় নামে তাঁহার একজন কর্ম্মচারী আছেন। ইনি ডাকাতি আফি-সের রীতি পদ্ধতি উত্তমরূপ অবগত আছেন এবং মিঃ ভিনসেণ্টের নূতন আফিসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইনি সম্পূর্ণরূপ সমর্থ। বাবু চন্দ্রশেখর ইঁহাকে কিছুকালের নিমিত্ত ভিনসেণ্ট সাহেবের সেরেস্তাদাররূপে কার্য্য করিতে দিতে সম্মত আছেন।"

এই পত্রের উত্তরে বিচার বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরী বাহাদুর ১৩ই জুন তারিখে লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আপনার ৮ই জুনের পত্র পৌঁছিয়াছে। ঐ পত্রে বাবু চন্দ্রশেখর রায়ের পরিবর্ত্তে তাঁহার পেশকার বাবু প্রতাপ নারায়ণ রায়কে পাটনা পাঠানর কথা আছে। ইহার উত্তরে

আমি ছোট লাট বাহাদুরের আদেশ ক্রমে আপনাকে জানাই-তেছি যে, প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে ছোট লাট বাহাদুরের কোন আপত্তি নাই। তবে এই বন্দোবস্তে মিঃ ভিনসেণ্টের সম্মতি থাকা চাই। আপনার এ সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট সাহেবকে পত্র লেখা উচিত।

আপনার ইত্যাদি
এইচ বেল।"

এই পত্র পাইয়া রাইলি সাহেব পাটনার ডাকাতি কমি-শনরের নিকট নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আপনার অবগতির জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রে-টরীর এক খানি পত্রের নকল আপনার নিকট পাঠাই। আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে আপনার নিকট লইয়া যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। * উক্ত বাবু আমার নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, যদি তাঁহাকে একা-ন্তই পাটনা যাইতে হয়, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দিবেন। ইনি আপনার পরিবর্ত্তে স্বসম্পর্কীয় বাবু প্রতাপ নারায়ণ রায় নামে একজনকে পাঠাইতে চাহেন, আমি এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে পত্র পাইয়াছি, তাহার নকল পাঠাই।

* পাঠকবর্গ দেখিবেন, চন্দ্রশেখরের পাটনা যাওয়ার গোড়ার সমস্ত কথাই রাইলি সাহেব জানিতেন, অথচ ভিনসেণ্টকে লিখিলেন, "আমার বোধ হই-তেছে ইত্যাদি ("It appears you applied to have the services of Deputy Magistrate, Babu Chandra Sekhar Roy temporarily at your desposal") ইহার অর্থ এই যে, এ কথা তুমি আমাকে আগে লেখ নাই—কর্ম্মটা ভাল হয় নাই।

আমি প্রার্থনা করি আপনি এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইলে আমাকে সে কথা জানাইবেন। *

বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে এক মাস কি ছয় সপ্তাহের জন্য পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি দীর্ঘকালের জন্য গেলে, আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। যাহাই হউক, এই বাবু কিন্তু স্থির করিয়াছেন, যে, তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দিবেন, সেও ভাল তথাপি পাটনা যাইবেন না। তাঁহার মত এত দিনের একজন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মে ইস্তফা দিতে বাধ্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বাবু গুরুচরণ দাস ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে যশোহরের ভার আছে এবং তাঁহার হস্তে এক্ষণে অনেক কার্য্য আছে, সুতরাং তাঁহাকেও কোথাও যাইতে দেওয়া যাইতে পারে না।” †

রাইলি সাহেবের পত্র পাইয়া ভিনসেণ্ট সাহেব চন্দ্রশেখরের উপর কিছু চটিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের দীর্ঘাকৃতি, সবল দেহ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পীড়ার কথা বিশ্বাসই করিলেন না। চন্দ্রশেখর যে তখন ঘুণপূর্ণ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় হইয়াছেন, এ কথা সাহেব মনে ধারণাই করিতে পারিলেন না। তিনি রাইলিকে লিখিলেন,—

---

* পাঠক দেখিবেন, বাবু প্রতাপ নারায়ণ রায় যে চন্দ্রশেখরের স্বসম্পর্কীয় ("A relative of his") এ কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, আর প্রতাপনারায়ণের গুণাগুণের কথাও কিছু লেখা হইল না।

† আপনা হইতে গুরুচরণ বাবুর কথা রাইলি সাহেব কেন তুলিলেন, তাহা বোঝা কঠিন নহে। কিন্তু ভিনসেণ্ট সাহেবের ইহাতে একটু সুবিধা হইল, তিনি যশোহরে গুরুচরণ বাবুকে পত্র লিখিলেন। গুরুচরণ বাবু পাটনা যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

"মহাশয়, আপনার ১লা নম্বরের পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমার জন্য যদি বাবু চন্দ্রশেখর রায় আপন কর্ম্মে ইস্তফা দেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। কিন্তু এক মাস বা ছয় সপ্তাহের জন্য পাটনায় আসিলে, তাঁহার যে কি কষ্ট হইত, তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি, যে, আমি তাঁহাকে এখানে অধিক দিন রাখিব না। অতি সামান্য কারণে তাঁহার কর্ম্মে ইস্তফা দিবার ভয় দেখানতে বোধ হইতেছে, যে, হয় তিনি আপনার মূল্য খুব অধিক বলিয়া বিবেচনা করেন, আর না হয়, তিনি আপন কর্ম্মে ইস্তফা দিবেন, ইহা স্থির সংকল্প করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল একটা ছল অন্বেষণ করিতেছেন। আমি জ্যাকসনের পরামর্শ মতে এই বাবুর জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলাম। আমি যদি তাঁহার হুগলি ত্যাগ করিতে একান্ত অনিচ্ছা ইহা পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে কদাচ তাঁহার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিতাম না। কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্টে ইহাঁর জন্য লেখা হইয়াছে এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ইহাঁকে আসিতে আদেশ দিয়াছেন, তখন ইহাঁর আসাই কর্ত্তব্য। তবে বাবু গুরুচরণ দাস আসিলে, কোন কথা নাই। আমি বাবু গুরুচরণ দাসের নিকট হইতে জানিয়াছি, যে, একটা ডাকাইতির অনুসন্ধান করিতে তাঁহাকে এ অঞ্চলে আসিতে হইবে, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে পাইলে আমি সুখী হইব।"

রাইলি সাহেব গুরুচরণ বাবুর পাটনায় যাওয়ার কথাটা আমলে আনিলেন না, বলিলেন, "বাবু চন্দ্রশেখর রায় যে বিভাগে নিজ যত্নে আপন নাম বাহির করিয়াছেন, সে বিভাগে

তিনি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া, লোকের নিকট ঘৃণিত হইতে অনিচ্ছুক। আর যখন বাবু চন্দ্রশেখর রায় পাটনা যাইতে অস্বীকৃত, তখন আর রাইলি সাহেবের নিকট ভিনসেণ্ট সাহেব কোন প্রকার সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন না। *

গুরুচরণ বাবুর পাটনা যাইতে ইচ্ছা থাকিলেও রাইলি

---

* এই পত্রখানি যে ভাবে লেখা হইয়াছিল, তাহা পাঠককে দেখাইতে ইচ্ছা করি।

"From

J. H. Reily Esqr.

Decoity Commissioner of Bengal

To

F. A. Vincents Esqr.

Sir

In reply to your letter No. 103 dated 19th June 1861, stating you will be happy to accept Babu Guru Charan Dass as the substitute for Babu Chandra Sekhar Roy, I have the honor to remark that I fear the former officer cannot at present be spared from Jeshore. His proposition to visite Behar to trace 5 men who are named in the river decoity case, alluded to, cannot be entertained for a moment. The local authorities will gladly aid him in effecting their apprehension and it is not necessary to the investigation of the case that he should follow up the criminals to their house. Since Babu Chandra Sekhar Roy refuses to go, it will be impossible for me to aid you in this matter.

Babu Chandra Sekhar urges that he is ignorant of the manners and customs of the people of that province and he is certain, that, he will fail and he is unwilling in his old age to incur the odium of being failed in a department in which he has established a name for himself.

I have the honor &c.

J. H. Reily.

সাহেব তাঁহাকে পাটনা যাইতে দিলেন না। আবার চন্দ্রশেখরের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে কিছুকালের জন্য পাটনা পাঠাইতে সাহেব অমত করিলেন না—এ রহস্যের মর্ম্ম ভেদ কে করিবে ? তবে দেবতাদের মধ্যেও নাকি দ্বেষাদ্বেষী আছে !

যাহা হউক, রাইলি সাহেবের নিকট সাহায্য না পাইয়াও ভিনসেণ্ট সাহেব আপনার আফিসের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন কি না, যে প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ডাকাতি নিবারণী আফিস সকলের কর্ম্মচারীরা ডাকাইত ধৃত করিয়াছিলেন, ভিনসেণ্ট সেই সকল কৌশল শিক্ষা করিতে এবং অপরকে শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ পুস্তকে দিবার আবশ্যক নাই, পাঠকবর্গের জানিবার ইচ্ছা হইলে, সরকারী কাগজ পত্র দেখিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বঙ্গদেশের ন্যায় বেহারও ডাকাইতশূন্য হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিদায়প্রার্থনা—কার্য্যত্যাগ।

একে ডাকাতি কমিশনের সহিত চন্দ্রশেখরের সদ্ভাব ছিল না, তাহার উপর ভিনসেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার বন্ধুগণ চটিলেন ; গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন না করায়, গবর্ণমেণ্টও বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন ; এরূপ ক্ষেত্রে উন্নতির আশা ভরসা আর নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া, চন্দ্রশেখর ডাকাতি বিভাগ

হইতে মানে মানে বিদায় হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। তবে প্রথমেই কার্য্য ত্যাগ না করিয়া, তিনি আপাততঃ দুই মাসের বিদায় প্রার্থনা করিয়া ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিলেন।

ভারতে কতকগুলি ইংরেজ আছেন, তাঁহাদের নিকট যাঁহারা চাকুরী করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তমরূপ জানেন যে, তাঁহারা যতই কেন এই ইংরেজ প্রভুদের মন যোগাইয়া কার্য্য করুন না, যদি দৈবাৎ তাঁহাদের প্রভুদিগের নিকট কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের গুণের ভাগটুকু সমস্ত খরচ হইয়া, দোষের ভাগ ফাজিল হইয়া দাঁড়ায়। তুমি তোমার প্রভুর বড় বাবু হইয়া পড়িয়াছ, তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া, তিনি কোন কার্য্য করেন না—কিঃ কথায় তোমার ডাক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলা মহলে তোমার অসাধারণ প্রতিপত্তি। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া শ্বেত মূর্ত্তির সেবা করিতে লাগিলে। কপালক্রমে দৈবাৎ তুমি তাঁহার নিকট কোন অপরাধ করিলে, তাঁহার মনোমত কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে, অমনি সেই মূর্ত্তি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তুমি তোমার ত্রুটীর যত কারণ দেখাইলে, কোন কারণই গ্রাহ্য হইল না। মহাপ্রভু ক্ষমতা থাকিলে, তখনই তোমাকে সস্‌পেণ্ড বা ডিস্‌মিস্ করিলেন, না থাকিলে তোমার বিরুদ্ধে ডিস্‌মিসের অনুরোধযুক্ত পত্র লিখিয়া, তবে ক্ষান্ত হইলেন, তোমার পূর্ব্বের সমুদায় গুণ প্রভু ভুলিয়া গেলেন।

চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে বিচারটা কতকটা এইরূপ হইল। চন্দ্র-শেখরের যত্ন ভাল কার্য্য, যত প্রশংসা, কোর্ট অব ডিরেক্টর-

দের পত্র, পাটনা না যাওয়াতেই সব রসাতলে গেল। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা গবর্ণমেণ্ট মনে স্থানই দিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দুই মাসের ছুটি দিতে স্পষ্টই অস্বীকার করিলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী বেল সাহেব ৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে ৮৯৪ নং পত্রে চন্দ্রশেখরকে জানাইলেন যে, ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে দুই মাসের ছুটী দিবেন না।

এ কথা চন্দ্রশেখর পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজচরিত্র উত্তমরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। এত কাল তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার ভাব গতিক তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিদায় দিবেন না। এই জন্য তিনি তাঁহার বিদায় সম্বন্ধীয় পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে আপনার কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। রাইলি সাহেব পাছে কোনরূপ প্রতিবন্ধক দেন, ইহা ভাবিয়া তিনি এই পত্র একেবারে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকট পাঠান। এই পত্রে রীতিমত পেন্সন পাইবার প্রার্থনা ছিল। এই পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি বাঙ্গালা ভাষায় ডাকাতি কমিশনরকে লিখিলেন,—

"বাঙ্গালা দেশের ডাকাতি নিবারণীর শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব সমীপে,

অধীন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীচন্দ্রশেখর রায়ের নিবেদন, আমার প্রাচীন অবস্থায় শারীরিক নিতান্ত অসুস্থতা হেতু

কর্ম্ম চালাইতে অপারগ প্রযুক্ত গত মাসের ২৯শে তারিখে ডাকযোগে একা এক বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মহিমাবর শ্রীযুক্ত ই এইচ লুসী টং সাহেব মহাশয়ের বরাবর আপন কার্য্যে ইস্তফা পাঠাইয়া ঐ ইস্তফাতে অকৃতি সন্তান পিতার নিকট যদ্রুপ অন্নাচ্ছাদনের যাচীঞা করে, তদ্রুপ দয়া ও ন্যায়বান গবর্ণমেণ্টের বদান্যতার প্রতি পেন্সনের প্রার্থনা করিয়াছি, এতক তাহার কোন হুকুম না পাওয়াতে অবসর পাইতেছি না। অথচ আমার দ্বারা ভালরূপ কার্য্যও চলিতেছে না। শারীরিক অত্যন্ত ক্লেশভোগ হইতেছে। আমি যে এক্ষণে কার্য্য চালাইতে অপারগ তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সাহেব, মহাশয়ের নিকট সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছেন। অতএব প্রার্থনা করি, মহাশয় সার্টিফিকেট সহিত গবর্ণমেণ্টে নিবেদন জানাইয়া যে পেন্সেন দেয্য হয়, দেওয়াইয়া আমাকে অবসর করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি সন ১৮৬১ সাল ২৪ আগষ্ট।"

প্রায় দেড় মাস পরে এই দরখাস্তের উত্তর আসিল। ১৮৬১ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে ২৪৯ বি নম্বর পত্রে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী চন্দ্রশেখরকে সংবাদ দিলেন, যে, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর (তিনি বৃদ্ধ বয়স প্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হওয়ায়) তাঁহার ১২৭৲ টাকা পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছেন। * চন্দ্রশেখরের এত দক্ষতার এই পুরস্কার! অনেকে বলেন, তাঁহার ইহা অপেক্ষা বেশী পেন্সন হওয়া উচিত ছিল, কেন হইল না, তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া-দেওয়া অনাবশ্যক। চন্দ্রশেখরের কর্ম্মে ইস্তফা দেওয়ার

* "The Lt. Governor has been pleased to grant superannuation pension of Rs 127-12 per mensem."

সংবাদ পাইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ দুঃখিত হইলেন। কোবর্ণ সাহেব চন্দ্রশেখরের অবস্থা অবগত ছিলেন, তিনি এই কথা কয়টি লিখিলেন,—

* * * "যাহা হউক মহাশয় সামান্য ও তুচ্ছকর অথচ করাল দাস্য বৃত্তিকে সক্রোধে পদাঘাৎ করণান্তর সোপার্জ্জিত পরিমিত পক্ষে সন্তুষ্ট হওত আবাসবাসী ও পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া যে পরম সুখে জনবাঞ্ছিত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিয়াও অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতি লাভ হইতেছে সন্দেহ নাই।"

এক জন বন্ধু এইরূপ লিখিলেন,—

"প্রিয় বাবু,

আমি আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে, আপনি কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কোবর্ণ সাহেব আমাকে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব হইতেই আপনার এইরূপ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল এবং কিজন্য আপনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি আমাকে বলিয়াছেন। * ডাকাতি বিভাগ শীঘ্রই আপনার ন্যায় লোকের অভাব অনুভব করিবে।

আমি বিশ্বাস করি, আপনি যে টাকা পেন্সন চাহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা সমুদায় দিবেন এবং আমি আশা করি, আপনি যে পেন্সন পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিবেন। আমি সর্ব্বদা আপনার নিকট

---

* কোবর্ণ সাহেব কি কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাইলি সাহেব জীবিত আছেন এবং বঙ্গদেশেই আছেন, আর জীবিত মনুষ্য সম্বন্ধীয় কোন অপ্রিয় কথা না লেখাই ভাল।

হইতে পত্র পাইলে সুখী হইব। আমি এরূপ প্রত্যাশা করি যে, আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইব, আপনি পূর্ব্বে যেরূপ পরিষ্কার করিয়া বাঙ্গালা লিখিতেন, এখনও সেইরূপ লিখিবেন, নহিলে আমি আপনার লেখা পড়িতে পারিব না। নীলগিরি ভ্রমণ করিয়া আমার শরীর সারিয়াছে, মেদিনীপুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থানে কার্য্য পাওয়ায় আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। *

আপনার অকপট

আর, ভি, ককরেল।"

ককরেল সাহেবের অনুমান ঠিক হইয়াছিল, চন্দ্রশেখরের ডাকাতি বিভাগ ত্যাগ করার পরই উক্ত বিভাগে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে কোবর্ণ সাহেব চন্দ্রশেখরকে লিখিলেন,— "হুগলিস্থ বিষবৃক্ষ ফলবতী হইয়াছে, অচিরাৎ সুপক্ক হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হওন সম্ভব।"

চন্দ্রশেখরের পেন্সন পাওয়ার পর, যে সকল পত্র তিনি পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পত্র খানি উল্লেখযোগ্য।

"মেদিনীপুর ২৪শে জুলাই ১৮৬১।

প্রিয় বাবু,

আপনি পেন্সন পাইয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি যে সকল গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই পেন্সন অতি সামান্য; কিন্তু, আমি বোধ করি, গবর্ণমেণ্ট আপনাদের নিয়ম সকল বজায় রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

---

* সেই মেদিনীপুর এক্ষণে কিরূপ স্থান হইয়াছে, তাহা পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন।।

আপনি বলিয়াছেন যে, যে পেন্সন মঞ্জুর হইয়াছে, আপনার জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। * * *

আমি নূতন নূতন আইন কানুনে পরিবেষ্টিত হইয়া রীতি মত কার্য্য করিতেছি। আমি বোধ করি, নূতন লিমিটেশন আইন সকলকেই ভীত করিয়াছে। (The new limitation law shall have frightened every body) আমার বাবুরা সকলেই ভাল আছেন, আশা করি আপনার পুত্র দৌহিত্র ও আপনি কুশলে আছেন।

আপনার একান্ত অকপট

এলফিনিষ্টোন জ্যাকসন।"

ককরেল এবং জ্যাক্‌সন সাহেবের পত্র ইংরাজিতেই লেখা ছিল; কোবর্ণ সাহেব চন্দ্রশেখরকে পূর্ব্বাপর বাঙ্গালাতেই পত্র লিখিতেন। "আমার বাবুরা সকলে ভাল আছে।" এ কথাটা আজি কালিকার বাঙ্গালির চক্ষে নূতন ঠেকিবে; কারণ, আজি কালিকার অধিকাংশ ইংরেজ আপনার অধীনস্থ বাঙ্গালি বাবুর হিতাহিতের কথা কাহাকেও পত্রে লেখা দূরে থাকুক, সে কথা ভাবাও অপমানের বিষয় জ্ঞান করেন। তখনকার ইংরেজ জজ, মাজিষ্ট্রেটদিগের হাজার দোষ থাকিলেও তাঁহাদের অন্তকরণ উচ্চ দরের ছিল এবং তাঁহারা ভদ্র লোকের সন্তান ছিলেন। যে ভদ্র, সেই ভদ্রের মান জানে।

হুগলি হইতে বিদায় হইয়া চন্দ্রশেখর পাঁচপাড়ার বাটীতে আসিলেন এবং গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত পেন্সনের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গোয়েন্দাদিগের অবস্থা।

আমরা গোয়েন্দাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে গোয়েন্দা নিযুক্ত হইত, সে সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব।

কোন ডাকাইতকে গোয়েন্দা করিতে ইচ্ছা হইলে, ডাকাতি কমিশনর এবং তাঁহার সহকারী তাহার নিকট হইতে একরার লইয়া তাহাকে রীতিমত সেসনে সোপরর্দ্দ করিতেন, সেখানে তাহার প্রতি দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইত, তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাকে ক্ষমা করা হইত। এই ক্ষমার নাম ছিল, "Conditional pardon" এই ক্ষমা করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট ডাকাতি কমিশনরকে দিয়াছিলেন, কণ্ডিসনেল পার্ডনে, কখন ডাকাইতি করিব না, কখন মন্দ কর্ম্ম করিব না, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, এইরূপ কতকগুলি সর্ত্ত ছিল। সেই সর্ত্তযুক্ত এক এক খণ্ড ক্ষমাপত্রে গোয়েন্দা হইতে ইচ্ছুক ডাকাইতকে সহি করিতে হইত। এমন সর্ত্ত দুই চারিটি ছিল, যাহা বজায় রাখা কঠিন ছিল, এবং তাহা কোনও ডাকাইত ভঙ্গ করিয়াছে, ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারিত। যে ব্যক্তি সর্ত্তযুক্ত ক্ষমাপত্রে সহি করিয়া গোয়েন্দা হইত, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে প্রত্যহ দুই আনা খোরাকী এবং বৎসরে দুই জোড়া কাপড় দিতেন, ইহা ছাড়া, গোয়েন্দারা ব্যবসায় করিতেও পাইত এবং অনেকে তাহা

করিত। গবর্ণমেণ্ট একজন গোয়েন্দাকে তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়মে খোরাক পোষাক দিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তাঁহারা সে নিয়ম শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই, এ কথা সে সময়ের অনেকে বলেন।

রাইলি সাহেব যে সময়ে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সে সময়ে ডাকাইতি একেবারে বন্ধ হইয়াছিল,—বঙ্গদেশ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাকাইত সকল তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কাজেই ডাকাতি বিভাগের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু রাইলি সাহেব বিশেষ কোন কার্য্য না করিলে তাঁহার রুটি বজায় থাকে কৈ? সুতরাং তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রিয় হইবার এক উপায় বাহির করিলেন। গোয়েন্দাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের মাসে মাসে অনেক টাকা ব্যয় হইতেছিল, অথচ তাহাদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আর কোন উপকার হইতেছিল না। রাইলি সাহেব গোয়েন্দাদিগকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার বাসনা করিলেন। এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত চন্দ্রশেখরের ঘোর মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন,—"গোয়েন্দারা আপাততঃ কোন অপরাধে অপরাধী নহে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ডাকাতির একরার করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছি, যে, তাহাদিগকে দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে না। এক্ষণে আমি কোন্ মুখে তাহাদিগকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিই? আমি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে পারিব না—তা আমার কার্য্য থাকুক আর নাই থাকুক।" রাইলি সাহেব চন্দ্রশেখরের ন্যায় একজন কর্ম্মচারীর অসম্মতিতে

এমন একটা গুরুতর কার্য্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু, চন্দ্রশেখর বুঝিলেন, যে, তিনি বাঙ্গালি, তাঁহার মত আজ হউক, বা দুই দিন পরেই হউক, উপেক্ষিত হইবেই হইবে; ভাবিলেন, রাইলি সাহেবের নিকট তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন না—ভাবিয়া আরও শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

চন্দ্রশেখরের কর্ম্ম ত্যাগের পর, রাইলি সাহেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। গোয়েন্দাদিগের মধ্যে অনেকের অনেক দোষ বাহির হইল, তাহারা কণ্ডিসনাল পার্ডনের সর্ত্ত সকল ভাঙ্গিয়াছে, প্রমাণ হইল,—দলে দলে গোয়েন্দাদিগকে দ্বীপ চালান করা হইল। রাইলি সাহেবের খুব সুখ্যাতি হইল—অবোধ লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

এদিকে পাপের ভরাও পরিপূর্ণ হইল। কোবর্ণ সাহেব এই সময়ে চন্দ্রশেখরকে লিখিয়াছিলেন, "হুগলিস্থ বিষবৃক্ষ ফলবতী হইয়াছে," ইত্যাদি। অতি অল্প দিন মধ্যেই কোবর্ণ সাহেবের কথা কার্য্যে পরিণত হইল।

প্রথমেই যখন ডাকাতি নিবারণী বিভাগ স্থাপিত হয়, তখন এদেশে সম্ভ্রান্ত সাহেব এবং বাঙ্গালিদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল। এক দল ডাকাতি নিবারণী বিভাগের পক্ষে, আর এক দল ইহার বিপক্ষে। বিপক্ষ দলেরা বলিতেন, যেরূপ ভাবে ডাকাইত ধরা ও ডাকাইতদিগকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। কে কবে ডাকাইতি করিয়াছিল, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন দুই এক জন লোকের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে সাজা দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। গবর্ণমেণ্ট একরূপ ষড়যন্ত্র

করিয়া কতকগুলি লোককে নির্ব্বাসিত করিতেছেন; এরূপ ষড়যন্ত্র ভাল নহে, ইহাতে নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দণ্ড পাইতেছে। স্বপক্ষ দল বলিতেন, যে, দুষ্টের দমন করা রাজার কর্ত্তব্য, তা যে প্রকারেই হউক। ডাকাইতের জ্বালায় দেশ অস্থির; ধনী, নির্ধন সকলেই ধন প্রাণ লইয়া বিব্রত। যেমন করিয়াই হউক, ডাকাইতদিগকে দমন করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? অন্য প্রকারে ডাকাইতদিগকে দমন করিতে পারা গেল কৈ? অতএব ডাকাইতি বিভাগ স্থাপন করিয়া যেরূপে ডাকাইত দমন করা হইতেছে, তাহা ঠিক হইতেছে।

ডাকাইতি বিভাগ দ্বারা, আইন অনুসারেই হউক বা কতকটা বে আইনিই হউক, যে সকল ব্যক্তি ডাকাইত বলিয়া ধৃত হইয়া দণ্ড পাইয়াছিল, তাহারা যে দোষী ছিল, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাহারা যে পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল, পরের বাটী লুট করিয়াছিল, অথবা ঐ সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা সে আমলের অভিজ্ঞ লোকেরা সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া থাকেন। কখন ডাকাতি করে নাই, এমন ব্যক্তি ডাকাতি বিভাগ কর্ত্তৃক কখন দণ্ড পায় নাই,—অন্ততঃ যে সকল লোক ডাকাতি বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন।

রাইলি সাহেবের আমলে উল্লিখিত দুই দলের মত এক হইল। দুই দলেই স্বীকার করিলেন, যে, ডাকাতি বিভাগ দ্বারা আর কোন উপকার দেশের লোক পাইতেছেন না। দুই দলেই বুঝিতে পারিলেন, অনর্থক অসহায় গোয়েন্দাদিগকে দ্বীপান্তর পাঠান হইতেছে, তখন দুই দলে এক হইয়া

এ বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। আন্দোলনের ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ডাকাতি বিভাগ উঠিয়া গেল। রাইলি সাহেব পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

এক্ষণে নামে একটি ঠগী ও ডাকাতি বিভাগ আছে, ঐ বিভাগের অস্তিত্বের পরিচয় সময়ে সময়ে ইংরাজি সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। উহার ডেপুটি কমিশনর হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া ভারতের কোথায় কোথায় ডাকাইতগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করেন, অথবা মহাদেবের নিকট আরাধনা করেন, যে, ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করুক!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গৃহস্থালী ব্যবস্থা—সামাজিক রীতি নীতির প্রতি আস্থা—ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার।

আমাদের দেশে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপ জানেন। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে ইঁহাদের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। কোথায় কাহার বিষয় সস্তাদরে বিক্রয় হইতেছে, কোথায় কাহার বস্তু নিলাম হইতেছে—এ সকল সংবাদ ইঁহারা সর্ব্বদা লইয়া থাকেন। যদি দুই প্রহর রৌদ্রের সময় কোন স্থানে গেলে একটা বস্তু সস্তাদরে পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ইঁহারা সচ্ছন্দে সেই সময়ে সেই স্থানে যাইবেন—কার্য্যো-

দ্ধারের জন্য রৌদ্র বা বৃষ্টিতে ইঁহাদের ক্লান্তি বোধ হয় না। ইঁহারা ঘোর হিসাবী, কিন্তু ইঁহাদের হিসাব পাটীগণিতের অন্তর্গত নহে। কোন্ বস্তু হইতে কিরূপ আয় হইবে, কিসে বা লোকসান হইবে, ইহা ইঁহারা উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন। ফলতঃ ইংরাজিতে যাহাকে "স্পেকুলেশন" বলে, সেটা ইঁহারা উত্তমরূপ বুঝেন। অনেক অলস লোকে ইঁহাদিগকে অনবরত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া "কাজিল চালাক" প্রভৃতি শব্দ ইঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আপনাদের নিন্দা করিবার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ইঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না। বস্তুতঃ ইঁহারা অল্পমাত্র অর্থবলে, অল্প দিন মধ্যেই সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠেন। বুদ্ধিমান্ লোকেরা, ইঁহাদের "বেশ বিষয়বুদ্ধি আছে" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া থাকেন—পৃথিবীর সকল স্থানেই এ শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রশেখরের একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইনি এক শত টাকায় যে বিষয় ক্রয় করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে পাঁচ শত টাকা দিলেও তেমন বিষয় পাওয়া যায় না। পুষ্করিণী, বাগান এত করিয়া গিয়াছেন, যে, কেবল ঐ সকলের আয় হইতে একটি পরিবারের ভরণ পোষণ চলিতে পারে। অধিক কি, তিনি পিতল, কাঁসা ও কাষ্ঠের দ্রব্য এত রাখিয়া গিয়াছেন, যে, বোধ হয়, দুই পুরুষের মধ্যে আর এ সব দ্রব্য কিনিতে হইবে না। তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে যে কেহ তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে, তাঁহার গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত অতি পাকা ছিল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের মত কি তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না, তিনি সর্ব্বদাই হিন্দুর দেবতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতেন,—অথচ তাঁহার বাটীতে রীতি মত কালী পূজা হইত। পৈত্রিক পূজা দুর্গোৎসব যাহাতে বন্ধ না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কালীপূজা সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে বলিতেন, "আমার ও শিকারী কালী।" (অর্থাৎ পূজার সময় অনেকেই টাকা দিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া যাইত,) কাহাকেও বলিতেন, "মাতামহের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের পূজাটা লোপ করা ভাল দেখায় না।" তাঁহার বৈঠকখানায় সমুদায় দেব-দেবীর চিত্র আছে এবং শয়ন ঘরের দেওয়ালেও দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করা আছে।

অনেকের বিশ্বাস ছিল, চন্দ্রশেখর জাতিভেদ মানিতেন না; অখাদ্য খাইতেন, আপনার সমাজের কোন ধার ধারিতেন না, বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। চন্দ্রশেখর বৈদ্যজাতির মধ্যে মহা কুলীন ছিলেন, তিনি কখন কুলাভিমান ত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা স্বসম্পর্কীয়দিগকে বলিতেন, "বিনা কষ্টে তোমরা যে একটু 'পাঁপুরে' মান পাইয়াছ, চেষ্টা করিয়া তাহা হারাইও না।"

একবার জ্যাকসন সাহেবের বাসায় কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তান * আসিয়া সাহেবের সহিত একত্রে খানা খাইতেছেন, —এমন সময় চন্দ্রশেখর সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখরের নিকট অনেক সাহেবেরই অবারিত দ্বার ছিল—

* এই বাবুর নাম আমরা জানি, কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

তিনি বড় একটা আদব কায়দা মানিয়া চলিতেন না, সাহেবেরাও তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাঙ্গালিবাবু চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "চন্দ্রশেখর বাবু তোমার মন হইতে কুসংস্কার আর গেল না, দেখ দেখি * * * * বাবু কেমন আমাদের সঙ্গে খাইতেছেন।" চন্দ্রশেখর একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি জানেন সাহেব, কাজটা কিছু মন্দ নয়, করলেও কিছু দোষ নাই, তবে কি না, বড় হ'য়ে পড়েছি—ঘৃণাপিত্তিটে আছে, বিশেষ সমাজের মধ্যে আমাদের একটু সম্মান আছে, সেটুকু যাবে; হিন্দু সমাজে ঘৃণিত হয়ে থাকতে হবে,—তা নৈলে আপনার সঙ্গে খেতে আপত্তি কি ছিল। আর তা ছাড়া, আমি আজ যেন আপনার বাড়ীতে খেলাম, কিন্তু কাল আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, একখানি আসন পেতে খেতে দিলে, আপনি তাতে বসে খাবেন কি?" সাহেবেরা এরূপ স্থলে যেরূপ মৌখিক উত্তর সচরাচর দিয়া থাকেন, জ্যাকসন সেইরূপ উত্তর দিলেন, বলিলেন—"কেন খাইব না, অবশ্য খাইব; তবে, আসনে বসাটা অভ্যাস নাই, এই যাহা হউক, নতুবা তোমার বাড়ীতে বা তোমার সঙ্গে খাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, ফিরিঙ্গি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তখন একটু মৃদু হেসে বলিলেন,—"আমি বোকা মানুষ, অত বুঝিনে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, তাহা হইলে, জাত কুল সব ত্যাগ করিতে পারি। (সম্মুখস্থ একটি বালিকাকে দেখাইয়া) আমার ছেলের সঙ্গে আপনার এই

মেয়েটির বিয়ে দিতে পারেন ? বেশ সাজন্ত হবে ; কেমন কি বলেন ?”

সাহেব বড় বিপদে পড়িলেন, তিনি চন্দ্রশেখরের কথায় সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া, হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন।

কর্ত্তব্য জ্ঞান চন্দ্রশেখরের খুব প্রবল ছিল। তিনি কখন গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিতেন না ; তবে তিনি ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেন না, প্রাতঃকাল হইতে খাইবার সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেন ; আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেন ; তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার কার্য্য করিতেন। তিনি সমস্ত দিনমানকে গবর্ণমেণ্টের ভাবিতেন, সেই জন্য নিজের প্রয়োজনীয় পত্রাদি রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া লিখিতেন। তিনি নিজের আফিসের একখণ্ড কাগজ কখন আপনার বাসায় আসিতে দিতেন না। এক ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে একখানি কাগজ একবার দিয়াছিল, তিনি তাহার বিশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন—আজি কালিকার একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে এই সকল বিশেষ গুণের পরিচায়ক না হইতে পারে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের আমলের কর্ম্মচারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ গুণের কথা বলিতে হইবে।

চাকর চাকরাণীর প্রতি চন্দ্রশেখর দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না। তবে, তাহাদিগকে অবশ্য শাসনে রাখিতেন। অনেকে ধনমদে মত্ত হইয়া চাকর চাকরাণীর প্রতি বড় কুব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, তাঁহারা খুব বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিবেচক লোক বলিয়া খ্যাত ; কিন্তু, চাকর চাকরাণীর প্রতি তাঁহারা পশুবৎ ব্যবহার করিয়া

থাকেন—কথায় কথায় মার, সামান্য কারণে বা বিনা কারণে তিরস্কার তাঁহাদের বাটীতে লাগিয়াই আছে।

কণ্ঠী নামে চন্দ্রশেখরের এক জন ভৃত্য ছিল, সে ব্যক্তি জাতিতে কায়স্থ,—সে চন্দ্রশেখরের মতামহের আমলের লোক। চন্দ্রশেখর ইহাকে "কণ্ঠী মামা" বলিতেন এবং সময়ে সময়ে কর্ত্তা বলিতেন। হুগলির বাসাস্থ সকলেই ইহাকে কর্ত্তা বলিত। এ ব্যক্তি প্রাণপণে চন্দ্রশেখরের হিত সাধন করিত। হুগলিতে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একখানি বাজু ও আর দুই একটি দ্রব্য চন্দ্রশেখরকে উইল করিয়া যায়। চন্দ্রশেখর ইহার রীতিমত শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার চাকরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মহেশ নামে এক জন চাকর চন্দ্রশেখরের নিকট ১৪ বৎসর কার্য্য করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুর পর এ ব্যক্তি চাকুরী ত্যাগ করে এবং মরিয়া যায়। মহেশের বড় ভাই দুর্গাচরণ প্রায় ৪০ বৎসর হইল, চন্দ্রশেখরের পরিবার মধ্যে রহিয়াছে। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর যেখানে থাকিতেন, এ ব্যক্তিও সেই স্থানে থাকিত, এক্ষণে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া যথাসাধ্য হিত সাধন করিতেছে।

উল্লিখিত কয়েক ব্যক্তি ছাড়া চন্দ্রশেখরের আরও কয়েক জন চাকর ছিল, তাহারা কেহই, তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন কর্ম্মত্যাগ করে নাই। চাকরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর বলিতেন, যে, বরং চাকর নেমক-হারাম হইলে উপায় আছে, কিন্তু মনীব নেমক-হারাম হইলে উপায় নাই। চাকর নেমক-হারাম হইলে, তাহাকে তাড়াইয়া

দিলেই হইল, কিন্তু মনীব যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য লোক হন; বেতন দিবার সময় হইলেই কার্য্যের খুঁত বাহির করেন, তাহা হইলে চাকরের সর্ব্বনাশ।” ইহা অতি পাকা কথা।

ষোড়শ অধ্যায়।

সন্তানাদির কথা।

ইংরেজ জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই নিয়ম এই, যে, গ্রন্থের মধ্যস্থানে নায়কের প্রণয় ও বিবাহ সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিতেই হইবে। কেহ কেহ “প্রণয় ও বিবাহ” এই হেডিং দিয়া একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লিখিয়া ফেলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মনে প্রণয় সঞ্চারিত হওয়ার প্রথা আছে। কোন পুরুষ দৈবাৎ এক দিন পথে বৃষ্টির সময়, কোন রমণীর মস্তকে ছাতা ধরিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়ানুরাগী হন। কোন পুরুষ কোন ভদ্র পরিবারের কন্যাদের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া শেষে ঐ কন্যাদের মধ্যে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হন। কোন রমণী কোন গির্জ্জামধ্যে একটিমাত্র গোলাপ ফুল পাইয়াই কোন পুরুষকে মন প্রাণ সমর্পণ করেন—ফলে বিবাহ হউক, আর নাই হউক, বিবাহের পূর্ব্বে অনুরাগটা হওয়া চাইই। কাজেই, এই উপলক্ষে গ্রন্থকর্ত্তা বিলক্ষণ দশ কথা লিখিয়া আপনাদের গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি করিয়া লন।

বাঙ্গালিদের মধ্যে এইরূপ প্রণয়ানুরাগ হওয়ার প্রথা নাই,—এমন কি, বিবাহের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত পাত্র পাত্রীর

মনে অনুরাগ জন্মে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, যে, বিবাহের পর পাত্র পাত্রীর মনে যে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হয়, কালে তাহা উত্তম শস্যশালী বৃক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তোমার আমার মত লোকে বিশ্বাস করিলেও খাঁটি ইংরাজি-নবীশ কখনও বিশ্বাস করিবেন না। এই সব ভাবিয়া আমরা চন্দ্রশেখরের বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত কিরূপ প্রণয় বা অপ্রণয় হইয়াছিল, সে সব কথা না বলিয়া, কেবল সংক্ষেপে তাঁহার বিবাহের এবং সন্তানাদির উল্লেখ করিব।

চন্দ্রশেখরের তিন বিবাহ, অবশ্য একবারে নহে। তাঁহার প্রথম বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী জামনা নামক স্থানে হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে চন্দ্রশেখরের দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে এক জন এখনও জীবিত আছেন। প্রথম স্ত্রীর কাল হইলে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী পিঁড়রা নামক গ্রামে চন্দ্রশেখর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে; এই পুত্রের শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। তখন চন্দ্রশেখর পুনরায় কাঁচড়া পাড়ায় দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল, কেবল শেষ পুত্রটি রক্ষা পাইয়াছেন। এক জন লোকের এইরূপ দুই তিন বার বিবাহ করা আধুনিক যুবকের চক্ষে ভাল বলিয়া বোধ না হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রশেখর সেকেলে লোক ছিলেন, সেকেলে লোকেরা প্রায়ই স্ত্রীর বিয়োগ হইলেই বিবাহ করিতেন,—আপনাদের বয়সের প্রতি তত দৃষ্টিপাত করিতেন না।

চন্দ্রশেখর যতই কেন সেকেলে লোক হউন, তিনি যে স্ত্রীর সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন না, এতটুকু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তাঁহার আমলে স্ত্রী-শিক্ষা বঙ্গদেশে

প্রায়ই প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তিনি যে ইহার বিরোধী ছিলেন, এরূপ অনুমান হয় না, কারণ তাঁহার শেষপক্ষের স্ত্রী রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে পারিতেন; কন্যারাও নিতান্ত নিরক্ষর ছিলেন না।

পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও স্বচ্ছন্দতার দিকে চন্দ্রশেখরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং পুত্রকন্যার সুশিক্ষার প্রতিও তিনি অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন অতি শিশু, সেই সময়ে তাঁহার কাল হয়। সেই জন্য তিনি এই শিশুর রীতি নীতি শিক্ষার প্রতি যত্ন করিতে পারেন নাই, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ও রীতি নীতি শিক্ষার প্রতি তিনি রীতিমত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—ইঁহাকে সাহসী, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও বিদ্বান্ করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

আমাদের দেশের অনেকের আজি কালি ধারণা হইয়াছে, যে, ছেলের শিক্ষার জন্য এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। তার পর সে যে বিনীত, শান্ত, শিষ্টাচারী, সভ্য, মিতব্যয়ী হইতেছে কি না, সে বিষয়ে আর কোন সন্ধান লওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। কেহ কেহ বা ঘড়িতে দম দেওয়ার মত ৭ দিন অন্তে রবিবারের দিন ছেলেকে কয়েক ঘা প্রহার করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল মনে করেন। এই হেতু আজি কালি বঙ্গীয় বালকেরা কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল এবং কিরূপ অশিষ্ট হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। চন্দ্রশেখর এ রীতিতে চলিতেন না। তিনি আপনার পুত্রের খাওয়া, নাওয়া, শোয়া, কথা কহা, বসা, প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের উপরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন।

এবং কোনও কার্য্যে একটু সামান্য ত্রুটী হইলেই, তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। আর, ছেলেটি যাহাতে একবারে "নিরীহ" না হইয়া যায়, সে পক্ষেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছিল; তাহার ফল স্বরূপ, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অতি বালক কালেই অশ্বারোহণ করিতে, গঙ্গার প্রবল প্রবাহ মধ্যে সন্তরণ দিতে, বন্দুক দ্বারা শিকার করিতে এবং আরও অনেক প্রকার সাহসের কার্য্য করিতে পটু হইয়াছিলেন।

কেবল নিজ পরিবারবর্গকেই চন্দ্রশেখর প্রতিপালন করেন নাই, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও সময়ে সময়ে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে বাস করিতেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার বাটীতে কোনও লোক আসিলে, তিনি তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত আহারাদি করাইতেন। তাঁহার কৃত আহারাদির বন্দোবস্ত দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইত না যে, তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন; বন্দোবস্ত প্রভৃতি বড়-মানুষী ধরণেরই ছিল। তিনি তেলা মাথায় তেল দিতে ভাল বাসিতেন না। বাটীতে কোনও ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে তিনি "ব্রাহ্মণাদি জাতির আহারাদির প্রতি তত দৃষ্টি না রাখিয়া, ছোট লোকদিগকেই খাওয়াইতে ব্যস্ত থাকিতেন; বলিতেন, ব্রাহ্মণেরা দশ হাতে লুটিবে, তাহাদিগকে দশ জনে দিবে, কিন্তু ইহাদের দিকে কেহ তাকাইবেও না।" চন্দ্রশেখর যখন জলঙ্গী থানায় ছিলেন, তখন ছোট লোকেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিল না, ইহা আমরা পুস্তকের প্রথমেই ইলিয়ট সাহে-বের কথায় প্রমাণ করিয়াছি;—তাঁহার ছোট লোকের প্রতি দয়া পূর্ব্বাপর সমান ছিল। আপনা অপেক্ষা হীন অবস্থার লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করা মনুষ্যের একটি প্রধান গুণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পীড়া—পরলোক গমন।

আজ কাল যে ম্যালেরিয়া জ্বর বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, যে জ্বরের জ্বালায় বঙ্গবাসী অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, যে জ্বর নিবারণের কোনও উপায়ই বাহির হইতেছে না, হুগলি জেলায় সেই ম্যালেরিয়া জ্বরের বহু পূর্ব্বে আবির্ভাব হয়।

প্রায় ৩০।৩২ বৎসর হইল, হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কি কারণে যে লোকের এই জ্বর হইত, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারিত না, সুতরাং তৎপ্রতিকারক কোন প্রকার ঔষধও তখন বাহির হয় নাই। তাহা ছাড়া, ডাক্তারি মতের চিকিৎসকও তখন দেশে বেশী ছিল না, এবং বৈদ্য চিকিৎসাও হীনতেজ হইয়াছিল। এক্ষণে যেমন প্রায় প্রতি পল্লীতেই ক্যাম্বেল সাহেবের ডাক্তার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এমন দেখিতে পাওয়া যাইত না। পাঁচখানা গ্রাম খুঁজিলেও তখন এক জন উত্তম ডাক্তার পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। কাজেই ম্যালেরিয়া জ্বর খুব প্রবলবেগে লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া অসংখ্য লোককে শমনভবনে পাঠাইতে লাগিল; কবিরাজ মহাশয়েরা ইহার প্রবল পরাক্রম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন—তাঁহাদের পাঁচন আর লঙ্ঘনে লোকের কোন উপকার হইল না,—তাঁহাদের মকরধ্বজকেও ধ্বজা নত করিতে হইল।

হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকের যে কিরূপ

দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা বলিতেও চক্ষে জল আইসে। এক এক বাড়ীর পরিবারস্থ প্রায় সকলেই এই জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এক একটি বাড়ীতে পাঁচ জন পরিবারের মধ্যে প্রায় পাঁচ জনেরই এক সময়ে জ্বর হইয়াছিল—কেহ কাহারও মুখে জল দিতে পারে নাই,—মরিলে কেহ কাহাকেও ফেলিতে পারে নাই। লোকের গৃহ হইতে শবদেহ শৃগাল কুক্কুরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাহারা স্বজন বান্ধব ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল, তাহারাই বাঁচিয়াছিল।

যে সময়ে হুগলি জেলায় জ্বরের এইরূপ প্রাদুর্ভাব, চন্দ্রশেখর তখন পাঁচ পাড়ার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। ম্যালেরিয়া তাঁহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। তখন তিনি জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রটির অতি সত্বরে মহা সমারোহের সহিত বিবাহ দিলেন। তার পর জ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পেন্সন পাওয়ার পর তিনি তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য করিতে পারেন নাই, অধিকাংশ সময় তিনি রোগের সেবাতেই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিতেন, তাঁহার প্রায় কিছুরই অভাব ছিল না;—ধন, মান, যশ, পারিবারিক সুখ শান্তি প্রভৃতি সমুদায় বাঞ্ছনীয় বস্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু, শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত এ সুখ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারেন নাই।

চন্দ্রশেখর পেন্সন লইয়া পাঁচপাড়ায় আসিবার পর, দুই জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার

বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ঔষধ গুদামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent of the Medical Stores of Govt. of India) ইলিয়ট সাহেব, আর মেদিনীপুরের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। ইলিয়ট সাহেবের উদ্দেশ্য সানিটরি ইম্প্রুভমেণ্ট, অর্থাৎ লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরামর্শ করা; ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বাঙ্গালা ১২৭১ সালের প্রারম্ভে চন্দ্রশেখরের পীড়া বড় প্রবল হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি মধ্যে মধ্যে হুগলির নিকটস্থ কেওটার বাসায় যাইতেন, এক্ষণে সেখানে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এই সময়ে তিনি জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, জ্বর তাঁহাকে ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে তিনি আহারাদি সম্বন্ধে সমুদায় নিয়ম বন্ধ করিলেন—তাহাতে দিন দিন শরীর আরও ভগ্ন হইতে লাগিল।

১২৭১ সালের (ইং ১৮৬৪) আশ্বিন মাসে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এক দিন চন্দ্রশেখর কাহারও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া স্বহস্তে এক ঘড়া জল উঠাইয়া স্নান করিলেন,—এই তাঁহার শেষ স্নান। সেই দিন উত্তম করিয়া আহার করিলেন, —এই তাঁহার শেষ আহার। আহারান্তে তিনি যে শয্যাবলম্বন করিলেন, সে শয্যা হইতে আর গাত্রোত্থান করিলেন না, সেই দিন রাত্রিশেষে, তাঁহার প্রাণবায়ু ইহলোক ত্যাগ করিয়া কোথায় বহিয়া গেল। রহিল কেবল—"গৃহে হায় হায় শব্দ, চৌদিকে স্বজন স্তব্ধ।"

অতি অল্প দিনের মধ্যেই চন্দ্রশেখরের মৃত্যুসংবাদ বঙ্গদেশ

মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এই সংবাদ বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীকে, দুই তিন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ করিল।

আজি ৩০ বৎসর হইল, চন্দ্রশেখর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজিও তিনি বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলার লোকের মনে জাগিতেছেন। এই কয় স্থানের কোনও এক জন বৃদ্ধের নিকট চন্দ্রশেখরের নাম কর, সে অমনি বলিয়া উঠিবে—"ওঃ হুগলির ঠগী বাবু—বাপ্‌রে, তিনি মস্ত লোক ছিলেন। দেশটাকে নিঃডাকাত ক'রে গেছেন। তাঁরই প্রসাদে লোকে ঘুমিয়ে বাঁচছে।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমাপ্তি।

ডাকাতি বিভাগ উঠিয়া গেলে অল্প বেতনের কেরাণী প্রভৃতি ছোট ছোট কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম গিয়াছিল, তাঁহারা অন্যত্র কর্ম্ম জুটাইয়া লইয়াছিলেন। বড় বড় কর্ম্মচারী, যথা সেরেস্তাদার, হেড ক্লার্ক প্রভৃতিরা এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছেন। কেবল গোয়েন্দাদের বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাদের সে সুখ সচ্ছন্দতা নাই, সে গরদের জোড় নাই; তাহাদের মধ্যে অনেকে অকালে মরিয়া গিয়াছে, অনেকে দুঃখে খেদে মৃতপ্রায় হইয়া আছে। তাহারা এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকিতে পায় না। ছয় মাস এখানে, ছয় মাস ওখানে, এমনি করিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া বেড়ান

হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকের ঘর দ্বার নাই, স্ত্রীপরিবার নাই, সংসারের কোনও বন্ধন নাই। তাহারা সাধারণ কয়েদিদের অপেক্ষাও অধম হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সুখের মধ্যে তাহারা দিবাভাগে অবাধে বেড়াইতে পারে। আজি কয়েক বৎসর হইল, হাজারিবাগে তিন জন গোয়েন্দার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা আপনাদের অনেক দুঃখের কাহিনী আমাদের নিকট বলিয়াছিল,—শুনিয়া বড় দুঃখবোধ করিয়াছিলাম।

হুগলিতে ডাকাতি বিভাগের আর কোনও চিহ্ন নাই,—আছে কেবল কেওটার মধ্যে গঙ্গার ধারে ডাকাতি কমিশনরের বাড়ী; যে বাড়ীতে এক সময়ে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, এক্ষণে সেই বাড়ী শূন্যময় পড়িয়া রহিয়াছে—পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া নীরবে রোদন করিতেছে,—সম্মুখস্থ বিস্তৃত মাঠ শৃগালের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথী সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বেও যে ভাবে বহিয়া যাইতেন, এক্ষণেও সেই ভাবে প্রবাহিত হইতেছেন। যাঁহাদের ডাকাতি বিভাগের এই প্রধান রঙ্গস্থল দেখিবার বাসনা হইবে, তাঁহারা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন।

আমরা এই স্থানে এই পুস্তক সমাপ্ত করিলাম। পাঠকগণকে অনেক বিরক্ত করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।

সমাপ্ত।